নরবলি।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-চক্রবর্ত্তি-প্রণীত

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

ভাদ্র, ১৩০৯

CALCUTTA :

PRINTED BY K. B. DAS AT THE VICTORIA PRESS,

2, GOABAGAN STREET.

'শকদুহিতা' সম্বন্ধে সংবাদপত্রাদির মত।

It is the production of a cultured brain, addressed to readers of culture, "Saka-duhita" reminds one, in respect of its language, of Sir Walter Scott. If a few more Bengali novels of the class to which "Saka-duhita" belongs, were to appear, there could be no doubt that the public taste would greatly improve.

REIS AND RAYYET.

Atal's Self-abnegation and his devotion to the Saka cause, even after all his hopes of marriage with Lila had disappeared, have been delineated with considerable skill. The character of Lila the disappointed Saka princess who lived to survive her fortune, reason and passion is per-

haps the best drawn in the book. Speaking generally the book derives its principal interest from the charm attaching to the name of Vikramaditya, Vanumaty and Kalidas and from the remarkable purity and chasteness of its style and language.

CALCUTTA GAZETTE.

সুবিজ্ঞ লেখকের হাতে রাজা বিক্রমাদিত্য, ভানুমতী ও কবি কালিদাস বড়ই হৃদয়গ্রাহী এক নূতন রঙে রঞ্জিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থের বিক্রমাদিত্য প্রকৃতই বিক্রমে আদিত্যস্বরূপ। বিক্রমাদিত্য যেমন সাহসী, বীর ও রণকৌশলে অদ্বিতীয়, তেমনই পরোপকারী, উদার ও মহান্। ভানুমতী বিক্রমাদিত্যেরই অনুরূপ মহিষী বটে। তিনিও কর্ত্তব্যে অটল, প্রণয়ে কুসুম-কোমল এবং রণস্থলে বীরাঙ্গনা। ভানুমতীর চরিত্র বস্তুতঃই বড় উপাদেয় হইয়াছে। আর যাহার নামে এই উপন্যাসের নাম "শকদুহিতা", সেই শকদুহিতাও গ্রন্থকারের চরিত্রচিত্রণে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। শকদুহিতার শেষ পরিণাম পাঠকের হৃদয়ভেদী অশ্রুজল আকর্ষণ করে।

সারস্বত পত্র।

শকদুহিতাতে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি, হূন ও শক-দিগের অত্যাচার এবং বিক্রমাদিত্যের অধিনায়কতায় আর্য্য-দিগের পুনরভ্যুদয়ের চিত্র পাওয়া যাইবে। এই সকল বিবরণ-সম্বলিত উপন্যাস খানিতে গ্রন্থকার অনেকগুলি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কর্ত্তব্যবোধ-প্রণোদিত অসাধারণ কার্য্যপরায়ণতা সুচিত্রিত। নিষ্কাম কর্ম্ম বা দৃঢ়ভাবে কর্ত্তব্য পালনই যে সকল উন্নতির মূল—আর্য্যের এই উন্নত ও প্রকৃত শিক্ষা এই চিত্রে সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট।

এডুকেশন গেজেট।

ইহা পাঠ করিলে প্রায় দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বকার অনেক ঐতিহাসিক বিষয় অতি বিশদরূপে অবগত হওয়া যায়। ভাষা বিশুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল, রচনাচাতুর্য্যও বিশেষ প্রশংসনীয়। গ্রন্থকর্ত্তা একজন উপযুক্ত ব্যক্তি; তিনি যে চরিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত, তাহা আমরা এই পুস্তক পাঠে সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছি—ভানুমতী, লীলা, উজ্জয়িনী-পতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য এবং শকাধিপতি মহারাজ মিহির-কুলের চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। লীলার শেষ অবস্থা অত্যন্ত করুণরসাত্মক, পাষাণ হৃদয়ও তাহাতে দলিত হইয়া যায়।

সোমপ্রকাশ।

পাকা হাতের সুন্দর ছাঁচে পড়িয়া শকত্নহিতা বড় সুখপাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। ভাষা যেমন সহজ কমনীয়, তেমনই সুন্দর ভাবোদ্দীপক। আর চরিত্র স্ফুরণে চক্রবর্ত্তী মহাশয় সর্ব্বত্রই সিদ্ধহস্ত। গল্পাংশে, কৌতূহল উদ্দীপনায় যেরূপ নৈপুণ্য দেখান হইয়াছে, তাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। গল্পটী বহু শতাব্দী পূর্ব্বের, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ের। উপন্যাসে মহারাজ বিক্রমাদিত্য, তাঁহার প্রিয় অনুচর বেতাল-ভট্ট প্রভৃতির চরিত্র প্রকটিত করা হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, সেগুলি যেন ঠিক সেই সময়ের চিত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ইহাই দেখান চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রধান লক্ষ্যীভূত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে। এ বিষয় তিনি গল্পচ্ছলে হৃদয়ে এরূপ সুন্দর আঁকিয়া দিয়াছেন যে, তাহা সহসা মুছিয়া যাইবার নহে। পুস্তকখানি সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট।

বঙ্গবাসী।

ভাষা ও ভাব যেন আধুনিক নহে—পাশ্চাত্যের বিলাসবিভ্রম-গ্রস্ত নহে। ভাষায় কি যেন একটু বিস্মৃত পুরাতন কথা হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়; ভাবে—হৃদয়টাকে যেন কোন একটা দূরদেশে

লইয়া যায়। মনে হয়—সেই শকরাজ্য, সেই মিহিরকুল, সেই বিক্রমাদিত্য, সেই কালিদাস, সেই উত্থান, সেই পতন, সেই বিবর্ত্তন। আর মনে হয়—"আর্য্যেরা মনুষ্য না দেবতা? ইঁহাদের মত উদারতা, সহৃদয়তা ত আমাদের মধ্যে একজনের দেখিতে পাই না। ইঁহাদের নগর স্বর্গ-তুল্য, ইঁহাদের বীরত্ব অসাধারণ, ইঁহারা উন্নতির চরমসীমায় অধিরোহণ করিয়াছেন।

অনুসন্ধান।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি, শকদিগের যথেচ্ছাচার এবং বিক্রমাদিত্যের চেষ্টায় আর্য্যদিগের পুনরুত্থানের অতি স্পষ্ট চিত্র এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গভাষার উপর গ্রন্থকারের প্রভূত অধিকার আছে। গল্পের ভাষা আগাগোড়া পরিমার্জ্জিত। প্রাচীন আর্য্যসমাজের চিত্র, এই অধঃপতিত বঙ্গবাসীর সম্মুখে ধরিয়া গ্রন্থকার বঙ্গদেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

বরিশালহিতৈষী।
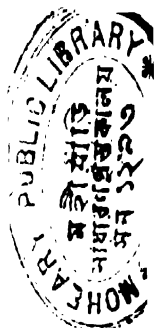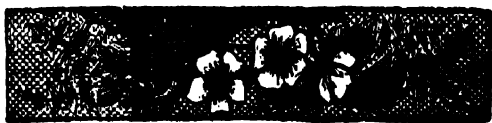
নরবলি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অরণ্যে।

ঈশানে উরিল মেঘ সহিত চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর॥
নিমেষেকে জোড়ে মেঘ গগন মণ্ডল।
ঘোর রবে বরিষে মুষল ধারে জল॥
কলিঙ্গ ছাইয়া মেঘ ডাকে ঘোর নাদে।
প্রলয় দেখিয়া লোক ভাবয়ে বিষাদে॥
হুড় হুড় দুড় দুড় করে বৃষ্টি ঝড়।
বিপদে চত্বর ছাড়ি প্রজা দেয় রড়॥

কবিকঙ্কণ।

বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে, যে স্থান এক্ষণে মধ্য প্রদেশ বলিয়া পরিচিত, পূর্ব্বকালে সেই স্থানে এক বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল। দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইল, সেই বনমধ্যে একদিন অপরাহ্নে একজন ব্রহ্মচারী, অদূরবর্ত্তি-গিরিনিঃসৃত একটি নির্ঝরিণীর উপকূলে, চিন্তাকুল ভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। ইনি গৌরবর্ণ ও স্থূলকায়,

ইঁহার নাসিকা শুকচঞ্চুর ন্যায় এবং চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্র। ইনি চিন্তা করিতেছিলেন—"বাল্যাবধি কতই দেখিলাম, কতই শুনিলাম, কতই পড়িলাম, কতই ভাবিলাম; কিন্তু দেখিয়া, শুনিয়া, পড়িয়া, ভাবিয়া কি বুঝিলাম? বুঝিলাম কেবল মানুষ জন্মে, মরে, আর দুঃখ ভোগ করে। তবে কি মানব-জীবনের সহিত দুঃখের নিত্য সম্বন্ধ? কপিল বলিয়াছেন, ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি করিতে পারিলে সুখলাভ হয়; ত্রিবিধ না হউক, বোধ হয়, যত্ন করিলে দ্বিবিধ দুঃখ নিবারিত হইতে পারে; প্রকৃত পুরুষকার যাহার আছে, বোধ হয়, সে সুখী হইতে পারে। চিত্তদৌর্ব্বল্য পুরুষকারের বিরোধী। তাই দুর্ব্বলচেতা ভর্ত্তৃহরি রাজত্ব ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে, আর উদ্যমশীল বিক্রমাদিত্য অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে। যার উৎসাহ আছে, উদ্যম আছে, চেষ্টা আছে, সে দুঃখ পাইবে কেন? আমি যেমন করিয়া পারি সুখী হইবার চেষ্টা করিব। অর্থ ও প্রভুত্ব দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়, আমি যে প্রকারে পারি অর্থ ও প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা করিব। পরলোক? পরলোক ত আকাশ-কুসুম! পাপ পুণ্য ত সমাজের গড়া কথা। মরিতেই ত একদিন হইবে, দুঃখ পাইয়া মরিব কেন?" ব্রহ্মচারী যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় দুই জন সশস্ত্র অশ্বারোহী বনের অপর প্রদেশে শনৈঃ শনৈঃ বিচরণ করিতে-

ছিলেন, বোধ হয় তাঁহারা মৃগয়ার্থ তথায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই যুবা পুরুষ, উভয়েই সৌম্য-মূর্ত্তি, উভয়েই দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ এবং উভয়েরই মুখমণ্ডল সুন্দর ও নয়নযুগল প্রতিভা-ব্যঞ্জক; পার্থক্য কেবল তাঁহাদের ললাটে;—একের শশিকলা-সদৃশ ভালে ত্রিপুণ্ড্রক শোভা পাইতেছিল, অপরের সুপ্রসারিত সুন্দর ললাট ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে শোভিত হইয়াছিল। তাঁহারা বিমোহিত চিত্তে বিস্ফারিত নেত্রে বসন্তোদ্ভাসিত অরণ্যানীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলেন, কতই আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছিলেন এবং মনে মনে কতই কল্পনা করিতেছিলেন; কিন্তু এ সংসারে সকলই অচিরস্থায়ী, কত সময় উৎসবও বিষাদে পরিণত হয়—রাকাচন্দ্রও রাহুকবলিত হয়। ঈশানে মসিময়ী কাদম্বিনী দেখা দিল এবং বিকট হাসি হাসিতে হাসিতে নিমেষ মধ্যে সমস্ত নভস্তল গ্রাস করিয়া ফেলিল। পবন আসিয়া যোগ দিল, সন্ সন্ শব্দে বনস্থল আকুলিত করিয়া প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইল; ধূলিরাশি গলিত পত্রপুঞ্জ সহ মিলিত হইয়া দৈত্যের ন্যায় ভীষণ আকার ধারণ করিয়া গগনতল আচ্ছন্ন করিল, ভীষণ নিনাদে মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইল, ভয়ঙ্কর নির্ঘোষে ঘন ঘন অশনিপাত হইতে লাগিল, কত তরুশির জ্বলিয়া উঠিল, ভীষণ বাত্যাঘাতে ও ভীষণতর ভূকম্পনে শত শত বনস্পতি সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূপতিত

হইতে লাগিল। আকস্মিক এই দুর্বিপাকে আমাদের সাদিদ্বয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বাহনেরা বল্‌গা উপেক্ষা করিয়া ভয়চকিত ভাবে যথেচ্ছ ধাবিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

How calm, how beautiful comes on
The stilly hour when storms are gone.

—Thomas Moore.

ই ভয়ঙ্করী ঝঞ্ঝার অবসান হইলে, প্রকৃতি ভৈরবী মূর্ত্তি সংবরণ করিয়া শান্তভাব ধারণ করিলে, বনস্থলী শৃঙ্গরবে ও লোক-কোলাহলে আকুলিত হইল, শত শত সশস্ত্র পদাতি চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। যে যে স্থানে বৃহদ্বৃক্ষ সকল পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থান পরিষ্কৃত হইল, "কৈ, কোথাও ত তাঁহাদিগকে দেখিতেছি না" এই কথা চতুর্দ্দিকে, এই কথা সকলের মুখে; সকলেই বিষণ্ণ, সকলেই উদ্বিগ্ন। "এখনও তাঁহাদের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না?"

এই কথা বলিতে বলিতে একজন কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন "ভাল করিয়া অন্বেষণ কর, যে কেহ তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে, তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব; যতক্ষণ তাঁহাদের সংবাদ বা নিদর্শন না পাওয়া যায়, ততক্ষণ আমরা অন্বেষণে বিরত হইব না, ভাল করিয়া খোজ।" তিনি এইরূপ আদেশ করিতেছেন, এমন সময় "এই যে শোভনা, এই যে শোভনা"—যুগপৎ এই কথা সকলের কণ্ঠে উচ্চরিত হইল। পরক্ষণেই একজন পদাতি একটি অশ্বার মুখরশ্মি ধারণ করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রণাম পূর্ব্বক বলিল "আর্য্য, তটিনী-তীরে ঐ তিন্তিড়ী-তরুতলে শোভনা নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, মহারাজের নামাঙ্কিত এই তূণ ইহার পদতলে পড়িয়াছিল।" পদাতির কথা শেষ হইলে বালাকৃতি অশ্বারোহী দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে শৃঙ্গনাদ করিলেন, তচ্ছ্রবণে চারিদিক্ হইতে পদাতি-দল তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং আদেশাপেক্ষায় তাঁহার সম্মুখে অবনত-নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি বলিলেন "বড়ই ভাবনার কথা, মহারাজ কোথায় গেলেন, তাঁহার কি হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সন্ধ্যা সমাগত, ক্রমে এই অরণ্যানী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে, তখন আর তাঁহার অন্বেষণ কিরূপে

হইবে; চল, এখন আমরা স্কন্ধাবারে গমন করি, সেইখানে চারিদিকে আলোক জ্বালিয়া সমস্ত রাত্রি আমরা জাগ্রদবস্থায় অবস্থান করিব; যদি তাঁহারা জীবিত থাকেন আমাদের আলোক ও কোলাহল লক্ষ্য করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিবেন।” এই কথা বলিয়া সেই খর্ব্বাকৃতি অশ্বারোহী শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইলেন এবং পদাতিদল তাঁহার অনুসরণ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খণ্ডগিরি নামে গিরি কটক-দক্ষিণে।
চারিদিকে ঘেরা তার নিবিড় বিপিনে ॥
অচলের অঙ্গ ক্ষুদে করেছে নির্ম্মাণ।
দালান, মন্দির, থাম, সরসী, সোপান ॥
সারি সারি গিরিগুহা ক্ষোদা নরকরে।
শত শত পাবে যত যাইবে উপরে ॥

—দীনবন্ধু।

ন্ধ্যা হইল, এখন যাই কোথা, অশ্বটি থাকিলেও স্কন্ধাবারে যাইতে পারিতাম। রাত্রিকালে হিংস্র-পশুসঙ্কুল এই বিজন বনের মধ্য দিয়া একাকী পদব্রজে যাওয়া আর কালকবলে মস্তক নিবিষ্ট করা সমান। একি! বীণাবাদন করিয়া কে গান করিতেছে না? আহা কি সুমধুর স্বর! বোধ হয় এই পর্ব্বতে লোকালয় আছে, এই স্বরস্রোত সেই স্থান হইতে প্রবাহিত হইতেছে” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত উর্দ্ধপুণ্ড্রধারী অশ্বারোহী পর্ব্বতোপরি আরোহণ

করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতটি নানাজাতি তরু লতায় আকীর্ণ, একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ পন্থা তাহার গাত্রে সর্পের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। তিনি সেই পন্থা অনুসরণ করিয়া উঠিতে লাগিলেন, অনেক দূর গমন করিলেন, কিন্তু কোথাও মানব-নিবাসের চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাইলেন না। চতুর্দ্দিকে কেবল বন্ধুর পার্ব্বত্য ভূমি, কণ্টকাকীর্ণ গুল্মলতা ও বৃক্ষাবলী, চতুর্দ্দিকে কেবল গম্ভীর ঝিল্লীরব; সে বীণানিনাদ, সে গীতিধ্বনি আর শুনা গেল না। ক্রমে তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। মনে মনে বলিলেন "তবে কি আমার ভ্রান্তি হইল? সে সঙ্গীত-ধ্বনি কি এ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হয় নাই? অথবা আমি কি শুনিতে কি শুনিলাম! এই স্থানটি বেশ পরিষ্কৃত দেখিতেছি, একটি পুষ্পবাটিকাও রহিয়াছে, ঐ যে অদূরে স্বল্পায়ত জলাশয়ও দেখিতেছি—নব-বিকসিত নক্ষত্ররাজি উহাতে প্রতিফলিত হইয়া প্রস্ফুটিত কুমুদকলাপের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু কৈ, মনুষ্যের বাসোপযোগী কোন গৃহ ত এখানে দেখিতেছি না।" আবার সেই বীণাঝঙ্কার শুনা গেল, আবার তাহার সহিত সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর মিলিত হইল। "একি! নিশ্চয়ই ইহা রমণীর কণ্ঠস্বর। কিন্তু কোথায় সে রমণী! কাহাকেও ত দেখিতে পাইতেছি না! নিশ্চয় নিকটস্থ কোনও স্থান হইতে এই শব্দ আসিতেছে। ঐ একটা মন্দির দেখিতেছি না? বোধ হয়

ঐখানে বসিয়া কোনও রমণী গান করিতেছে; আহা কি সুমধুর কণ্ঠস্বর” অনন্তর তিনি সেই মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন, সেখানেও কেহ নাই। ভাবিতে লাগিলেন “আমি কি কোনও মায়াবী কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতেছি? কি! কুসংস্কারাবিষ্ট সামান্য লোকের ন্যায় আমি মায়ায় বিশ্বাস করিব!” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী সকল স্থানে অদৃশ্য গায়িকার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; এক স্থানে এক প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড পর্ব্বতগাত্রে সংলগ্ন রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন—“এ পাষাণ-ফলক যদি গিরিগাত্র হইতে খসিয়া পড়িত, তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় থাকিত না; দেখা যাক, ইহার অন্তরালে কি আছে” এইরূপ ভাবিয়া বিপুল বল প্রয়োগে মহাকষ্টে তিনি সেই পাষাণ-ফলক ফেলিয়া দিলেন এবং একটি সুরঙ্গ-পথ দেখিতে পাইলেন, আর ইতস্ততঃ না করিয়া সেই বিবর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকারময় গুহা, কোথায় যাইতেছেন জানেন না, কোথায় পাদক্ষেপ করিতেছেন জানেন না, কিন্তু আর পশ্চাৎপদ হইলেন না; মনে ভীতির সঞ্চার হইল, প্রতি পাদক্ষেপে ভাবিতে লাগিলেন—বুঝি বিষধর বা অজগর-গাত্রে পাদক্ষেপ করি; কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া একটি ক্ষীণালোক-রেখা দেখিতে পাইলেন, সেই অল্পালোকে তাঁহার গন্তব্য পথের উভয় পার্শ্ব ঈষৎ প্রতিভাত হইল, পাষাণ-ক্ষোদিত স্তম্ভাবলী ও কক্ষের পর কক্ষ সকল

তাঁহার নয়ন-পথে অস্পষ্ট পতিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ সেই আলোক-রেখা উজ্জ্বলতর বোধ হইতে লাগিল, পরিশেষে তিনি প্রকোষ্ঠান্তরে সুচারু কারুকার্য্য-খচিত একটি রজত প্রদীপ রজত-শৃঙ্খলে বিলম্বিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন, দীপস্থ তৈল-গন্ধে সমস্ত গুহা আমোদিত হইয়াছে। প্রকোষ্ঠ মধ্যে এক অপূর্ব্ব দেবী-মূর্ত্তি বিরাজিত ; দেবীর হস্তে বীণা, দেবী নিমীলিত-নয়না। দেবী গান করিতেছেন,

আঁধার আঁধার আঁধার সাগর আঁধারে ডুবিয়া যাই,
যে দিকেতে চাই কেবলি আঁধার আলোকের লেশ নাই,
জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ অন্তর্জ্যোতিঃ, দেহ মা আমারে সতি,
একমাত্র তুমি গতি আমি নিরুপায়।

আমাদের বিপন্ন পর্য্যাটক সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রমণী নয়নোন্মীলন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কে ?"

পর্য্যাটক। অতিথি—

রমণী। অতিথি! কারাগারে অতিথি! আপনি কি প্রকারে এখানে আসিলেন ?

পর্য্যাটক। একি কারাগার ?

রমণী। এক প্রকার বটে, আপনি এখানে আসিয়া ভাল করেন নাই।

পর্য্যাটক। বিপন্ন হইয়া আসিয়াছি।

রমণী। এখানে আরও বিপদ।

পর্য্যাটক। এই রাত্রিকালে হিংস্র-শ্বাপদসঙ্কুল বিজন বনের অপেক্ষা কি এ স্থানে অধিকতর বিপদের আশঙ্কা আছে?

রমণী। হিংস্র জন্তুর অপেক্ষা শতগুণ ভয়ঙ্কর প্রাণী এখানে আসিয়া থাকে। আমি বুঝিতে পারিতেছি, আপনি আশ্রয় অন্বেষণে এখানে আসিয়াছেন কিন্তু এখানে আপনাকে রাখিলে নিশ্চয়ই আপনার বিপদ ঘটিবে।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে কিঞ্চিৎ দূরে "বিদু! বিদু!" বলিয়া গম্ভীর রবে কে ডাকিল—সে রবে গিরিগুহা পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রমণী। সর্ব্বনাশ! এখন করি কি, আপনি শীঘ্র পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে যাইয়া অন্ধকারে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করুন। পর্য্যাটক নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সাবধানে প্রকোষ্ঠান্তরে যাইয়া অবস্থান করিলেন এবং সতর্কভাবে আগন্তুকের কার্য্য ও আচরণ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন—আগন্তুক একজন ব্রহ্মচারী, পাঠক এই ব্রহ্মচারীকে পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছেন। আগন্তুক রমণীর সমীপাগত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "এখানে কি কেহ আসিয়াছিল?"

রমণী। আসিবে আবার কে? এরূপ প্রশ্ন করিতেছেন কেন? আপনি ত গুহাদ্বার স্বহস্তে বন্ধ করিয়া যান।

আগন্তুক। দ্বার মুক্ত রহিয়াছে দেখিলাম, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি; বোধ হয় অদ্য প্রাতে তোমার ভোজন-দ্রব্য সকল রাখিয়া যাইবার সময় অন্যমনস্ক হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, অথবা অদ্যকার ভূকম্পনে প্রস্তর-ফলক পড়িয়া গিয়া থাকিবে।

রমণী। আমাকে আর কতদিন এই অবস্থায় থাকিতে হইবে?

আগন্তুক। যাবৎ আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ না হয়।

রমণী। আপনার সঙ্কল্প কি?

আগন্তুক। তাহা এখন বলিব না। এখানে কি তোমার কষ্ট হইতেছে?

রমণী। কারাবাসে কার না কষ্ট হয়?

আগন্তুক। বিদ্যু, তুমি কি এটা কারাগার বিবেচনা করিতেছ? তবে তুমি আমায় বিশ্বাস কর না। যদি সর্ব্ব বিষয়ে আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার মুখে আজি এরূপ কথা শুনিতাম না। সুখ দুঃখ ত মনুষ্যের মনে; স্বর্গের কল্পনা মানুষেই করিয়াছে, নরকেরও কল্পনা মানুষে করিয়াছে; যে সুখ সম্ভোগ করিতে জানে, সে মর্ত্ত্যেই স্বর্গ ভোগ করে; যে না জানে, সে চিরদিন দুঃখের নরকে ডুবিয়া থাকে। বিদ্যু, যাহা বলিলাম, বুঝিবার চেষ্টা করিও। অদ্য রজনীতে আমার

অনেক কার্য্য আছে, আর বিলম্ব করিতে পারিব না, এখন চলিলাম।

ব্রহ্মচারী প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পর্য্যাটক তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, তিনি কিয়দ্দূর গুহাদ্বারাভিমুখে যাইয়া ফিরিলেন এবং কিয়ৎকাল এক স্থানে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পর্য্যাটক চিন্তা করিতে লাগিলেন "এই ব্যক্তিই তবে ঐ যুবতীকে এই স্থানে আনিয়া রুদ্ধাবস্থায় রাখিয়াছে। দ্বারমুক্ত দেখিয়া ইহার অপর-লোক-সমাগমের সন্দেহ হইয়াছে। যদি অনুসন্ধান করিয়া আমায় দেখিতে পায়! আমি সশস্ত্র ও নিরস্ত্র; ওকে আমার ভয় কি!" ব্রহ্মচারী কিন্তু আর অধিক অনুসন্ধান করিল না, অল্পক্ষণ পরেই চলিয়া গেল, পর্য্যাটক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া দেখিলেন, সে গুহাদ্বার বিমুক্ত রাখিয়াই প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরিচয়।

ব্রহ্মচারী চলিয়া গেলে পর্য্যাটক পুনর্ব্বার সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন; বলিলেন, "বুঝিলাম, ঐ কপট ব্রহ্মচারী তোমায় এখানে আনিয়া রাখিয়াছে। জিজ্ঞাসিতে পারি কি, তুমি কে?"

রমণী। আপনার ভাষায় ও অমায়িকতায় আপনাকে ভদ্রসন্তান বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে এবং সেই বিশ্বাসে সাহসী হইয়া আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমার পরিচয় পরে দিব।

পর্য্যাটক। আমি সারস্বত ব্রাহ্মণ, নিবাস উজ্জয়িনী নগরে,

আমি রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্, জনসমাজে কালিদাস নামে পরিচিত।

রমণী সসম্ভ্রমে অবনত মুখে লঘুস্বরে বলিলেন "আমার পরম সৌভাগ্য, আজি আমি সরস্বতীর বরপুত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম; আপনার কুমার, আপনার রঘু কতবার পড়িয়াছি—যতবার পড়িয়াছি, ততবার মোহিত হইয়াছি।" মনে মনে বলিলেন "কতবার আপনার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছি, কিন্তু কল্পনার কালিদাস আজি সম্মুখস্থ জীবিত কালিদাসের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইল।"

কালিদাস। চারুশীলে, এক্ষণে তোমার পরিচয় দিয়া সুখী করিবে না কি?

রমণী। আমার নাম বিদ্যোত্তমা, উজ্জয়িনী হইতে দশ ক্রোশ উত্তরে মিহিরপুর গ্রামে আমার নিবাস, আমার পিতার নাম সারদানন্দন, তিনি সেই গ্রাম ও সন্নিহিত জনপদ-সমূহের অধিপতি, আমরা সণাঢ্য ব্রাহ্মণ।

কালিদাস। সুপবিত্র সণাঢ্য-কুলে যে তোমার জন্ম, তাহা তোমার মুখশ্রী ও সুমার্জ্জিত বাক্য-প্রণালীতেই জানা যাইতেছে; এক্ষণে ঐ ব্রহ্মচারীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে আপত্তি আছে কি? উঁহার সহিত তোমার কিরূপ সম্পর্ক?

রমণী। উনি আমার পিতার সহাধ্যায়ী; শুনিয়াছি, উনি

আমার পিতার সহিত বারাণসীতে এক অধ্যাপকের নিকট অনেক দিন ধরিয়া একত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, উনি সর্ব্বশাস্ত্র-দর্শী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, দর্শনশাস্ত্রে উঁহার বিশেষ পার-দর্শিতা; এই জন্য পিতা উঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন; উঁহার নাম অভ্রক ভট্ট। সাবিত্রী-ভ্রষ্ট সংস্কারবিহীন ব্রাত্য ব্রাহ্মণ-দিগের সংমিশ্রণে সমাজে উঁহাদের বংশ হেয়, ব্রাহ্মণ বলিয়া উঁহাদিগকে কেহ গণনা করে না। উনি অদ্যাপি দারপরিগ্রহ করেন নাই, ব্রহ্মচারি-বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, বৎসরের মধ্যে দুই তিনবার আমাদের বাটীতে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন; এইরূপ সর্ব্বদা যাতায়াতে উঁহার সহিত আমাদের এক প্রকার আত্মীয় সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বহুদিন ধরিয়া আমরা উঁহাকে স্বজনের ন্যায় সকল বিষয়েই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। উনি যখনই আমাদের বাটীতে আসিতেন, আমরা সকলেই উঁহাকে ঘেরিয়া বসিতাম—কত কথা জিজ্ঞাসা করিতাম—আমা-দের মনের সকল ভাব, সকল বাসনা উঁহার নিকটে অকপটে প্রকাশ করিতাম এবং উঁহার সদা-হাস্যময় মুখের পানে চাহিয়া—উঁহার মুখে কত কথা, কত উপকথা, কত তীর্থপর্য্যটনের কথা একাগ্রচিত্তে শুনিতাম। আমার অন্যান্য ভাই ভগিনী ও আত্মীয়-স্বজনের অপেক্ষা উনি আমার প্রতি বিশেষ যত্ন ও স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। ক্রমে আমি যত বয়ঃস্থা হইতে লাগিলাম, উনি ততই

আগ্রহের সহিত আমায় নানা কাব্য ও নানা কলায় শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ পর্য্যটন-সময় সংক্ষেপ করিয়া আমাদের বাটীতেই অধিক দিন অবস্থান করিতে লাগিলেন। অদ্য হইতে দুই মাসকাল পূর্ব্বে একদিন উনি আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া পিতাকে বলিলেন, "তোমার এই কন্যাটী সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা, বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহার বিদ্যাবুদ্ধির বাসনানুরূপ উন্নতি হইতেছে, বিদু শীঘ্রই সৌভাগ্যশালিনী হইবে—চাই কি, রাজ-রাণীও হইতে পারে। আমার ইচ্ছা, ইহাকে এই সময় একবার তীর্থপর্য্যটন করাইয়া আনি—নানা দেশ, নানা নগর, নানা দেবালয়, নানা জাতীয় মনুষ্যের বিচিত্র আচার ব্যবহার এবং সাগর, পর্ব্বত, হ্রদ, কান্তার প্রভৃতির দর্শনে চিত্তবৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি হয়। মনুষ্যের জ্ঞান বিষয়-সাপেক্ষ;—যাহার যত অধিক বিষয়ের সহিত পরিচয়, সে তত অধিক জ্ঞানের অধি-কারী; অতএব আমার ইচ্ছা, ইহাকে তীর্থপর্য্যটন করাইয়া ইহার বিদ্যোত্তমা নাম সার্থক করি।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিতা উঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আহ্লাদ-সহকারে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, আমিও যার পর নাই উল্লাসিত হইলাম। অনন্তর এক দিন শুভক্ষণে উঁহার সহিত যাত্রা করিলাম—আমার সুখরবি অস্তমিত হইল, আমি দুঃখের গাঢ়তম তিমিরে নিমগ্ন হইলাম। ব্রহ্মচারী আমার চক্ষে এখন

আর সে ব্রহ্মচারী নাই, এখন উহাকে দেখিলে আমার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। ও ব্রহ্মচারী নয়—নিশাচরাপেক্ষা শতগুণ নিষ্ঠুর, নির্ম্মম—এমন দুষ্কর্ম্ম নাই, স্বার্থের নিমিত্ত যাহা ও করিতে পারে না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ও নীচকুলোদ্ভব; মূলে দোষ না থাকিলে ব্রাহ্মণে অতদূর দুষ্কর্ম্মান্বিত হইতে পারে না! ওর আকার ইঙ্গিতে বেশ বুঝিয়াছি, ও অসদভিপ্রায়ে আমায় এখানে আনিয়া রাখিয়াছে। এই ভূধর-কন্দরে নিশীথ সময়ে পৈশাচিক কথোপকথন ও অমানুষিক শব্দ সকল শুনা যায়। যে ভাষায় কথাবার্ত্তা হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারি না; কাহারা কথা কয়, তাহা দেখিতে পাই না—দেখিতে সাহসও হয় না—রহস্যপূর্ণ এ গিরি-গহ্বর! এই কন্দর-মধ্যে কোথায় কি আছে, দেখিবার নিমিত্ত এক দিন দিনমানে গৃহ হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে প্রস্তর-ক্ষোদিত একটী সোপান-শ্রেণী দেখিতে পাইলাম, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তদুপরি আরোহণ করিলাম:এবং একটি প্রসারিত প্রকোষ্ঠে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম; ভাবিলাম, ইহা কি ব্রহ্মচারীর আশ্রম, না কোন ক্ষত্রিয়ের গুপ্ত আয়ুধাগার। দেখিলাম, সেখানে স্তরে স্তরে নানা অস্ত্র, নানাবিধ বীরোপযোগি বস্ত্রাভরণ এবং তূরী, ভেরী, ধ্বজা, পতাকা প্রভৃতি রণসজ্জা সকল সংগৃহীত রহিয়াছে। এই ব্রহ্মচারীর ব্যবসায় কি, উদ্দেশ্য

কি, কিছুই বুঝিতে পারি না—মানুষে যে এমন কপটাচারী হইতে পারে, আমার বিশ্বাস ছিল না। আগে যদি তাহা বুঝিতাম, তাহা হইলে এ বিপদে পড়িতাম না; জানি না, এ পিশাচের হস্ত হইতে আমার মুক্তি হইবে কি না!

এই কথা বলিতে বলিতে তাহার নয়নজল দরবিগলিত ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। কবির হৃদয় কাঁদিল—বীরের হৃদয় বিগলিত হইল। কালিদাস সেই রমণী-মূর্ত্তিতে এক অপূর্ব্ব ছবি দেখিলেন, সে ছবি হৃদয় হইতে মুছিবার নয়। তিনি গদ্-গদ স্বরে বলিলেন "আহা! কাঁদিও না, কাঁদিও না; অচিরে তুমি মুক্তিলাভ করিবে। আমি নিজে তোমাকে তোমার পিতার কাছে লইয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু অনেক কারণে তাহা করিতে আমি কুণ্ঠিত হইতেছি। যত শীঘ্র পারি, তোমার পিতার নিকট তোমার এই বিপদের সংবাদ পাঠাইব।"

কুমারী। তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট উপকার করা হইবে, আমি চিরকালের নিমিত্ত আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ থাকিব।

"এক্ষণে আমি প্রকোষ্ঠান্তরে যাইয়া অবস্থান করি, রজনী প্রভাত হইলে প্রস্থান করিব। তোমার বিপদের কথা তোমার পিতাকে জানাইব" ইহা বলিয়া কালিদাস বিদায়গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্কন্ধাবারে।

ভাত হইলে—বন-বিহঙ্গম-কুল কলরব করিলে, কালিদাস গিরিগুহা হইতে বাহিরে আসি-লেন ; দেখিলেন, পূর্ব্বাকাশ রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। তিনি দ্রুতপদে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন ; নিম্নে আসিবামাত্র সৈনিকদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তাহাদিগের প্রমুখাৎ রাজার নিরু-দ্দেশ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন “নগরপাল কোথায় ?” অবনত-নয়নে একজন সৈনিক উত্তর করিল “আমরা তাঁহাকে শিবিরে দেখিয়া

আসিয়াছি, বোধ হয় তিনি সেইখানেই আছেন”। “তবে আমি সেইখানেই যাই।” ইহা বলিয়া তিনি শিবিরাভিমুখে চলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র একজন প্রহরী তাঁহাকে সম্মান-সহকারে আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত সেই কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকার সাদীর সমীপে লইয়া গেল—ইনি উজ্জয়িনীর নগরপাল বেতালভট্ট। বেতাল কালিদাসকে দেখিবা মাত্র, অভিবাদন না করিয়াই, ব্যাকুলতা-সহকারে জিজ্ঞাসিলেন “কৈ রাজা কোথায়?” কালিদাস বিষণ্ণভাবে উত্তর করিলেন “আমরা সেই ভীষণ ঝড় ও ভূকম্পনের সময় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম; তাহার পর তাঁহার আর কোন সংবাদ জানি না।”

বেতাল। তবেই ত ক্রমশঃ ভাবনার বিষয় আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এখন করা যায় কি?

কালি। আমার বেশ বিশ্বাস হইতেছে, তিনি জীবিত আছেন, শীঘ্রই তাঁহার কুশল-সংবাদ পাওয়া যাইবে।

বেতাল। তিনি জীবিত থাকেন, ইহাই ত প্রার্থনীয়; কিন্তু তিনি কোথায়, কিরূপ অবস্থায় আছেন, জানিতে না পারিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।

কালি। এই বন রহস্যে পরিপূর্ণ; ইহার স্থানে স্থানে যে কত আশ্চর্য্য পদার্থ আছে, বোধ হয়, অনেকেই তাহা জানে না। গত রজনীতে বিপন্ন হইয়া আমি সেই সকলের কিছু কিছু

অবগত হইয়াছি, এবং সেই সকল অদ্ভুত পদার্থের অস্তিত্ব আছে জানিয়াই মহারাজ জীবিত আছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে।

ইহার পর তিনি পূর্ব্ববর্ণিত পর্ব্বতগুহার বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন।

বেতাল। মহারাজও তবে এইরূপ কোন না কোন স্থলে আশ্রয় পাইয়া থাকিবেন।

কালি। ইহাই ত আমার বিশ্বাস। তিনি মহাবীর ও সশস্ত্র, সহজে কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় প্রতিহারী চীর-পরিধান কুঠারধারী এক ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইল।

বেতাল। এ ব্যক্তি কে?

প্রতিহারী। ইহারই মুখে শুনুন।

সে বলিল, "আমি কাঠুরিয়া। আপনার লোকেদের মুখে শুনিলাম, আপনাদের কাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কা'ল ঝড়ের পর সন্ধ্যাকালে একজনকে চারি পাঁচ জনে ধরাধরি করিয়া পর্ব্বতের উপর লইয়া যাইতেছে, দেখিয়াছি।

বেতাল। যাহারা লইয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে তুই চিনিস?

কাঠুরিয়া। চিনি বৈ কি, তাহারা আমাদেরই লোক।

বেতাল। তাহাদের দুই একজনকে ডাকিয়া আনিতে পারিস্ ?

কাঠুরিয়া। কেন পারিব না।

বেতাল! আচ্ছা, তবে শীঘ্র যা, পুরস্কার-স্বরূপ তোকে এই মুদ্রাটি দিলাম।

কাঠুরিয়া চলিয়া গেলে কালিদাস বলিলেন "মহারাজ তবে নিশ্চয় জীবিত আছেন, মৃত হইলে তাঁহাকে ওরূপে পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইবে কেন ?"

বেতাল। যে অবধি আমরা তাঁহার সন্ধান না পাই, সে পর্য্যন্ত আমাদিগকে এইস্থানে থাকিতে হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দেবমন্দিরে।

আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত প্রাকৃতিক-উৎপাত-কালে কালিদাসের অশ্ব ক্ষিপ্তপ্রায় ধাবিত হইয়া এক বিশাল শালতরুর স্কন্ধে বেগে যাইয়া পড়ে, এবং সেই আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া যায়, সে ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। তাহার পর কালিদাসের যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিবৃত হইয়াছে। আমাদের পরিচিত দ্বিতীয় অশ্বারোহীকে পাঠক এখন বিক্রমাদিত্য বলিয়া অবশ্য চিনিতে পারিয়াছেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ বাহন 'শোভনা' অনেকক্ষণ তাঁহাকে নিরাপদ স্থান দিয়া লইয়া গিয়াছিল, পরে পুনঃ পুনঃ ভূকম্পনে একস্থানে তাহার পদস্খলন হইলে সে পড়িয়া গেল, বিক্রমাদিত্য সেই পতনে

মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। একদল কাঠু-রিয়া তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার শুশ্রূষা ও চৈতন্য সম্পা-দনের চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময় আমাদিগের পরিচিত ব্রহ্মচারী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন "কে জানিত এরূপ ঘটনা ঘটিবে, প্রবলা ইচ্ছা নিস্ফলা হয় না, বাসনার একটা আভ্যন্তরীণ শক্তি আছে;— আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবার বেশ সুযোগ হইয়াছে।" পরে কাঠুরিয়াদিগকে বলিলেন, "তোমরা উহাকে লইয়া আমার সহিত আইস, ঐ পর্ব্বতের উপর যে মন্দির আছে, সেইখানে যাইয়া তোমাদের পারিশ্রমিক দিব।" কাঠুরিয়ারা তাঁহার আদেশ মত সংজ্ঞাহীন উজ্জয়িনীনাথকে বহন করিয়া পর্ব্বতোপরি নির্দ্দিষ্ট মন্দিরে আনয়ন করিল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কালিদাস এই মন্দির দেখিয়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী বাহকদিগকে বিদায় দিয়া বিক্রমাদিত্যের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে ও শুশ্রূষায় অচিরকাল মধ্যে মহারাজের মূর্চ্ছাপগম হইলে, তিনি নয়নোন্মীলন করিয়া বলিলেন "আমি কোথায়, এখানে আমায় কে আনিল?"

ব্রহ্ম। মহারাজ, চিন্তা করিবেন না, আপনি নিরাপদ স্থানে আছেন, আপনাকে বনমধ্যে মূর্চ্ছিত দেখিয়া আমি আপ-নাকে এখানে আনিয়াছি।

বিক্রম। তুমি কে?

ব্রহ্ম। আমি ব্রাহ্মণ, এই দেবায়তনে অবস্থান করি, আমার উপজীবিকা ভিক্ষা।

"ব্রাহ্মণ?" এই কথা বলিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য সসম্ভ্রমে উঠিবার চেষ্টা করিলে, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন "করেন কি! আপনি উঠিবেন না।"

"সেকি! আপনার আশীর্ব্বাদে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া বিক্রমাদিত্য গাত্রোত্থান করিয়া অতীব বিনয়-নম্রভাবে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "আপনি আমায় কিরূপে চিনিলেন?"

ব্রহ্ম। আমি উজ্জয়িনীতে পূর্ব্বে আপনাকে একবার দেখিয়াছিলাম।

বিক্রম। আমার নিমিত্ত আপনাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছে।

ব্রহ্ম। কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছি, রাজা আমাদিগের দেবতাস্বরূপ, রাজসেবা আর্য্যজাতির প্রধান কর্ত্তব্য। আপনি নিরুদ্বেগে নিঃশঙ্কচিত্তে কিছুক্ষণ এই স্থানে অবস্থান করুন, আমি একবারমাত্র যাইয়া আপনার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও ফলমূল আহরণ করিয়া আনি।

অনন্তর ব্রহ্মচারী মন্দির হইতে নিক্রান্ত হইয়া এইরূপ

ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন—"একবার খোণ্ডাধিপকে লওয়াইতে পারিলে, সংকল্প-সাধনায় অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিব। খোণ্ডপল্লীতে যাইবার পূর্ব্বে বিদ্যোত্তমাকে একবার দেখিয়া যাইব; ভীষণ ভূকম্পনের পর সে কিরূপ অবস্থায় আছে, একবার দেখা উচিত।" বিদ্যোত্তমার সহিত তাঁহার যে কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, পাঠক তাহা শুনিয়াছেন।
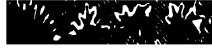
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

খোণ্ডপল্লীতে।

মরা যে পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার নাম খোণ্ডগিরি। ইহার পূর্ব্বদিকের বিস্তৃত উপত্যকায় খোণ্ডনাম-ধারী বর্ব্বরেরা বাস করিত। তাহারা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিল। অন্যান্য অসভ্য জাতির ন্যায় তাহাদিগের মুখাকৃতি কদর্য্য বা বিরক্তি-জনক ছিল না, তাহারা অত্যন্ত মদ্যপ্রিয় ও মাংসাশী ছিল এবং সামান্য কৃষিকার্য্য ও শূকর-পালন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত। গ্রামের প্রান্তভাগে তাহাদিগের দুইটি দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, একটির নাম তোডোপেন্নো, ইনি ময়ূররূপী এবং ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অপরটি সিন্দূরমণ্ডিত একখণ্ড প্রস্তর, ইহার নাম জাকারী-পেন্নো, ইনি গ্রাম্য-দেবতা।

এই দেবতাদ্বয়ের কোন মন্দির বা গৃহ ছিল না। প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে মহাসমারোহে ইঁহাদের পূজার্চ্চা হইত, এই পূজোপলক্ষে নরবলির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। আর্য্যজাতির শোণিত ভিন্ন তোডোপেন্নো কিছুতেই প্রসন্ন হইতেন না—নরবলি না পাইলে গ্রামে অনাবৃষ্টি হইত, শস্য উৎপন্ন হইত না। এই বলিতে খোণ্ড-জাতীয় ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণ নিষিদ্ধ এবং হৃষ্ট পুষ্ট যুবাই প্রশস্ত ছিল। খোণ্ডেরা শত শত রজতমুদ্রা ব্যয়ে বলির উপযুক্ত মনুষ্য ক্রয় করিত, ও তাহাকে 'মেরিয়া' নামে অভিহিত করিয়া পূজার কয়েকদিবস পূর্ব্ব হইতে মাল্য-চন্দন ও কৌশেয় বস্ত্র পরাইয়া বিবিধোপচারে পান ভোজন করাইত, এবং আপনারা মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া তাহার সম্মুখে ও চতুর্দ্দিকে গীত, বাদ্য ও নৃত্য করিয়া আনন্দোৎসব করিত।

এই বর্ব্বর জাতির অধিপতির নিকট আমাদের ব্রহ্মচারী গমন করিলেন। তখন মেঘমুক্ত আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়াছে, শশিকলা হাসিয়াছে, খোণ্ডদিগের তৃণাচ্ছাদিত মৃন্ময় গৃহ সকল জ্যোৎস্নায় প্রভাসিত হইয়াছে, খোণ্ডবালকবৃন্দ গৃহ-সম্মুখে পরিষ্কৃত ভূমিভাগে চন্দ্রালোক-পুলকিত-চিত্তে কোলাহল-সহকারে ক্রীড়া করিতেছে, স্থানে স্থানে যুবক-যুবতীগণ একত্র মিলিত হইয়া মর্দ্দল বাজাইয়া নৃত্য ও গান করিতেছে। পল্লীর কেন্দ্র-দেশে গোলাকার-প্রাচীর-বেষ্টিত প্রস্তর-রচিত প্রকাণ্ড রাজ-

বাটী। সিংহদ্বারে দুইজন ভীমদর্শন প্রহরী তীর, ধনু ও উলঙ্গ অসি লইয়া প্রহরা দিতেছে। ব্রহ্মচারীকে দেখিবামাত্র তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। ব্রহ্মচারী পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাজসমীপে সমাগত হইলেন। রাজা প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলে, তিনি বলিলেন "রাজন্, বাৎসরিক নরবলির সময় সন্নিকট হইয়াছে; উপযুক্ত 'মেরিয়া' সংগৃহীত হইয়াছে কি?"

রাজা। একজন উড়ীয় একটি বুড়ীকে আনিয়াছিল, আমি তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছি; অনেক লোক লাগাইয়াছি, কিন্তু এখনও কেহ মনের মত 'মেরিয়া' যোগাড় করিয়া আনিতে পারে নাই।

ব্রহ্ম। আমার সন্ধানে একটি ভদ্রবংশীয় যুবক আছে।

রাজা। ভালই হইয়াছে, আমার বড়ই ভাবনা হইয়াছিল, এখন নিশ্চিন্ত হইলাম; কত মূল্য দিতে হইবে?

ব্রহ্ম। এখন আমি কিছু লইব না; আমার প্রয়োজন মত, 'মেরিয়ার' মূল্য-স্বরূপ আমি যাহা প্রার্থনা করিব, তাহা আপনি আমায় দিবেন?

রাজা। আপনার প্রার্থনা কি হইতে পারে, আগে না জানিলে, সত্য-বদ্ধ হইব কিরূপে?

ব্রহ্ম। আমার প্রার্থনা অতি সামান্য, ইচ্ছা করিলেই পূর্ণ করিতে পারিবেন।

রাজা। তাহা যদি হয়, অবশ্য করিব।

ব্রহ্ম। তবে এখনই মেরিয়া-আনয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিন।

খোণ্ডাধিপ তখনই পুরোহিতকে ডাকাইয়া, মেরিয়া আনি-বার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, সে সমস্ত আয়োজনের আজ্ঞা দিলেন; ব্রহ্মচারী হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন।
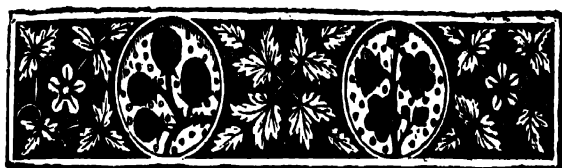
অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাজভবনে।

আমি কে? যথার্থই আমি কি বিক্রমাদিত্য? এখন আমার বিক্রম কোথায়? সে অহঙ্কার, সে অভিমান কোথায়? আমি রহিয়াছি কোথায়? এখানে আমি কি স্বেচ্ছায় আসিয়াছি? আমি ত মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলাম—নিরীহ মৃগসমূহের প্রাণ সংহার করিয়া আমোদ করিব বলিয়া আসিয়াছিলাম, কৈ আনন্দ ত হইল না; চেষ্টা ত যথেষ্ট করিলাম, পশুশিকার ত হইল না; নিজেই বিপন্ন হইলাম; বস্ত্রাভরণ, অস্ত্র-শস্ত্র সমস্তই হারাইলাম, এখন অপরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এখানে রহিয়াছি—তবে কেমন করিয়া বলিব আমি বিক্রমাদিত্য! পরে কি ঘটিবে, তাহাই বা কে

জানে! বুঝিলাম, মনুষ্যের চেষ্টায়, মনুষ্যের ইচ্ছায় কিছুই হয় না; পুরুষকার অহঙ্কারের কথা মাত্র।—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শ্রান্তি-ক্লান্তি-ক্ষুধা-তৃষ্ণাবসন্ন নৃপতি নিভৃত দেবায়তনে নিদ্রিত হইলেন—উজ্জয়িনীর রাজপ্রাসাদে কনক-পর্য্যঙ্কোপরি কোমল ধবল সুবাসিত শয্যায় তিনি যেমন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভি-ভূত হইতেন, সেইরূপ সুষুপ্ত হইলেন। তিনি অনেকক্ষণ ঘুমাইলেন, পরে কি যেন একটা কোলাহলে তাঁহার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন, অদূরে মর্দ্দল ও খরতাল-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন; কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, কতকগুলা বিকটমূর্ত্তি, জ্বলন্ত দেবদারুশাখা হস্তে লইয়া, বাদ্যসহ নৃত্য ও চীৎকার করিতে করিতে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই অভূতপূর্ব্ব-দৃশ্য-দর্শনে তিনি বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমে সেই সকল মূর্ত্তি একখানি শিবিকা ও আমাদের ব্রহ্মচারীর সহিত মন্দির-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মচারী রাজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "ইনি"। সিন্দূর-মণ্ডিত এক ব্যক্তি বলিল "অগচ্চ মেরিয়া, অগচ্চ।" বিক্রমাদিত্য ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসিলেন "এ ব্যক্তি কি বলিল?"

ব্রহ্মচারী। এ ব্যক্তি বলিল,—মহারাজ, শিবিকায় আসিয়া বসুন।

বিক্রম। ইহারা আমায় কোথায় লইয়া যাইবে?

ব্রহ্ম। খোণ্ডদিগের অধিপতি আমার প্রমুখাৎ আপনার বিপদের কথা শুনিয়া আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার এই পুরোহিতকে পাঠাইয়াছেন, আপনি শিবিকারোহণে রাজভবনে চলুন, সেখানে অতীব সুখসচ্ছন্দে যামিনী যাপন করিতে পারিবেন।

বিক্রমাদিত্য শিবিকায় উঠিয়া বসিলে, বাহকেরা তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া চলিল, খোণ্ডেরা মহানন্দে বাদ্যসহ নৃত্য ও গান করিতে করিতে শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। তাহারা পল্লী-মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র চারিদিক্ হইতে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী, বালক, বালিকা সকল দলে দলে আসিয়া রাস্তার দুই ধারে দাঁড়াইয়া, 'মেরিয়া' দেখিতে দেখিতে এক একবার বিকট চীৎকার করিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। শিবিকা প্রাসাদ-দ্বারে আসিয়া থামিলে, খোণ্ডাধিপতি আত্মীয়-স্বজন ও অমাত্যগণ সহ আসিয়া মেরিয়ার অভ্যর্থনা করিলেন এবং মহাসমাদরে তাঁহার হস্ত ধরিয়া অবরোধ-মধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে উজ্জল-আলোকমালা-প্রদীপ্ত-দ্বিতলোপরি একটি প্রসারিত প্রকোষ্ঠে তাঁহাকে বসাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তথায় একাকী বসিয়া বর্ব্বর-রুচি-প্রসূত সেই প্রকাণ্ড পাষাণময়ী পুরী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন, দেখিতে

দেখিতে তাঁহার হৃদয় এক অননুভূত-পূর্ব্ব বিচিত্রভাবে আপ্লুত হইল—তিনি কল্পনায় কত বিভীষিকার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় যুবতী-সহচরীগণ সহ রূপবতী রাজকন্যা 'কুহেলী' তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাস্তবিকই রাজকন্যা অলোক-সামান্য-লাবণ্য-ময়ী, সেরূপ রূপরাশি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, সে রূপের তুলনা হয় না। তাহার বর্ণ চম্পকের ন্যায়—চন্দ্রের ন্যায় বা তুষারের ন্যায় নহে, তাহার গণ্ডস্থল গোলাবের আভা ধারণ করে না, এবং তাহার লোচনযুগল নীলোৎপল সহ তুলনীয় হয় না। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সুঠাম, সুগঠিত—যেন একখানি মসৃণ কৃষ্ণাভ প্রস্তরে ক্ষোদিত। তাহার ঘন-কুঞ্চিত-মার্জ্জিত কেশকলাপ, তাহার সুগোল-সকূপ-সম্পূর্ণ কপোল, তাহার দীর্ঘপক্ষ্ম-বিশিষ্ট আয়ত নয়নযুগল, তাহার সুন্দর লোভনীয় ওষ্ঠাধর, সুগঠিত গ্রীবা ও পীনোন্নত পয়োধর, তদুপরি দোদুল্য-মান সুবর্ণ-জড়িত প্রবাল-মালা তাহাকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী করিয়াছিল। সখীরাও সুন্দরী; তাহাদের এক জনের হস্তে কর্পূর-বাসিত বারিপূর্ণ রজতঝারি, অপর এক জনের করে কনকা-ধারে চুয়া, চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরী, অন্য জনের হস্তে ময়ূর-পুচ্ছ-বিরচিত বিচিত্র ব্যজনী এবং অপরার পাণিতলে মনোহরকুসুম-মালা ও পুষ্পগুচ্ছপূর্ণ সুচারু প্রসূন-ভাজন শোভা পাইতেছিল।

তাহারা স্বুবর্ণ-ঘুঙ্ঘুর-জড়িত চরণে নৃত্য করিতে করিতে গান করিল—

কাঁহা তেরা ঘর মেরা মেরিয়ারে
কাঁহে উদাস হিয়া কহো পিয়ারে।

গীতান্তে কুহেলী অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে, অতিশয় সমাদরে মেরিয়ার সেবার্চ্চনা করিতে লাগিল—দেখিয়া শুনিয়া বিক্রমাদিত্য অবাক্। অবাক্ হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন "এ সকল কি? এ সকল কি প্রকৃত ঘটনা, না আমি স্বপ্ন দেখিতেছি? আমার মৃগয়া-যাত্রার পর হইতে ঘটনার পর ঘটনা সকল যেন স্বপ্ন-কল্পিতেরই ন্যায় ঘটিয়া যাইতেছে। না, না, আমি স্বপ্নই দেখিতেছি, অথবা আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া আসিতেছে, এ সকল ঘটনা কখনও প্রকৃত হইতে পারে না।" তিনি যে বল্যাই, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। বলির ছাগ লইয়া বালকেরা যেমন খেলা করে, তাহাকে কত যত্ন করে, কত আদর করে, বিক্রমাদিত্যকে লইয়া বর্ব্বর-কুমারীগণ বোধ হয় সেইরূপই করিতেছিল। খোণ্ড জাতীয়েরা বর্ব্বর বটে, কিন্তু অন্যান্য বর্ব্বরদিগের মত তাহারা নিতান্ত নৃশংস ছিল না; তাহাদের মনুষ্যত্ব ছিল—তাহাদের সত্যনিষ্ঠায়, আতিথেয়তায়, ন্যায়-

পরতায় ও সাধুতায় অনেক সুসভ্য জাতিকেও পরাজিত হইতে হইয়াছিল। আমরা যেমন চতুর্ব্বর্গ ফলের আশায় ও বল্যর্হ পশুর মুক্তি কামনায় বলিদান করিয়া থাকি, তাহারাও তদনুরূপ অভিপ্রায়ে নরবলি দিত। রাজকুমারী তাহাদের মেরিয়াকে আহার করাইয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল, এবং তিনি শয়ন করিলে সখীগণ সহ তথা হইতে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

অবগুণ্ঠন-মোচন।

“সঙ্কল্পিত দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একবার আমার মনোমহিনীকে দর্শন করিয়া যাইব, তাহার চিত্তবৃত্তি সকল কোন্ দিকে প্রবাহিত হইতেছে, পরীক্ষা করিয়া যাইব। হৃদয়ের এ প্রবল বহ্নি আর চাপিয়া রাখিতে পারি না—এ জ্বালা আর সহ্য হয় না; যতটা পারি আমার মনের ভাব তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিব।” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমাদের ব্রহ্মচারী মহাশয় গিরিগুহা-রূপ বিদ্যোত্তমার কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

বি। আজ যে এত সকালে?

ব্র। এই মুক্ত-দ্বার গহ্বরে তোমাকে একাকিনী রাখিয়া গিয়া বড়ই দুর্ভাবনা হইয়াছিল, তাই প্রভাত হইতেই তোমায়

দেখিতে আসিলাম। কেমন আছ বিন্দু, তোমার ত কোন কষ্ট হয় নাই?

বি। কষ্ট দিতেছ, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ, 'তোমার ত কষ্ট হয় নাই?'

ব্র। না না বিন্দু, তা নয়, তা নয়, আচ্ছা বিন্দু, বিন্দু!

বি। কি বলিবেন বলুন না।

ব্র। বলি, এখন তোমার বয়স সতের আঠার বৎসর হইবে না?

বি। আমার বয়স কত, আমার অপেক্ষা আপনি ত ভাল জানেন।

ব্র। হাঁ, হাঁ, জানি বৈকি, জানি বৈকি, ঐ রকমিই হবে, ঐ রকমিই হবে।

বি। আমার বয়সের কথা আজ মনে হইল কেন?

ব্র। তুমি এখন পূর্ণযৌবনা ও পূর্ণাবয়বা হইয়াছ।

বি। এ সব কথা কেন?

ব্র। তোমার বিবাহের কাল উপস্থিত হইয়াছে।

বি। আপনার আজ এরূপ উপক্রমের অভিপ্রায় কি?

ব্র। বিন্দু, অবশ্য এখনও আমি বুড়া হই নাই?

বি। আমি আপনাকে ছোঁড়া বুড়ার চক্ষে ত দেখি না, আপনাকে আমি পিতৃতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি।

ব্র। তা নয় বিদু, তা নয়, তা কেন তুমি ক'র্‌বে!

বি। তবে কি ক'র্‌ব?

ব্র। (স্বগত) যা থাকে কপালে ব'লে ফেলি, একটু সাহস না করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। (প্রকাশ্যে) আমায় বিবাহ করিতে তোমার আপত্তি আছে কি?

বি। খুব আপত্তি, এই জন্যই আমায় এখানে এনে রেখেছ বটে! আমি আগে তোমায় ভক্তি করিতাম, এখন ঘৃণা করি; যে যাকে ঘৃণা করে, সে কি তাকে বিবাহ করিতে পারে!

ব্র। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! তুই আমায় ঘৃণা করিস? আমি তোর ঘৃণার পাত্র?

বি। হাঁ তাই।

ব্র। তবে অদ্য আমায় বল-প্রয়োগ করিতে হইবে।

বি। অবলা বলিয়া আমিও নিতান্ত দুর্ব্বলা নই,. বিশেষ আমার ধর্ম্মবল আছে, পাপিষ্ঠ! তোর তাহা নাই; আমার এই অসহায়াবস্থায় আমার দেহ তুই স্পর্শ করিলেও করিতে পারিস্— হয় ত শৃগাল কুক্কুরে একদিন করিবে, কিন্তু আমারআত্মা বা আমাকে তুই কখনই স্পর্শ করিতে পারবি না।

এই কথা বলিতে বলিতে বিদ্যোত্তমার মুখমণ্ডল রক্ত-বর্ণ হইল, তাহার নয়নযুগল হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল—সে দাঁড়াইয়া উঠিল, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে

লাগিল, তাহার বক্ষস্থল স্ফীত হইল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল এবং নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত হইল, সে "পাপিষ্ঠ! স্ত্রীহত্যা করিলি!" বলিয়া ছিন্নমূলা কদলীর ন্যায় গৃহপ্রাঙ্গনে পড়িয়া গেল। ব্রহ্মচারী বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন "রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া অধৈর্য্য ও চাপল্য প্রকাশ করিয়া ভাল করি নাই। কি করিলাম! তেজস্বিনী অভিমানিনী সণাঢ্য-কুমারীকে মারিয়া ফেলিলাম! (পরীক্ষা করিয়া) না না, এই যে বিদ্যোত্তমা জীবিত আছে, এই যে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য পুনর্ব্বার আরম্ভ হইয়াছে, এই যে অল্প অল্প নিশ্বাস পড়িতেছে; না, আমি আর এখানে থাকিব না, মূর্চ্ছাপগমে আমায় দেখিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইতে পারে। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় না থাকিলে কোনও কার্য্য সিদ্ধ হয় না, একদিন না একদিন বিদ্যোত্তমাকে আমারই হইতে হইবে; আমি যদি একবার রাজা হইতে পারি, বিদ্যোত্তমাকে আমার করিয়া লইতে আর ক'দিন লাগিবে!" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, বিদ্যোত্তমার মুখপানে চাহিতে চাহিতে ব্রহ্মচারী প্রস্থান করিলেন। যখন মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, বিদ্যোত্তমা তখন আর এক স্থানে আর এক দৃশ্য দেখিল।

দশম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণা।

ই দিবস দ্বিতীয় প্রহর সময়ে, একটি একটি করিয়া অনেকগুলি বিচিত্র মূর্ত্তি সেই গিরি-গহ্বরে আবির্ভূত হইল। তাহাদের সকলেরই দীর্ঘ কেশ ও সন্ন্যাসীর বেশ। তাহাদের সকলের উপস্থিত হইবার কিঞ্চিৎ পরে ব্রহ্ম-চারী মহাশয় গান করিতে করিতে সভাস্থ হইলেন; তাঁহার গানটি এই—

কেন যাবে অহঙ্কার?
অহঙ্কার গেল যদি রহিল কি আর!
অহঙ্কার আছে ব'লে, জ্ঞান আছে ধরাতলে,
জ্ঞান না থাকিলে বিশ্ব হ'ত অন্ধকার।
সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব,
জ্ঞান বিনা বল আর করে কে প্রচার।

তাঁহার আবির্ভাব হইবা মাত্র সেই মূর্ত্তিমণ্ডলী একটা বিকট

চীৎকার করিয়া উল্লাস প্রকাশ করিল। অনন্তর একজন দণ্ডায়-মান হইয়া বলিল "গুরো, কি আজ্ঞা হয় বলুন, আমরা প্রস্তুত।"

ব্র। আমার উদ্দেশ্য সে দিবস তোমাদের নিকট এক-প্রকার প্রকাশ করিয়াই বলিয়াছি—আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের রাজারা যার পর নাই অত্যাচারী হইয়াছে, প্রজাপীড়ন করি-তেছে। প্রজাকুল আকুল হইয়াছে—ভারতের চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিয়াছে,—ইহার একটা আশু প্রতিকার আবশ্যক। ইহাই আমি সে দিবস তোমাদের বলিয়াছি। অদ্য কতকগুলি গুহ্য কথা—বিশেষ কথা বলিব বলিয়া তোমাদের আহ্বান করিয়াছি, কথাগুলি মনোযোগ-পূর্ব্বক শুন।

এইরূপ উপষ্টম্ভ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"যেমন তমোগুণের আতিশয্য হইলে রজোগুণ নিষ্প্রভ হয়, সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয়; যেমন পিত্ত দূষিত হইয়া নিস্তেজ হইলে শ্লেষ্মার আতিশয্য হয়, শরীর নষ্ট হইয়া যায়; সেইরূপ সমাজে তামসিক শক্তি প্রবল হইলে রাজসিক শক্তির হ্রাস হয়, সমাজ ধ্বংস হইয়া যায়; ইহা বৈজ্ঞানিক কথা—অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের কথা। বড়ই পরি-তাপের কথা, আমাদের আর্য্যসমাজ আজ রাজসিক শক্তির অভাবে বিনাশোন্মুখ হইয়াছে—"

এই সময় একজন বলিয়া উঠিল, "সত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ," কি! সত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ জাতি বিদ্যমান থাকিতে আর্য্যসমাজ

বিনাশ প্রাপ্ত হইবে! ‘সত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং, রজসো লোভ এবচ,’ যতদিন আর্য্যসমাজে জ্ঞানের আদর থাকিবে, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা থাকিবে, সাহস করিয়া বলিতে পারি, ততদিন আর্য্যসমাজ অব্যাহত রহিবে। রজোগুণ হইতে লোভের উৎপত্তি; লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আমাদের সমাজে যদি রাজসিক শক্তির অভাব হইয়া থাকে, তাহাতে দুঃখ কি? আমাদের সমাজ ধ্বংস হইবে তখন, যখন ব্রাহ্মণের সাত্বিকতা নষ্ট হইবে, যখন ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হইবে, যখন ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা থাকিবে না, যখন শূদ্রে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবে, ধর্ম্মশিক্ষা দিবে, এবং সাধারণে সেই ব্যাখ্যা, সেই শিক্ষা গ্রহণ করিবে। আর্য্যসমাজের ততদূর অধঃপতনের এখনও অনেক বিলম্ব আছে।”

ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন “তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহাই বলিতে যাইতেছিলাম, তুমি আমায় বাধা দিয়া কেবল সময় নষ্ট করিলে।”

মণ্ডলী। বলুন, বলুন, আপনার যাহা বলিবার আছে বলুন।

ব্রহ্ম। আমি বলিয়াছি, আর্য্যসমাজ বিনাশোন্মুখ হইয়াছে, অর্থাৎ আর্য্যসমাজের মুমূর্ষু অবস্থা ঘটিয়াছে, সময়ে সময়ে মুমূর্ষু অবস্থায়ও সুচিকিৎসা হইলে জীবনরক্ষা হয়, চিকিৎসা জ্ঞানের আয়ত্ত; আমরা সকলেই সন্ন্যাসী, অতএব সকলেই ব্রাহ্মণ;

যেহেতু ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহারও সন্ন্যাসী হইবার অধিকার নাই; 'সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ' অতএব আমরা সকলেই সত্ত্বপ্রধান, 'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং' অতএব আমরা সকলেই জ্ঞানী, জ্ঞানের দ্বারা যখন আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি, ঈশ্বর প্রতিপন্ন করিতে পারি, তখন সেই জ্ঞান-বলে যে সমাজরক্ষা করিব, ইহা বিচিত্র কি? কিন্তু সমাজরক্ষা করিতে হইলে, রাজনৈতিক পথে চলা আবশ্যক, সময়ে সময়ে কৌশলের আবশ্যক, সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য সময়ে সময়ে কাপট্য, কুটিলতারও আবশ্যক; অত-এব আমি যাহা করিতে যাইতেছি, যাহা করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি, তাহাতে তোমরা বিচলিত বা চমকিত হইও না, আমাতে অযথা অভিসন্ধির আরোপ করিও না। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করা আমার উদ্দেশ্য।

সকলে। উদ্দেশ্য মহৎ, উদ্দেশ্য মহৎ!

ব্র। সেই উদ্দেশ্য-সাধন জন্য কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে, আমায় ভর্ত্তৃহরি সাজিতে হইবে—ভর্ত্তৃহরি কে তাহা তোমরা অনেকেই অবশ্য জান; পূর্ব্বে ভর্ত্তৃহরি উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন, কোন কারণ বশতঃ তিনি রাজত্ব ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইলে তদীয় অনুজ বিক্রমাদিত্য রাজা হইয়া দ্বাদশ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করিতেছেন, ভর্ত্তৃহরি সাজিয়া আমি উজ্জয়িনী অধিকার করিব—উজ্জয়িনীতে আমার অনেক শিষ্য আছে,

তাহারা আমার সহায়তা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে, তোমরা অদ্য যে কয়েক জন এখানে উপস্থিত আছ, উজ্জয়িনীতে যাইয়া ভর্ত্তৃহরির প্রত্যাগমন-বার্ত্তা প্রচার কর, পরে আমি অন্যান্য শিষ্যমণ্ডলীকে সৈনিকবেশে সাজাইয়া শীঘ্রই যাইয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব, সেখানে তোমরা অনেক বন্ধু পাইবে।

এই কথা বলিয়া তিনি শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এক জনের হস্তে সুবর্ণপূর্ণ একটি স্থালী প্রদান করিলেন এবং বলিলেন "ইহা তোমাদের পাথেয়, অদ্য রজনীর পঞ্চম যামার্দ্ধে তোমরা যাত্রা করিও।" সকলে চলিয়া গেলে তিনি 'ভেটক!'—বলিয়া ডাকি-লেন, নিকটস্থ একটি স্তম্ভের পশ্চাৎ হইতে ভীষণ-দর্শন এক ব্যক্তি প্রকাশিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "যে সন্ন্যাসী 'সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ' বলিয়া অনেক কথা কহিয়াছিল, তাহাকে চিনিতে পারিবি ত?"

ভেটক। কেন পারিব না?

ব্র। তাহাকে উড়াইয়া দিতে হইবে, নতুবা সে কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইবে। বুঝিলি ত?

ভেটক। বেশ বুঝিয়াছি, আজই তাহাকে স্বর্গে পাঠাইব।

ব্র। মনে থাকে যেন, অদ্য রাত্রিতেই।

ভেটক। আর কিছু বলিতে হইবে না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রিকূটতলে।

হারা ব্রহ্মচারীর আদেশে মূর্চ্ছাপন্ন মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে পর্ব্বতস্থ মন্দিরে লইয়া গিয়াছিল, পরদিবস প্রাতঃকালে তাহাদিকে বেতালের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। বেতাল ও কালিদাস, তাহাদিগকে ও কয়েকজন সশস্ত্র অনুচরকে সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই মন্দিরে গমন করিলেন, কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কালিদাস কাঠুরিয়াদিগকে জিজ্ঞাসিলেন "তোমরা ব্রহ্মচারীকে চিন? তিনি কোথায় থাকেন জান?" একজন উত্তর করিল "তাঁহাকে

কখন এখানে, কখন বনে, কখন বা খোগুপল্লীতে দেখিতে পাই, কখন কখন তিনি সন্ন্যাসীদের দলেও থাকেন। তিনি এক স্থানে থাকেন না।"

কালি। খোগুপল্লী কোথায়?

কাঠুরিয়া। এই পর্ব্বতের উত্তর দিকে।

কালিদাস বেতালকে বলিলেন "ইহাদের দ্বারা আর অধিক কোন কার্য্য সাধিত হইবে না।"

"তাহা বুঝিতেছি।" বলিয়া বেতাল-ভট্ট কাঠুরিয়াদিগকে পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিয়া বলিলেন "এখন সেই গিরি-গহ্বরে যাইয়া অনুসন্ধান করিলে ভাল হয় না?"

কালি। সেই খানেই ত যাইতে হইবে, ভণ্ড বেটার আড্ডাই সেই। সেই খানেই তাহাকে ধরিব।

অনন্তর তাঁহারা দলবল-সহ সেই গুহাভিমুখে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন, গুহামুখ মুক্ত রহিয়াছে—সকলে অবাধে সেই গহ্বর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু কাহা-কেও দেখিতে পাইলেন না; বিদ্যোত্তমা-বর্ণিত গুপ্ত আয়ুধাগার অন্বেষণ করিলেন, দেখিলেন সেখানেও কেহ নাই—কিছুই নাই; তাঁহারা নিরাশ হইয়া গুহার বাহিরে আসিলেন এবং খোগুপল্লীর অনুসন্ধানে পর্ব্বতের উচ্চতর দেশে উঠিতে লাগিলেন। ক্রমে পার্ব্বত্য ভূমি মাধ্যাহ্নিক মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত

হইয়া উঠিল, প্রতপ্ত পবন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। আমাদের পর্য্যাটকগণ নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। অধিক দূর গমন করা অসাধ্য বিবেচনায় কালিদাস বলিলেন "আর অগ্রসর হওয়া অবিধেয়। এই খানেই আমাদের বিশ্রাম করিতে হইবে।" এই সময় দুইটি স্ত্রীলোক মস্তকে কাষ্ঠভার বহন করিয়া গমন করিতেছে দেখিয়া, বেতাল তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "নিকটে আশ্রয়-স্থান আছে? কোথায় খাদ্যদ্রব্য মিলে, বলিতে পার?" তাহাদের একজন উত্তর করিল "এখানে কোথাও কিছু মিলিবে না—আমাদের সঙ্গে ঐ ত্রিকূটতলে আইস, ওখানে থাকিবার স্থান ও খাইবার সামগ্রী সকলই পাওয়া যায়। এখান হইতে আর এক ক্রোশ পথ যাইতে হইবে"। আমাদের পর্য্যা-টকগণ অগত্যা তাহাদের অনুসরণ করিলেন এবং বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে একটি সমতল উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

খোণ্ডগিরির ত্রিকূটতল একটি পরম রমণীয় উপত্যকা। ইহার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ এই তিনদিকে তিনটি উদ্ভিদ্বর্জ্জিত পাষাণ-ময় শৃঙ্গ গগন স্পর্শ করিত, এই নিমিত্ত পূর্ব্বকালে এই উপত্যকা ত্রিকূটতল বলিয়া অভিহিত হইত। বুদ্ধের আবির্ভাব-কালের অনেক পূর্ব্বে একদল ভ্রষ্টাচার ব্রাত্য ব্রাহ্মণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া এই উপত্যকায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল।

আমরা যে সময়ের বিবরণ লিখিতেছি, সে সময়ে তাহাদের বংশধরেরা প্রকাশ্যভাবে সামান্য কৃষিকার্য্য ও পশুপালন এবং গুপ্তভাবে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহারা আমাদের ব্রহ্মচারীর আজ্ঞাকারী মন্ত্র-শিষ্য ছিল। ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিবেশী খোণ্ডেরা ইহাদিগের বিপক্ষে বলপ্রয়োগ করিত না, ইহাদের কাহাকেও কখনও বলিদান করিত না, প্রত্যুত অনেক বিষয়ে ইহাদের সাহায্য করিত। ইহারাও সৌহার্দ্য নিবন্ধন খোণ্ডদিগের কোনও অনিষ্ট করিত না, বরং কাহারও সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে ইহারা খোণ্ডদিগেরই পক্ষাবলম্বন করিত। আমাদের পর্য্যটকগণ এই ব্রাত্য-ব্রাহ্মণবসতির প্রান্ত সীমায় একটি বিপণিতে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলেন। পরে অদূরবর্ত্তিনী গিরি-নির্ঝরিণীতে স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে আহারীয় উপকরণ সকল ক্রয় করিয়া রন্ধনোদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

আপণিক। আপনারা আজ রাত্রে কি এখানে থাকিবেন?

বেতাল। না, আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়াই খোণ্ড-পল্লীতে যাইব। খোণ্ডপল্লী এখান হইতে কতদূর?

আপণিক। বেশি দূর নয়, ঐ পথটি ধরিয়া উত্তরে বাঁকিয়া গেলেই খোণ্ডপল্লী দেখিতে পাইবেন, এখান হইতে ঐ পার্ব্বত্য পথ অর্দ্ধক্রোশের অধিক হইবে না। সেখানে যাইতেছেন কেন?

হইয়া উঠিল, প্রতপ্ত পবন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। আমাদের পর্য্যাটকগণ নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। অধিক দূর গমন করা অসাধ্য বিবেচনায় কালিদাস বলিলেন "আর অগ্রসর হওয়া অবিধেয়। এই খানেই আমাদের বিশ্রাম করিতে হইবে।" এই সময় দুইটি স্ত্রীলোক মস্তকে কাষ্ঠভার বহন করিয়া গমন করিতেছে দেখিয়া, বেতাল তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "নিকটে আশ্রয়-স্থান আছে? কোথায় খাদ্যদ্রব্য মিলে, বলিতে পার?" তাহাদের একজন উত্তর করিল "এখানে কোথাও কিছু মিলিবে না—আমাদের সঙ্গে ঐ ত্রিকূটতলে আইস, ওখানে থাকিবার স্থান ও খাইবার সামগ্রী সকলই পাওয়া যায়। এখান হইতে আর এক ক্রোশ পথ যাইতে হইবে"। আমাদের পর্য্যাটকগণ অগত্যা তাহাদের অনুসরণ করিলেন এবং বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে একটি সমতল উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

খোণ্ডগিরির ত্রিকূটতল একটি পরম রমণীয় উপত্যকা। ইহার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ এই তিনদিকে তিনটি উদ্ভিদ্বর্জ্জিত পাষাণময় শৃঙ্গ গগন স্পর্শ করিত, এই নিমিত্ত পূর্ব্বকালে এই উপত্যকা ত্রিকূটতল বলিয়া অভিহিত হইত। বুদ্ধের আবির্ভাব-কালের অনেক পূর্ব্বে একদল ভ্রষ্টাচার ব্রাত্য ব্রাহ্মণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া এই উপত্যকায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল।

আমরা যে সময়ের বিবরণ লিখিতেছি, সে সময়ে তাহাদের বংশধরেরা প্রকাশ্যভাবে সামান্য কৃষিকার্য্য ও পশুপালন এবং গুপ্তভাবে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহারা আমাদের ব্রহ্মচারীর আজ্ঞাকারী মন্ত্র-শিষ্য ছিল। ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিবেশী খোণ্ডেরা ইহাদিগের বিপক্ষে বলপ্রয়োগ করিত না, ইহাদের কাহাকেও কখনও বলিদান করিত না, প্রত্যুত অনেক বিষয়ে ইহাদের সাহায্য করিত। ইহারাও সৌহার্দ্য নিবন্ধন খোণ্ডদিগের কোনও অনিষ্ট করিত না, বরং কাহারও সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে ইহারা খোণ্ডদিগেরই পক্ষাবলম্বন করিত। আমাদের পর্য্যটকগণ এই ব্রাত্য-ব্রাহ্মণবসতির প্রান্ত সীমায় একটি বিপণিতে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলেন। পরে অদূরবর্ত্তিনী গিরি-নির্ঝরিণীতে স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে আহারীয় উপকরণ সকল ক্রয় করিয়া রন্ধনোদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

আপণিক। আপনারা আজ রাত্রে কি এখানে থাকিবেন?

বেতাল। না, আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়াই খোণ্ডপল্লীতে যাইব। খোণ্ডপল্লী এখান হইতে কতদূর?

আপণিক। বেশি দূর নয়, ঐ পথটি ধরিয়া উত্তরে বাঁকিয়া গেলেই খোণ্ডপল্লী দেখিতে পাইবেন, এখান হইতে ঐ পার্ব্বত্য পথ অর্দ্ধক্রোশের অধিক হইবে না। সেখানে যাইতেছেন কেন?

এখন সেখানে যাইবেন না, এখন খোণ্ডেরা উন্মত্ত হইয়াছে; এখন সেখানে যাইলে আপনাদিগকে বিপদে পড়িতে হইবে, বিদেশী লোক কেহ এখন সেখানে যায় না, যাইতে পায় না, যাইতে পারেও না।

বেতাল। কেন বল দেখি!

আপ। এই বসন্তকালে খোণ্ডদিগের তোডোপেন্নো ঠাকুরের পূজা হয়—মহোৎসব হয়, নরবলি হয়।

বেতাল। নরবলি হয়? সে কি!

আপ। আজ্ঞা হাঁ। সে সব কথা আপনাদের শুনিয়া কাজ নাই, নরবলির কথা কাহারও কাছে বলিতে আমাদের নিষেধ আছে।

কালি। ভাল, আপণিক! একজন ব্রহ্মচারীকে এখানে কখনও দেখিয়াছ? শুক পক্ষীর ন্যায় তাঁহার নাসিকা, তিনি স্থূলকায় ও গৌরবর্ণ।

আপ। তিনি ত আমাদের গুরু। কেন? তাঁহাকে খুঁজিতেছেন কেন?

কালি। প্রয়োজন আছে। তিনি কোথায় থাকেন জান?

আপ। কোথায় থাকেন, তিনিই জানেন।

কালি। তুমি জান না?

আপ। দেবতারা কোথায় থাকেন মানুষে কেমন করিয়া জানিবে!

. অনন্তর আহার ও বিশ্রামান্তে বেতাল আপণিককে জিজ্ঞাসিলেন "কেমন হে! ঐ পথ ধরিয়া গেলেই খোণ্ডপল্লীতে যাইতে পারিব?"

আপ। হাঁ, গ্রামের মধ্য দিয়া যা'ন, ঐ পথে যাইয়া উঠিতে পারিবেন; এখন আমার নিষেধ শুনিলেন না, পরে ঠেকিতে হইবে।

"আমরা দেখিয়া শুনিয়া সাবধান হইয়া যাইব" ইহা বলিয়া বেতাল খাদ্যাদির মূল্য ও পারিতোষিক-স্বরূপ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত অর্থ আপণিককে প্রদান করিয়া সমভিব্যাহারীদিগের সহিত পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। তখন অপরাহ্নের মনোহর ভাস্কর-কিরণে নভস্তল বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে, স্নিগ্ধ শীতল দক্ষিণানিল মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে, নব-পল্লবিত চলদল প্রভৃতি বনস্পতি সকল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, মুকুলিত আম্রশাখায় বসিয়া কোকিলকুল কুহুরব করিতেছে, এবং নববিকসিত-কুসুম-সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়াছে। রমণীয় পার্ব্বত্য প্রদেশে, রমণীয় মধুমাসে, রমণীয় প্রদোষ-সময়ে যাইতে যাইতে, স্বভাবের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে কালিদাসের কবি-হৃদয় মনোমোহিনী বিভাবনায়

উচ্ছ্বসিত হইল, তিনি কল্পনায় বিদ্যোত্তমাকে দেখিলেন—তাহার স্মেরাস্যে সুমধুর ভাষা, তাহার বুদ্ধিমত্তা, হৃদয়-সৌন্দর্য্য ও বিদ্যাবত্তা এবং তাহার অলৌকিক রূপরাশি প্রত্যক্ষবৎ তাঁহার অনুভূত হইল—তিনি বিদ্যোত্তমার ভাবনায় বিভোর হইলেন—তিনি যেন গিরিগুহার সেই বীণা-নিনাদ সেই গান পুনর্ব্বার শুনিতে পাইলেন। কবি-কল্পনা কি এতই প্রবলা! না, না, এ ত কল্পনা নয়, এ যে সেই স্বর, সেই সুর, অক্ষরে অক্ষরে সেই গান, এ যে সেই—"আঁধার আঁধার আঁধার সাগর আঁধারে ডুবিয়া যাই—"

পণ্যশালা হইতে কিঞ্চিদ্দূরে একখানি পরিচ্ছন্ন মৃন্ময় গৃহ হইতে এই স্বর-প্রবাহ নিঃসৃত হইতেছিল। কালিদাস সঙ্গী-দিগকে পশ্চাৎ করিয়া দ্রুতপদে সেই গৃহের নিকট যাইলেন। সেই স্বর, সেই সুর, সেই বীণাধ্বনি, কিন্তু এবার এ আবার কি গান শুনিলেন—

সাম্‌নে এসে দাঁড়া গো মা, হেরি তোর চরণ দুখানি।
দেখিতে দেখিতে মরি, অন্তিমে হ'স্‌নি পাষাণী!
মা ভৈ মা ভৈ বল,
মাগো আমার সঙ্গে চল,
তুয়া পদ-কোকনদ বিনা আর নাহি জানি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

বিদ্যোত্তমাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় রাখিয়া ব্রহ্মচারী বরাবর ত্রিকূটতলে ভেটক ও করটক-নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই দুই ভাই ব্রাত্য-ব্রাহ্মণ, ইহাদিগকে নররূপী রাক্ষস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাদের অসীম সাহস ও অসীম বলবীর্য্য। ইহাদিগের আচার ব্যবহার পৈশাচিক এবং মুখাকৃতি ভীতিপ্রদ। জানি না, কি মন্ত্রবলে—কি কৌশলে ব্রহ্মচারী ইহাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ইহারা আখেটিক কুকুরের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞাকারী ছিল। আদেশ মাত্র

তাহারা পবন-বেগে গুহামধ্যে গমন করিয়া চৈতন্যহীনা বিদ্যো-ত্তমাকে তাহাদের বাটীতে—গুরুর নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। ব্রহ্মচারী সেই বাটীর একটি কক্ষে বিদ্যোত্তমাকে শুয়াইয়া, কালিন্দীকে তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া, সেই ব্রাত্য-ব্রাহ্মণদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। কালিন্দী ভেটক ও করটকের ভগিনী। কালিন্দী গুরুর আদেশে পরিহিত-বসনাঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া বিদ্যোত্তমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল।

যখন বিদ্যোত্তমার চৈতন্য হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। চাহিয়া দেখিল, সে অপরিচিত গৃহে শয়ান রহিয়াছে এবং তাহার শিয়র-দেশে একটি অবগুণ্ঠনবতী বামা বসিয়া আছে। অবগুণ্ঠনবতী কালিন্দী তাহাকে সচেষ্ট দেখিয়া, "কিছু খাবা" বলিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে দুগ্ধ পান করাইল। পানান্তে বিদ্যোত্তমা ঘুমাইয়া পড়িল। জানি না, কালিন্দী দুগ্ধের সহিত কোনও নিদ্রাকর্ষক মাদক দ্রব্য মিশাইয়া-ছিল কি না।

পরদিবস প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে বিদ্যোত্তমা কালিন্দীকে বলিলেন "হেঁগা! আমি কোথায় আসিয়াছি? এখানে আমায় কে আনিল?" অবগুণ্ঠনবতী কালিন্দী উত্তর করিল "কেনে? মোদের বাসাকে আসিছ, দেবতার বলায়,

মোর দাদারা তোমায় ইথানে আনিছে।” বিদ্যোত্তমা জিজ্ঞাসিল “দেবতা কে?” কালিন্দী ঘোমটা খুলিয়া বলিল “দেবতা গুরু—এই এত বড় পেট, এত বড় নাক।” বিদ্যো-ত্তমা কালিন্দীর মুখের পানে চাহিবা মাত্র শিহরিয়া উঠিল—নয়ন মুদিল। কালিন্দী চলিয়া গেল, আর শীঘ্র তাহার সম্মুখে আসিল না। অনেক বেলা হইলে, সে আর একবার মাত্র ঘোমটা দিয়া আসিয়া, বিদ্যোত্তমাকে কিঞ্চিৎ আহার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল; বিদ্যোত্তমা হাঁ কিংবা না কিছুই না বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেও আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। বিদ্যোত্তমা অনশনে প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া-ছিল।

কালিদাস বাটী মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বিদ্যোত্তমা বীণাসহযোগে গান করিতেছে এবং তাহার দুনয়নে দশ-ধারা বহিতেছে। বিদ্যোত্তমা তাঁহাকে দেখিবা মাত্র বলিল “কি করিয়াছেন! এখানে আসিয়াছেন কেন? পলান, পলান; আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকিবেন না, বাবার সহিত যদি সাক্ষাৎ হয় বলিবেন—বিদ্যোত্তমা মরিয়াছে।”

কালি। ওকথা মুখে আনিও না, অচিরে তোমার পিতা জীবিতা বিদ্যোত্তমাকে দেখিবেন। পলাইতে বলিতেছ কেন? ভয় করিব কাহাকে!

এই সময় একটা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি আসিয়া রোষ-কষায়িত-লোচনে বলিল—"বেটাখাগীর মরা পুত! কেটা তুই?" এই রমণীর কেশ মেষ-লোম-সদৃশ, গণ্ডস্থল উচ্চ ও চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্র; ইহার নাসাগ্র উন্নত, ও ওষ্ঠাধর স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং ইহার বিশাল আস্যে দীর্ঘ দন্তাবলি প্রকটিত। এ মূর্ত্তি দেখিলে কাহার মনে ভীতির সঞ্চার না হয়? এ মূর্ত্তি দেখিলে পাছে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যোত্তমা পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হয়, এই আশঙ্কায় ব্রহ্মচারী কালিন্দীকে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। কালিন্দীর এই বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া কালিদাস একবার শিহরিয়া উঠিলেন, পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন "তুই কে? আগে বল্।"

কালিন্দী। জানুস্ না? মুই কে, জানুস্ না? মুই যমের বহিন কালিন্দী, তুই ইখানে কেনে বল্?

কালি। কে বলে তুই কালিন্দী? তুই পূতনা, আমি এখানে পূত্না বধ করিতে আসিয়াছি।

কালিন্দী। কি ব'ল্‌ব ভাইরা মোর ইখানে নাই, তারা ঘরকে থাকলে তোমার নাক কাণ কাটি আজ কথা ব'ল্‌তাম।

কালি। হলা শূর্পণখা, এখন তোর নাকটা কাটি আয়।

"তুই মোর নাক কাট্‌বি, য়্যাঁ তুই মোর নাক কাট্‌বি?" —এই কথা বলিয়া চীৎকার করিয়া কালিন্দী গৃহের বাহির

হইয়া গেল। বেতালের অনুচরগণ তাহাকে ধরিল, সে আরও চীৎকার করিতে লাগিল। সে চীৎকারে গ্রামের যাবতীয় বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। "কি হইয়াছে? কেন কাঁদিতেছ" সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসিতে লাগিল, সে কোনই উত্তর দিল না, কেবল শূকরীর ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। এই সময় কালিদাস বাহিরে আসিয়া বলিলেন "উহাকে যাইতে দিও না, উহাকে ছাড়িও না, ভণ্ড ব্রহ্মচারী কোথা আগে ও বলুক, তবে ছাড়িবে। একজন বৃদ্ধা তর্জ্জন করিয়া বলিল "কি মোদের দেবতা ভণ্ড! কি বলে গো, য়্যাঁ মোদের দেবতা ভণ্ড!" আর একজন বৃদ্ধা ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "অরে অ ছার-কপালেরা, দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে দেখচুস্ কি, শুনচুস্ কি? ওডার মুখ্যা লাথি মার্ না, থুথ্ু দে না।"

এই কথায় উৎসাহিত হইয়া বালকগণ কালিদাসের গাত্রে ধূলি ও কঙ্কর বর্ষণ করিতে লাগিল। বেতাল অনুচর-বর্গকে বলিল "দুর্বৃত্ত বালকদিগকে ধরিয়া আন।"

একজন বালক। কি! মোদের ধরবি, ধরাচ্ছি এই দেখ্, আয় ভাই সব আয়—বেটাদের একবার শিখায়ে দেই।

একজন বৃদ্ধ। আরে! কি করিস, দাঁড়া।

বালক। কি! দেবতাকে গালি দেবে, এত বড় আস্পর্দ্ধা! আজ ওর মুণ্ড ছিঁড়ে ফেলাব।

বৃদ্ধ। না না, ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়া। ওরা কি চায়, জিজ্ঞাসা করি; (বেতালের প্রতি) কালিন্দীকে তোমরা পীড়ন ক'র্‌ছ কেন?

কালি। ব্রহ্মচারী কোথায় আছে, নিশ্চয় ও জানে; বলে না কেন।

বৃদ্ধ। দেখ, তিনি দেবতা, তিনি কখন্ কোথায় থাকেন, কখন্ কি করেন, তা কেহই জানে না; ও স্ত্রীলোক, ও কেমন ক'রে জান্‌বে! বৃথা ওর নিগ্রহ ক'র্‌ছ কেন?

বেতাল। তোরা সবাই জানিস্, সে কোথায় আছে; বল্ সে কোথা আছে বল্।

বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "কি বলিব, আজ আমাদের যুবকেরা কেহই গ্রামে নাই, তারা থাক্‌লে এতক্ষণ তোদের মুণ্ড কি তোদের ঘাড়ে থাকিত!

বেতাল। যুবকেরা কোথা গিয়াছে?

বৃদ্ধ। তারা সব দেবতার কাজে গেছে।

বেতাল। কি কাজে গেছে?

বৃদ্ধ। তা আমরা জানি না।

কালি। আচ্ছা, তবে ঐ ছোঁড়াদের একখানা দোলা আনিতে বল।

একজন বালক। বা রে বা! আমরা তোর বাবার চাকর—না কি?

বেতাল, দৌড়িয়া গিয়া, তাহার কাণ ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "এখনই একখানা দোলা হাজির কর্, নতুবা তোদের গ্রাম জ্বালাইয়া দিব। তুই জানিস্ আমি কে?"

বালক। তুই কে, আমার জেনে দরকার কি! আজ তুই আমাদের গ্রাম জ্বালাবি, কা'ল তোদের গ্রাম ছারখার হবে তা জানিস্।

বেতাল। (অনুচরের প্রতি) এই শূকর-বাচ্ছাটাকে বাঁধ, আর ঐ সব ছোঁড়াদের ধ'রে আন, সব ক'টাকে এক দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চল।

বৃদ্ধ। আপনি কে?

বেতাল। আমার নাম বেতাল, আমি উজ্জয়িনীর নগর-পাল।

বৃদ্ধ, নাম শুনিয়া, শিহরিয়া উঠিল এবং নতজানু হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহার আদেশে বালকেরা তৎক্ষণাৎ যাইয়া একখানি শিবিকা আনিয়া উপস্থিত করিল। কালি-দাস বিদ্যোত্তমাকে সেই শিবিকায় তুলিয়া দিলে, আট জন বালক আদেশানুসারে পর্য্যায়ক্রমে তাহা বহন করিয়া চলিল। যাইতে যাইতে বেতাল বলিলেন "অদ্য আমাদের স্কন্ধাবারে ফিরিয়া যাইতে হইবে, কল্য আবার মহারাজের অনু-সন্ধান করিব।"

ত্রিকূটতল হইতে বেতাল দলবল-সহ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলে, কালিন্দী চীৎকার করিতে লাগিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দেওতা যিথানে গেছন্, দাদারা যিথানে আছন্, সব মুই জানি, মুই তাদের কাছকে গিয়ে সব কথা ব'ল্‌ব।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাজান্তঃপুরে।

জকুমারী কুহেলীর মার্জ্জিত সুবাসিত সুচারু কেশ-কলাপ আনিতম্ব বিলম্বিত হইয়াছে; পয়োধর-যুগল প্রবাল-হার-সহ বিমোহন মালতী-মালায় শোভিত হইয়াছে এবং তাহার সুপরিপাটি কটিতট হইতে জানু পর্য্যন্ত প্রত্যঙ্গ সকল একখণ্ড পিঙ্গলবাসে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। সে এইরূপ বেশে উজ্জ্বল বিমল মুক্তাবলী বিকসিয়া, তাম্বূল-রাগরঞ্জিত অধরে ঈষৎ হাসি হাসিতে হাসিতে, তরঙ্গিত-বসনে মন্থর-গমনে আসিয়া, যূথিকা-রচিত-বলয়-বিভূষিত

বাহুলতায়, পশ্চাৎ হইতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের গলদেশ বেষ্টন করিল এবং তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল "মেরিয়া, আমার মেরিয়া! বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছ মেরিয়া? এই লও, মালা পর।"

বিক্রম। কুহেলি, তোমার পিতা আমায় এখানে রাখিয়া গেলেন, আর ত আসিলেন না; আমি দুই দিন এখানে রহিয়াছি, আমার মন চঞ্চল হইয়াছে, একবার তোমার পিতাকে ডাকিয়া আন, তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া অদ্যই আমি গৃহে যাইব।

কুহেলী বিক্রমাদিত্যকে ছাড়িয়া দিয়া একটু সরিয়া অবনত মুখে বসিল—তাহার মনোহর অক্ষিপক্ষ্মে দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

বিক্রম। কুমারি, দুঃখিত হইও না, আমি তোমার পিতার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া, মধ্যে মধ্যে আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব।

রাজকুমারী এইবার আবেগ সহকারে কাঁদিয়া ফেলিল।

বিক্রম। কেন কুহেলি, কাঁদিতেছ কেন? ছি! আর কাঁদিও না।

"কেন যে আমি কাঁদিতেছি, তাহা তুমি জানিতে পাইবে না, তোমায় জানিতে দিব না"। কুহেলী এই মাত্র বলিয়া

দীনবদনে দীর্ঘ-নিশ্বাস-সহ গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

উজ্জয়িনীনাথ রাজকুমারীর এই অনন্যসাধারণ আচরণে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"বর্ব্বরপতি আমায় অন্তঃপুরে আনিয়া রাখিল কেন? আমায় কি বন্দীভাবে রাখিয়াছে? অথবা তাহার আর কোনও অভিসন্ধি আছে? কুহেলী পিতার প্রশ্রয় না পাইলে কি আমার সহিত এরূপ ভাবে আলাপ করিতে পারে? না, না, আমি যাহা ভাবিতেছি, বোধ হয় তাহা নয়; আমি যতদূর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, কুহেলীর চিত্ত বালিকার ন্যায় নির্ম্মল, নিষ্পাপ, অবিকৃত; সে আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, মনে অন্যভাব থাকিলে, সেরূপ কখনই করিতে পারিত না, লজ্জাভয়ে কুণ্ঠিত হইত। সে কাঁদিতে কাঁদিতে আমায় বলিয়া গেল 'কেন যে কাঁদিতেছি তাহা তুমি জানিতে পাইবে না—তোমায় জানিতে দিব না' এ কথার মর্ম্ম কি? আমি যদি প্রণয়ী হইতাম এবং কুহেলীর প্রকৃতি না বুঝিতাম, তাহা হইলে ইহার অন্য অর্থ করিতাম; কথাটায় একটু আশঙ্কা হয় যে! বর্ব্বরপতি আমায় হত্যা করিবে? আমি তাহার কি করিয়াছি, কেনই বা সে আমায় হত্যা করিবে! কুহেলীকে পাঠাইয়াছি, দেখি না সে আসিয়া কি বলে।"

কুহেলী ফিরিয়া আসিয়া বলিল "বাবা আর একটি দিনমাত্র তোমাকে আমাদের বাড়ীতে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। প্রজারা তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছে, তাঁহার অনুরোধটি তোমায় রাখিতেই হইবে; বল তুমি থাকিবে কি না?"

মহারাজ বিক্রমাদিত্য সম্মতি প্রকাশ করিলে, কুহেলী প্রস্থান করিল।
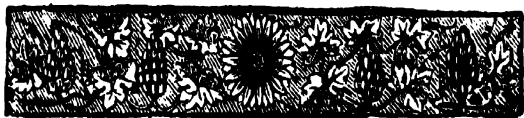
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বর্ব্বর-সভা।

জবাটীর বহিঃপ্রকোষ্ঠে এক প্রকাণ্ড মণ্ডপে একখানি কাষ্ঠময় সিংহাসনে স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিত অতিকায় খোণ্ডাধিপ উপবিষ্ট হইয়াছেন, সভাজনগণ সকলেই উপস্থিত আছেন, কিন্তু কেহ কোনও কথা কহিতেছেন না; রাজা কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলে, কাহার সাধ্য প্রথমে কথা কয়! খোণ্ডাধিপ চিন্তাকুলভাবে অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া উপস্থিত সভাসদ্‌দিগকে সম্বোধিয়া বলিলেন "তোমরা মেরিয়াকে ভাল করিয়া দেখিয়াছিলে কি? তেমন মহিমান্বিত মূর্ত্তি আমি ত আর কখনও দেখি নাই।"

মন্ত্রী। বাস্তবিক, তাঁহাকে একজন মহা-প্রভাবশালী মনুষ্য বলিয়াই বোধ হয়।

পুরোহিত। ঠিক কথা! তাহাকে দেখিবামাত্র মনোমধ্যে যেন কেমন একটা ভীতি বা ভক্তিভাবের আবির্ভাব হয়।

রাজা। মেরিয়াকে কোনও দেশের রাজা বা রাজপুত্র বলিয়া আমার মনে হয়, কল্য তাহাকে দেখিয়া অবধি আমার নিদ্রা হইতেছে না, আহারে প্রবৃত্তি হইতেছে না, রাজ্যে যেন কি একটা অমঙ্গল ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। কেন হইতেছে জানি না।

মন্ত্রী। আপনি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া আর একটি মেরিয়া আনান্ না কেন?

রাজা। তা পারি কৈ, সময় কোথা? পরশ্বঃ উৎসবের নির্দ্দিষ্ট দিন। বিশেষ, তাহাকে ছাড়িয়া দিবারই বা এখন আর আমার ক্ষমতা কৈ? যাহাকে একবার মেরিয়া বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, সে ত দেবতার হইয়াছে; তাহাকে এখন ছাড়িয়া দিলে তোডোপেন্নোর ক্রোধ হইবে না কি?

সেনাপতি। তাহাকে ছাড়িয়া দিলে প্রজারাও বিদ্রোহী হইতে পারে, মেরিয়াকে লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হইতেছে না বলিয়া এখনই অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে।

রাজা। প্রজাদের অসন্তোষের জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত

নই, আমার চিন্তা পাছে তাহাদের অমঙ্গল হয়। পাছে তোডো-পেন্নো ক্রুদ্ধ হন। তাঁহার ক্রোধ হইলে কাহারও নিস্তার থাকিবে কি? যাহা হউক কা'ল ত কৌশল করিয়া তাহাকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করাই, তার পর, তোডোপেন্নোর মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে।

মন্ত্রী। কল্য তবে মেরিয়াকে লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করা স্থির হইল?

রাজা। হাঁ, সে বিষয়ে আর কথা কি? দেখিও! বিশেষ সমারোহ করা চাই, সাজ সরঞ্জাম খুব ভাল হওয়া চাই, আর মেরিয়ার প্রতি যাহাতে সর্ব্বসাধারণে সম্যক্ সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করে, এরূপ ব্যবস্থা করাও চাই। তাহাকে যে বলিদান করা হইবে, ইহা যেন সে কোনও রূপে জানিতে না পারে, খুব সাবধান!

ইহার পর অন্যান্য রাজকার্য্য সমাধা করিয়া বর্ব্বররাজ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।
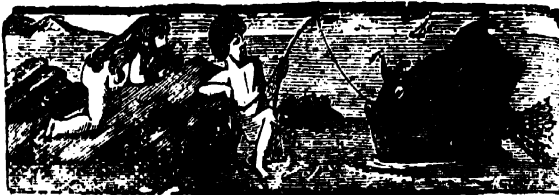
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পল্লী-পরিভ্রমণ।

ত্রিকূটতলের আপণিক বেতালকে যে পথ দেখাইয়া দিয়াছিল, খোণ্ডপল্লী-সহ সেই পথের সংযোগ-স্থলে, প্রাতঃকালে একজন বালক ব্রহ্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইল। একদল খোণ্ড যুবক সেই স্থানে তীর ধনু লইয়া প্রহরা দিতেছিল, তাহাকে দেখিবামাত্র তাহাদের মধ্যে একজন ছুটিয়া আসিয়া বলিল "কে তুমি? কোথা যাইবে?" বালক উত্তর করিল "দেখিতেছ না আমি কে? আমি রাজার কাছে যাইব।"

খোণ্ড। বুঝেছি, তুমি মেরিয়ার দাম নিতে এসেছ। দেবতা এলেন না কেন?

বালক। (চিন্তা করিয়া) তিনি এলেন না কেন তা জানিনা ; আমায় পাঠালেন, আমি এলাম ; মূল্য লইবার পূর্ব্বে মেরিয়া কিপ্রকার একবার দেখিয়া যাইব।

খোণ্ড। তুমি কি মেরিয়াকে পূর্ব্বে কথনও দেখ নাই ?

বালক। কেমন করিয়া দেখিব, দেবতা ত আমায় দেখাইয়া তাহাকে পাঠান নাই।

খোণ্ড। তুমি মেরিয়াকে দেখ্‌তে চাও ? গ্রামের ভিতরে এসে একটু অপেক্ষা কর, এখনই মেরিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'র্‌তে আস্‌বে। এবারকার মেরিয়া বড়ই সুন্দর, যেন রাজপুত্র ! রাজকন্যা তাকে ছেড়ে দিতে চায় নাই, কিন্তু কার সাধ্য মেরিয়াকে আটক ক'রে রাখে ! কা'ল সকাল বেলাই তোডোপেন্নোর কাছে তাকে বলিদান করা হবে।

বালক। তবে ত মেরিয়াকে আমায় দেখ্‌তেই হবে।

খোণ্ড। চ'লে এস, ঐ বাজনা বেজেছে।

বালক ভিতরে যাইয়া দেখিল, একটি কাঁচা রাস্তা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ও অপর একটি উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত পথের উত্তর দিকে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র এবং দক্ষিণদিকে খোণ্ডদিগের পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন মৃন্ময় গৃহ-সকল পার্শ্বাপার্শ্বি স্থাপিত রহিয়াছে। অপর পথের দুই ধারেই গৃহশ্রেণী ও মধ্যে মধ্যে মনোহর বৃক্ষবাটিকা সকল অপূর্ব্ব

শোভা ধারণ করিয়াছে। গ্রামের পশ্চিম দিকে ঘোর রোলে মর্দ্দল ও খরতালের বাদ্য শুনা গেল। সেই বাদ্য যে শুনিল, সেই রাস্তার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেই উল্লাসিত, সকলেই উন্মত্তপ্রায়—কেহ হাসিতেছে, কেহ নাচিতেছে, কেহ গাইতেছে, কেহ বা চীৎকার করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। ক্রমে সেই বর্ব্বর-প্রসার যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই জনতা ও লোক-কোলাহল বাড়িতে লাগিল এবং বিরক্তিকর বাদ্যোদ্যমের তীব্রতাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেখা গেল, প্রথমে শ্রবণ-বিদারণ খচমচ ও থাথা ঢংঢঙ্গের সহিত অসংখ্য খোণ্ড-যুবক গিরিমাটি-চিত্রিত ও মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া পুনঃ-পুনঃ চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে, তাহাদের অব্যবহিত পশ্চাতে বর্ব্বর-বিলাসিনীগণ গান করিতে করিতে যাইতেছে—

"কাঁহা তেরা ঘর মেরা মেরিয়ারে,
কাঁহে উদাস হিয়া কহ পিয়ারে।"

তৎপশ্চাতে পুষ্পমাল্যাচ্ছাদিত বিচিত্র আসনে উপবিষ্ট মহারাজ বিক্রমাদিত্য মেরিয়া-রূপে নরযানে গমন করিতেছেন। তিনি যেখানে যখন উপস্থিত হইতেছেন, সেইখানেই স্ত্রীলোকেরা গান করিতেছে—

"কাঁহা তেরা ঘর মেরা মেরিয়ারে,
কাঁহে উদাস হিয়া কহ পিয়ারে"।

কিন্তু বিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া ত তাঁহার উদাস হিয়া বোধ হয় নাই, প্রত্যুত তাঁহার অধরে যেন ঈষৎ হাসি বিকসিত রহিয়াছে দেখা গিয়াছিল। কেনই বা তিনি উদ্বিগ্ন হইবেন? তিনি কায়িক বলে, হৃদয়-বলে, ধর্ম্ম-বলে সাহসী; তিনি নিজের অশুভাশঙ্কা একবারও করেন নাই, তাঁহাকে পথদ্বয়ের সন্ধিস্থলে আনা হইলে, বালক ব্রহ্মচারী ভিড় ঠেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া, ভক্তি-নম্রভাবে তাঁহার বন্দনা করিল। বিক্রমাদিত্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। পরক্ষণেই বালককে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

—০—

পিতা ও দুহিতা।

রিয়াকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করাইয়া খোণ্ডরাজ অন্তঃপুরে আসিলে আলুলায়িত-কুন্তলা কুহেলী পাগলিনীর ন্যায় আসিয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিল এবং দীন-নয়নে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল "বাবা আমার মেরিয়াকে বলি-দান করিও না। তোডোপেন্নোর কাছে তাহাকে বলি দিবে মনে হইলে, গ্রামশুদ্ধ লোক একে একে আসিয়া জীবিতাবস্থায় তাহার গাত্র-মাংস কাটিয়া লইবে মনে হইলে, আমার বুকের রক্ত শুকাইয়া যায়, আমার প্রাণের ভিতর কেমন করিতে থাকে, আমি যেন অন্ধকার দেখি, বাবা! মেরিয়াকে আমায় ফিরাইয়া দাও।"

রাজা। কুহেলি, তুমি কি বলিতেছ! মেরিয়া কাহার? মেরিয়া তোমারও নয় আমারও নয়, মেরিয়া দেবতার। দেবতার সামগ্রীতে তোমার আমার কি অধিকার আছে, ও কথা আর মুখে আনিও না, তোডোপেন্নোর ক্রোধ হইলে আমাদের কি আর রক্ষা থাকিবে?—চাষ বাস জ্বলিয়া যাইবে, গ্রাম পুড়িয়া যাইবে, গ্রামশুদ্ধ লোককে না খাইতে পাইয়া মরিতে হইবে।

কুহেলী। তোমার মন এমন কঠিন হইল কেন তোডোপেন্নো! ছাগলের রক্তে, ভেড়ার রক্তে, শূকরের রক্তে, মহিষের রক্তে কি তোমার তৃপ্তি হয় না? মানুষের রক্ত পান না করিলে তুমি তৃপ্ত হওনা কেন? তুমি এমন নিষ্ঠুর কেন তোডোপেন্নো!

রাজা। কেন কুহেলি! ছাগ-মেষ-মহিষ-বধ নিষ্ঠুরতা নয়, কেবল নরবলিই নিষ্ঠুরতা? যদি ছাগ বলি দিতে পারি, মেষ বলি দিতে পারি, মহিষ বলি দিতে পারি, তবে নরবলি দিব না কেন? ছাগ-মেষ-মহিষাপেক্ষা কি মনুষ্যের মৃত্যু-যন্ত্রণা অধিক? যাও কুহেলি, আপনার গৃহে যাও, ওসব কথা মুখে আনিও না।

কুহেলী। বাবা! আমার মনকে আমি বুঝাইতে পারিতেছি না, মেরিয়া-বলি আমি সহ্য করিতে পারিব না।

রাজা। না পার, তুমিও মরিবে।

কুহেলী। পারি যদি, মেরিয়াকে বাঁচাইব; না পারি, তাহারই সহিত মরিব।

রাজা। কি বল্‌লি কুহেলি! মেরিয়াকে বাঁচাবি? প্রলাপ বলিতেছিস্ কেন, ঘরে যা।

কুহেলী। বাবা, একবার আমার মেরিয়াকে আমায় দেখাও, মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার আমায় তাঁহাকে দেখিতে দাও।

রাজা। এখন তাকে দেখে আর কি হবে? কা'ল প্রাতেই সব শেষ হয়ে যাবে।

কুহেলী। বাবা, এই আমার শেষ দেখা। আর বৎসর মার যখন মৃত্যু হয়, আত্মীয়েরা যখন তাঁর শবদেহ সৎকার করিবার জন্য উঠাইতে যায়, তখন তুমি উন্মত্তের ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া বলিয়াছিলে "দাঁড়াও জন্মের মত ও ছবিখানি বুকের মাঝে আঁকিয়া রাখি।" বাবা, আমিও জন্মের মত মেরিয়াকে একবার দেখিব, তাঁর সেই দেবমূর্ত্তি বুকের মাঝে আঁকিয়া রাখিব, সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে মরিব।

কুহেলীর এই হৃদয়-স্পর্শিনী কথায় রাজার হৃদয় আর্দ্র হইল, অশ্রুকণায় তাঁহার নেত্রপল্লব ভিজিল। তিনি গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন "আয় কুহেলি, আয় তোর প্রার্থনা পূর্ণ করিব।"

এই কথা বলিয়া তিনি কুহেলীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং সঙ্গে লইয়া বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন।

সুরভিকুসুম-মালা-শোভিত, ধূপ-ধূনা-গুগ্‌গুল-গন্ধে আমোদিত একটি মুক্তবাতায়ন কক্ষে ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি উপবিষ্ট হইয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য বসন্তের মনোমদ দিনান্তশোভা দর্শন করিতেছিলেন—কবির নয়নে, যোগীর নয়নে, ভক্তের নয়নে তিনি সেই শোভা দেখিতেছিলেন এবং দেখিতে দেখিতে অমৃতময়ী ভগবদ্‌ভাবনায় বিভোর হইয়াছিলেন। যাঁহার চিত্ত ঈশ্বরে অর্পিত—সর্ব্বদা শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে ঈশ্বরে যুক্ত, তিনিই প্রকৃত যোগী—তিনিই কেবল দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি করিতে সমর্থ—তিনিই কেবল সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় সমভাবাপন্ন—সকল অবস্থায় সমান শান্তির অধিকারী। আদিত্য অস্তগমন করিতেছেন, কল্য পুনর্ব্বার যখন উদিত হইবেন, তখন এই নয়নানন্দ-দায়িনী ধরণীর সহিত, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলী-ধৃত অপূর্ব্ব রত্ন-সিংহাসনের সহিত, পার্থিব অমরাবতী উজ্জয়িনীর সহিত উজ্জয়িনী-পতি বিক্রমাদিত্যের আর কি সম্বন্ধ থাকিবে! হায় তাঁহাকে ত প্রভাত হইলেই ময়ূররূপী তোড়োপেল্লো দেবতার নিকট বলি দান করা হইবে! উজ্জয়িনীনাথ যখন ভগবদ্ভাবনায় আত্মহারা হইয়া বসিয়া আছেন, সেই সময় নন্দিনী-সহ খোণ্ড-নরপতি কক্ষ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তের ন্যায় সেই চন্দনচর্চ্চিত তপ্তকাঞ্চননিভ শান্তমূর্ত্তি অনিমেষনেত্রে দেখিতে

লাগিলেন। কুহেলী তাঁহাকে দেখিবা মাত্র দ্রুত যাইয়া তাঁহার চরণোপান্তে নতজানু হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে কিয়ৎক্ষণ নীরবে নির্নিমেষে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল, তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল, সে নয়ন নিমীলিত করিল, আবার সেই মুখের দিকে চাহিল, আবার নয়ন মুদিল, আবার চাহিল—বোধ হইল, যেন সে তাহার আরাধ্য দেবতার মূর্ত্তি দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিক্রমাদিত্য তাহার সেই অলৌকিক ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, বলিলেন "কেন কুহেলি, তুমি আমার নিমিত্ত কাতর হইতেছ? দুই তিন দিবস পূর্ব্বে তুমি আমায় কখনও দেখ নাই, অতএব আমার নিমিত্ত তোমার এরূপ মমতা হওয়া অনুচিত, তুমি আর আমার নিকট থাকিও না, গৃহে যাও—আমায় তুমি শীঘ্র ভুলিয়া যাইবে—আবার তোমার মনে শান্তি আসিবে।"

কুহেলী। মেরিয়া, তুমি যাহা ইচ্ছা বল, আমি কিছুতেই দুঃখিত হইব না, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আর তোমার নিকট আসিব না, আর তোমায় বিরক্ত করিব না।

এই কথা বলিয়া পিতার হাত ধরিয়া কুহেলী সেস্থান হইতে চলিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শিপ্রাতটে।

প্রানদীতীরে এক বিস্তৃত প্রান্তরে ব্রহ্মচারীর ছাউনি পড়িয়াছে। একধারে গেরুয়া-ধারী ব্রহ্মচারিগণ দলবদ্ধ হইয়া খঞ্জনি বাজাইয়া ভজন গান করিতেছে, অপরধারে ত্রিকূটতলবাসী ব্রাত্য ব্রাহ্মণেরা মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া মর্দ্দল বাজাইয়া নৃত্য করিতেছে। মধ্যস্থলে একটি সুচারু যবনিকা মধ্যে কুশাসনে ধ্যান-নিরত ভাবে ব্রহ্মচারী উপবিষ্ট আছেন, দ্বারের দুইধারে দুই ভাই ভেটক ও করটক কুঠার-হস্তে প্রহরা দিতেছে। দিবা দ্বিতীয় প্রহরে হন্তদন্ত হইয়া সূর্য্যকরে অর্দ্ধদগ্ধ মূর্ত্তিতে অশ্রুহীন-নয়নে "দাদাগো! কি

হবে গো” বলিয়া ডাকিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কালিন্দী আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভেটক। আরে, আরে, কি হয়েছে! কি হয়েছে?

কালিন্দী। দাদা গো গেছি গো! কি হবে গো দাদা!

করটক। আ ম’ল! কি হয়েছে বল্‌না?

কালিন্দী। দাদাগো, আর আমাদের রক্ষা নাই, সর্ব্ব-নাশ হয়েছে—দাদা সর্ব্বনাশ হয়েছে!

ভেটক। আ ম’ল, তোকে ভূতে পেয়েছে নাকি? অত চেঁচাচ্ছিস্ কেন?

কালিন্দী নাকী স্বরে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল “ও গো! আমি সাধ ক’রে কাঁদিনি, ভয়ে আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেছে, দেবতা সে কথা শুন্‌লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে!

ব্রহ্মচারী বাহিরে আসিয়া বলিলেন “কি হয়েছে কালিন্দি, কি হয়েছে?”

কালিন্দী ব্রহ্মচারীর চরণ ধারণ করিয়া বলিল “আমার দোষ নাই বাবা, আমার কোন দোষ নাই।”

ব্রহ্ম। কেঁদে হাট পাকাচ্ছিস্ কেন? কি হয়েছে বল্‌না?

কালিন্দী হাত যোড় করিয়া বলিল “আমার কিছু দোষ নাই বাবা।”

ব্রহ্ম। কি হয়েছে না জানিলে, তোর দোষ আছে কিনা কেমন করিয়া বুঝিব।

কালি। আমার কোন দোষ নাই।

ব্রহ্ম। দোষ তবে কার?

কালি। দোষ তাদের, যারা তাকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

ব্রহ্ম। কাকে, বিদ্যোত্তমাকে নিয়ে গেছে?

কালি। ওগো আর কি বল্‌ব গো বাবা, বেটাখাগীর বেটারা আমার মাথা খেয়ে গেছে।

ব্রহ্মচারী। তারা কারা? তাদের চিন্‌তে পেরেছিস?

কালি। গাঁয়ে কি লোক ছ্যালো, লোক থাক্‌লে কি নিয়ে যেতে পার্‌'ত।

ব্রহ্ম। লোক ছিল, কি না ছিল, সে কথা কি তোকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি? আমি জান্‌তে চাই, কারা বিদ্যোত্তমাকে নিয়ে গেছে।

কালি। তাদের কাকেও আমি কখন দেখিনি, তাদের কাকেও আমি চিনিনি। তবে তাদের মধ্যে একজন ব'লে ছ্যালো "আমার নাম বেতাল, আমি উজ্জ্বলের নগরপাল।"

ব্রহ্ম। বটে! ভেটক!

ভেটক। আজ্ঞা!

ব্রহ্ম। করটক!

করটক। কি বলেন ?

ব্রহ্ম। কেমন, পার্‌বি ত ?

ভেটক। মেয়েটাকে আবার নিয়ে আস্‌তে হবে ত ?

ব্রহ্ম। হাঁ হাঁ, সে এখন শিকারীদের ছাউনির ভিতর আছে। আন্‌তে পার্‌বি ?

ভেটক। আমাদের অসাধ্য কি আছে দেবতা !

ব্রহ্ম। তবে ঝড়-বেগে চ'লে যা, কালিন্দী এখন এই-খানে থাক্।

দুই ভাই তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। ব্রহ্মচারী কালিন্দীকে দ্বারে বসিতে বলিয়া পটমণ্ডপের অভ্যন্তরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন এবং পুনর্ব্বার কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন "তবে অনুচরবর্গ বিক্রমাদিত্যের অনুসন্ধানে ফিরেতেছে, কিন্তু তাহার সন্ধান তাহারা কিছুতেই পাইবে না, আমি তাহাকে খোণ্ডাধিপের অন্তঃপুরে রাখিয়া আসিয়াছি, সেখানে কাক-চটকেরও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তাহার অচৈতন্য অবস্থায় আমি অনায়াসেই তাহাকে বধ করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা হইলে হয় ত আমি সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারিতাম না। উজ্জয়িনীর মন্ত্রিবর্গ ও সেনা-নায়কগণ সহজে যে আমায় ভর্ত্তৃহরি বলিয়া গ্রহণ করিবে, তাহা বোধ হয় না; বোধ হয়, আমায় সংগ্রাম করিতে

হইবে, সঙ্গ্রামে করিতে হইলে হয় ত আমার আরও অর্থ, আরও সৈন্যের প্রয়োজন হইবে। আমি যেরূপ কৌশল করিয়াছি, খোণ্ডরাজকে যেরূপ সত্যাবদ্ধ করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে সে প্রয়োজন আমার অনায়াসে সাধিত হইবে। বিক্রমাদিত্যের মূল্যস্বরূপ খোণ্ডাধিপের নিকট আমি যাহা চাহিব, তাহাই পাইব। টাকার প্রয়োজন হয়, টাকা লইব; সৈন্যের প্রয়োজন হয়, সৈন্য লইব—খোণ্ড-সেনা উজ্জয়িনীর ভীল-সেনা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে।”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—~~—

সীতাহরণ।

ভেটক-করটক দুটি ভাই যেন দুটি লোহার ঘটোৎকচ! তাহাদের দৈর্ঘ্য সাড়ে চারিহাত, এবং বুকের ছাতি দুই হাত; তাহাদের বাহুদ্বয় যেন লোহার মুষল, সমস্ত শরীর দৃঢ়-মাংস-পেশী-জড়িত, ললাট সঙ্কীর্ণ, নাসিকা ও ওষ্ঠাধর স্থূল এবং মাথায় ঝাঁকড়া চুল। তাহাদের প্রত্যেকের স্কন্ধে ধনু, পৃষ্ঠে তূণ এবং হস্তে এক এক খানি কুঠার। তাহারা লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল—ঘণ্টায় চারি ক্রোশ পথ চলিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত চলিয়া অর্দ্ধপথ অতিক্রম

করিয়া প্রদোষ সময়ে অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল—তাহা-দিগকে দেখিয়া মৃগকুল ভয়াকুল চিত্তে পুনঃ পুনঃ পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বায়ুবেগে ছুটিতে লাগিল; করিযূথ পথ ছাড়িয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল; মহিষ, গণ্ডার, বরাহ প্রভৃতি পশু সকল যে যে দিকে পাইল, সে সেই দিকে পলাইতে লাগিল। ভ্রাতৃদ্বয় দেখিল, একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র একটি মৃগ-শাবক মুখে করিয়া ছুটিতেছে। দেখিবামাত্র তাহারা কুঠার উত্তোলন করিয়া ব্যাঘ্রের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং অনতিকাল মধ্যে তাহার নিপাত সাধন করিয়া মৃগশাবকের উদ্ধার করিল। মৃগশিশু এক শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অপর শত্রুর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। ভেটক ও করটক, শুষ্ক কাষ্ঠ ও শুষ্ক পত্র সংগ্রহ করিয়া, তাহাকে দগ্ধ করিয়া ভোজন করিল। অন্ধকার হইলে তাহারা একটা নিবিড় তিন্তিড়ী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রাত্রি যাপন করিল, এবং পরদিবস মধ্যাহ্ন কালে যখন স্কন্ধাবারের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন একটি নিভৃত-পটমণ্ডপ-দ্বারে বিষাদ-প্রতিমার ন্যায় বিদ্যোত্তমা উপবিষ্টা। তাহার বাম করে বামগণ্ড ন্যস্ত হইয়াছে, মন্দ মন্দ পবন-হিল্লোলে তাহার অলকাবলী ঈষৎ কম্পিত হইতেছে এবং তাহার মনোহর মুখ-মণ্ডল স্বেদ-বিন্দু-সংপৃক্ত হইয়া শিশির-সিক্ত সরোজের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। তাহার সম্মুখস্থ হরীতকীকুঞ্জে একটি

চাতক পক্ষী বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিল এবং কাতরস্বরে 'ফটিক জল ফটিক জল' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহার পদ্মপলাশ-সদৃশ আকর্ণ-নয়ন উন্নত করিয়া পাখীটির পানে চাহিয়া দেখিল, দেখিয়া একটু হাসিল এবং হাসিয়া বলিল "পাখী! তুই এক বৃক্ষে শান্তি না পাইয়া অন্য বৃক্ষে আসিলি, এখানেও সুখ পাইলি না, তাই কাঁদিলি ; দেখিতেছি পাখী! আমারই মত তোর দশা, পাখী! তুই আমার সখী, আয় পাখী! তোকে বুকে করিয়া রাখি, আমার দুঃখে তুই কাঁদিবি, তোর দুঃখে আমি কাঁদিব, আয় পাখী! আয়, আমি তোর সম-দুঃখিনী।" এই কথা বলিয়া বীণাবাদন করিয়া বিনোদিনী গান করিল—

এস এস এসগো বিহঙ্গ, অভাগিনী মাগে তব সঙ্গ,
নিভৃত কুঞ্জে, পল্লবপুঞ্জে
ঢাকিয়া বিনোদ বপু কর কিবা রঙ্গ।

তাহার গান সমাপ্ত হইবামাত্র পাখীটি উড়িয়া আর একটি বৃক্ষে যাইয়া বসিল। বিদ্যোত্তমা দেখিল, একটা বিকটাকার লোক সেই বিহঙ্গ-পরিত্যক্ত বৃক্ষে আরোহণ করিল এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সে ভয়াকুলিত চিত্তে দ্রুতপদে পটমণ্ডপের ভিতরে প্রবেশ করিল এবং পরক্ষণে ভেটক ও করটক কর্ত্তৃক হৃত হইল। এই

সময়ে স্কন্ধাবারের অপর প্রদেশে বেতাল ও কালিদাস ভোজ-নামে একটি সুশীতল লতামণ্ডপে বসিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে কথোপকথন করিতেছিলেন, একজন ভৃত্য তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছিল। তাঁহাদের উভয়েরই যেন কতকটা প্রফুল্লভাব, কতক কতক পরিহাস কৌতুকও চলিতে-ছিল। একজন দূত আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক একখানি পত্র দিল। বেতাল পত্রপাঠান্তে কালিদাসের মুখের পানে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইয়াছে, উজ্জ-য়িনীতে গিয়া পড়িয়াছে।"

কালি। পত্র কে লিখিতেছে?

বেতাল। সচিব বররুচি।

কালি। কি লিখিয়াছেন?

বেতাল। তিনি মহারাজকে লিখিতেছেন "নগরে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে—একজন ব্রহ্মচারী আপনার অগ্রজ মহারাজ ভর্ত্তৃহরি বলিয়া পরিচয় দিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিবার জন্য শিপ্রাতটে উপস্থিত হইয়াছেন, প্রজারা দলে দলে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেছে। ভর্ত্তৃহরির পুনরাবির্ভাব ব্যাপার প্রতারকের কার্য্য বলিয়াই আমার বোধ হয়। আমি জানি, মহারাজ ভর্ত্তৃহরি এখন আরাবলি পর্ব্বতে তপস্যায় নিরত রহিয়াছেন; তিনি যে আবার সংসারে ফিরিবেন, ইহা

আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। আপনার অনুমতির অপেক্ষায় বা প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।”

কালি। দূত, মহারাজ এখন স্কন্ধাবারে উপস্থিত নাই, তুমি অদ্য এখানে অবস্থান কর, কল্য এ পত্রের উত্তর দেওয়া যাইবে।

বেতাল। প্রতিহারি, ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া, থাকিবার স্থান দেখাইয়া দাও এবং ইহার যাহা যাহা আবশ্যক হয়, ভাণ্ডারীকে দিতে বল।

দূতসহ প্রতিহারী প্রস্থান করিলে, বেতাল কালিদাসের কাণে কাণে কি বলিলেন, উভয়েই হাস্য করিলেন, কালিদাস বলিলেন “বেশ মতলব হইয়াছে।”

বেতাল। বিদ্যোত্তমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার কথা বলিতেছিলেন, কিন্তু দূত যেরূপ সংবাদ আনিল, তাহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে, পথ ঘাট সকল নিরাপদ নয়, অতএব সম্প্রতি তাঁহাকে পাঠান কোন ক্রমেই পরামর্শসিদ্ধ বোধ হইতেছে না।

কালি। কোন মতেই নয়। বিদ্যোত্তমাকে আমরা যে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি, এ সংবাদ অবশ্যই ব্রহ্মচারীর নিকট পঁহুছিয়াছে; সে তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত চারিদিকে চর রাখিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; আমি এখনই যাইয়া বিদ্যোত্তমাকে এই সকল কথা বলিতেছি।

'তাহাই করুন' বলিয়া বেতাল বিশ্রামার্থ উপাধান গ্রহণ করিলেন। কালিদাস পটমণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিদ্যোত্তমার উদ্দেশে গমন করিলেন। তাহার পটমণ্ডপে যাইয়া দেখিলেন, সে তথায় নাই। চমৎকৃত হইয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, এক স্থানের বেষ্ট ভগ্ন হইয়া রহিয়াছে; তিনি সেই ভগ্ন স্থান দিয়া শিবিরের বাহিরে আসিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রগ্রহণ।

টক বাম বক্ষে বিদ্যোত্তমাকে বহন করিয়া বনের মধ্য দিয়া গমন করিতেছে এবং করটক ভ্রাতার ও আপনার দুইখানি কুঠার স্কন্ধে আরোপিত করিয়া বীরদর্পে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। যাইতে যাইতে ভেটক রোরুদ্যমানা বিদ্যোত্তমাকে সম্বোধিয়া বলিল "দেখ মা ঠাকুরাণ! যদি চীৎকার কর, তাহা হইলে কাপড় গুঁজিয়া দিয়া তোমার মুখ বাঁধিয়া আমায় লইয়া যাইতে হইবে, সাবধান, চুপ করিয়া থাক।" বিদ্যোত্তমা নীরবে রহিল, উত্তর দিল না। তখন সে পিছু ফিরিয়া করটকের পানে চাহিয়া বলিল, "একটা গোল-

মাল শুন্‌তে পাচ্ছিস্? শিকারীর দল বুঝি পিছু নিয়েছে, ঝাঁ ক’রে ঐ শাল গাছটায় উঠে দেখ্ দেখি, বেটারা কোন্ দিকে কত দূরে আছে?” তৎক্ষণাৎ তরুতলে কুঠার রাখিয়া করটক বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল, এবং সতর্ক নেত্রে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া, নামিয়া আসিয়া বলিল “দাদা এ পথ ছাড়, এই উজ্জয়িনীর পথেই প্রায় পঞ্চাশজন শিকারী তীরের মত ছুটিয়া আসিতেছে”। পরে কুঠার দুখানি তুলিয়া লইয়া, তাহারা পশ্চিমাভিমুখ পথ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিল। যাইতে যাইতে ভেটক বলিল “আমরা ত্রিকূটতলে এখন যাইব না, নিশ্চয় এক দল শিকারী সেখানেও আমাদের খুঁজিতে যাইবে, আমাদিগকে এখন খোণ্ডপল্লীতে যাইতে হইবে।”

করটক। তবে এই পাহাড় বেড়িয়া যাই চল, পূর্ব্বদিকের পথ দিয়া পাহাড়ে উঠিব। কিন্তু শুনেছি, কা’ল নাকি তোডোপেন্নোর পূজা হবে, নরবলি হবে, আমাদিগকে আজ কি সেখানে যাইতে দিবে?

ভেটক। আমরা যখন সেখানে গিয়া পঁহুছিব, তখন রাত্রি হবে, রাত্রি কালে মাঠের উপর দিয়া গিয়া অনায়াসে গ্রামের ভিতর ঢুকিতে পারিব, তখন বাহিরের লোক বলিয়া কেহ আর আমাদিগকে আটক করিবে না, আমরা বরাবর রাজবাড়ীতে গিয়া রাজাকে বলিব—‘এই মেয়েটিকে দেবতা আপনার

বাড়ীতে যত্ন করিয়া রাখিতে বলিয়াছেন, ইনি একজন বড় ঘরের মেয়ে।' ইহাকে সেইখানে রাখিয়া আজ রাত্রিতেই আমরা দেবতার নিকট ফিরিয়া গিয়া সকল কথা বলিব।

করটক। এ ভাল কথা।

যখন তাহারা খোণ্ডপল্লীর সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রান্তরে উপস্থিত হইল, তখন দুই তিন দণ্ড রাত্রি হইয়াছে, পূর্ণ চন্দ্র প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু চন্দ্রমা আজি উপপ্লুত—ত্রিপাদ রাহুকবলিত হইয়াছে, অবশিষ্ট একপাদমাত্র জ্যোতিষ্মান্ রহিয়াছে, সেই জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইয়াছে, তাহারা মনোহর চন্দ্রালোক-চর্চ্চিত প্রান্তর অতিক্রম করিয়া খোণ্ডপল্লী-অভিমুখে চলিল—শশধর ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতে লাগিল, ধরণী ক্রমশঃ আলোক-হীনা হইয়া আসিল। যখন তাহারা খোণ্ডপল্লীতে উপস্থিত হইল, তখন সর্ব্বগ্রাস হইয়াছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশা ও দিবা।

সেই সম্পূর্ণ-গ্রহণ-সময়ে নিবিড়পল্লবাকীর্ণ-প্রসারিতশাখ-বটবৃক্ষমূলে ময়ূররূপী ভোডোপেন্নো দেবতার সম্মুখে দুইটি যুবতী অন্ধকারে উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছিল,—ইহাদের মধ্যে একজন খোণ্ডাধিপকুমারী কুহেলী, অপরা তাহার সহচরী।

সহচরী। তুমি এ কি করিলে কুহেল!

কুহেলী। কেন? কি করিয়াছি?

সহচরী। চুপি চুপি বাড়ীর বাহির হইয়া কি ভাল করিলে?

কুহেলী। যে মরিতে বসিয়াছে, তার আর ভাল মন্দ কি? আমি হয় আমার মেরিয়াকে বাঁচাইব, নয় মরিব।

সহচরী। তুমি তাকে কেমন করিয়া বাঁচাইবে? কা'ল সকাল বেলাই তাকে বলিদান করা হইবে। তাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই—রাজারও নাই, প্রজারও নাই। মেরিয়া দেবতার, তুমি তাকে আমার বলিতেছ কোন্ সাহসে?

কুহেলী। আমার সাহস আছে, আমি জানি দেবতার দয়া আছে, মানুষ হ'তে দেবতা বড়, মানুষের যদি দয়া থাকে, দেবতার দয়া আরও বেশি! আমি সমস্ত রাত্রি এই দেবতার পায়ের তলায় পড়িয়া কাঁদিব, তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও।

সহচরী। তোমাকে আমি এই মাঠের মাঝে একা রাখিয়া যাইব? তা আমি পারিব না; আমার অদৃষ্টে যা আছে, তা হবে। এ বড় ভয়ঙ্কর স্থান—কত দেবতা, কত উপদেবতা সর্ব্বদা এখানে আসেন। হয় ত তোডোপেন্নো, জাকারীপেন্নো—দুজনেই তোমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াবেন, একা থাক্‌লে তাঁদের দেখে তুমি ভয় পাবে।

কুহেলী সহচরীর অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া বলিল "না না, তুমি যাইও না, তুমি আমার কাছে থাক।"

সহচরী রাজকুমারীকে আপনার নিকটে টানিয়া লইয়া মৃদুস্বরে বলিল "কুহেলি! তোমার পায়ে পড়ি, ঘরে চল।"

কুহেলী। কেন? এত ভয় পাইতেছ কেন?

সহচরী সভয়ে লঘুস্বরে বলিল "ঐ দেখ।"

কুহেলী। হ্যাঁ তাই ত! ও কারা আসিতেছে? ও মা! মানুষ কি এত লম্বা হয়?

সহচরী। (লঘুস্বরে) দেবতা, দেবতা, পলাইয়া যাই চল। উঠ কুহেল, উঠ উঠ।

কুহেলী। দেবতা হ'ন্ ভালই ত, পলাইব কেন, সকল কথা ওঁদের কাছে বলিব, ওঁদের কাছে কাঁদিব, দেখিব ওঁদের দয়া হয় কি না।

এই সময় রাহুকবল হইতে সুধাংশুর কিয়দংশ প্রকাশিত হইল, ধরণীর অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে ঘুচিল, কিন্তু সে ক্ষীণালোকে সেই অপ্রীতিকর দৃশ্যের ভীষণতা আরও বাড়িল—উপপ্লুত চন্দ্রমা, জনহীন প্রান্তর, নিবিড় নিভৃত বটবৃক্ষ, তত্তলে নররুধির-লোলুপ ময়ূররূপী বর্ব্বর-দেবতা—ভয়ঙ্কর দৃশ্য! গম্ভীর-নাদে প্রশ্ন হইল "কে ওখানে ব'সে?" কুহেলী অকুতোভয়ে উত্তর করিল "কুহেলী"। পুনশ্চ প্রশ্ন হইল "কে? রাজকুমারী কুহেলী?" কুহেলী উত্তর করিল "হ্যাঁ সেই"। প্রষ্টা ভেটক তখন বিদ্যোত্তমার হস্তধারণ করিয়া সমীপাগত হইয়া বলিল "তোমরা

বুঝি ঠাকুরপূজা করিতে আসিয়াছ ? ভালই হইল, আমায় আর রাজবাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে হইল না; রাজকুমারি, এই মেয়েটি তোমার কাছে রহিল, ইহাকে যত্ন করিয়া তোমাদের বাড়ীতে রাখিও, রাজাকে বলিও—ইনি ব্রহ্মচারী ঠাকুরের আত্মীয়া। তিনি এক সময় আসিয়া ইহাকে লইয়া যাইবেন।” পরে বিদ্যোত্তমাকে সম্বোধিয়া বলিল “যাও মা ঠাকুরাণ, উহা-দের কাছে যাইয়া বইস”। বিদ্যোত্তমা ধীরে ধীরে খোশ-বালাদিগের নিকটে যাইয়া বসিল।

এখন চন্দ্রমা রাহুমুক্ত হইয়া গগনতলে পূর্ণকলেবরে বিরা-জিত হইয়াছেন, তাঁহার স্নিগ্ধ করজাল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছে, তিনটি যুবতী-মূর্ত্তি স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। কৃষ্ণা কুহেলী ও গৌরী বিদ্যোত্তমা পার্শ্বাপার্শ্বি বসিয়াছে—একজন নিশা আর একজন দিবা। নিশার শান্তিময়ী রমণীয়তা দিবার উজ্জ্বল দীপ্তি-সহ মিলিত হইয়া গঙ্গা-যমুনা-সংযোগ-শোভা ধারণ করিয়াছে। ‘কি বলিব ? প্রথমে কোন্ কথা উত্থাপন করিব?’ স্থির করিতে না পারিয়া তিনজনে অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল, পরে নীরব হইয়া থাকা কষ্টকর বিবেচনায় কুহেলী বলিল “হ্যাঁগা, তুমি কি ব্রহ্মচারীর মেয়ে ?”

বিদ্যোত্তমা। সে পরিচয় পরে দিব, তোমার দেবপূজা কি শেষ হ’য়েছে ?

কুহেলী। আমি পূজা করিতে আসি নাই, দেবতার কাছে হত্যা দিতে আসিয়াছি।

বি। সেকি! তোমার কি হইয়াছে? কি নিমিত্ত হত্যা দিবে?

কু। আমার মেরিয়াকে কা'ল বলি দিবে, তাকে বাঁচাইবার জন্য হত্যা দিব।

বি। মেরিয়া? মেরিয়া কি?

সহ। যে ব্রহ্মচারী তোমায় এখানে পাঠাইয়াছেন, সেই ব্রহ্মচারী একজন যুবা পুরুষকে বলি দিবার জন্য রাজার কাছে বেচিয়া গিয়াছেন। যাকে দেবতার কাছে বলি দেওয়া হয়, সেই মানুষকে আমরা মেরিয়া বলি। এবারকার মেরিয়াকে আমাদের রাজনন্দিনী বলি দিতে দিবেন না, তাকে বাঁচাইবার জন্য দেবতার কাছে হত্যা দিতে আসিয়াছেন।

কু। হ্যাঁগা, দুঃখ জানাইলে মানুষের দয়া হয়, দেবতার দয়া হবে নাকি?

বি। সে কি! অবশ্য হবে, তুমি কায়-মনে, প্রাণ-পণে দেবতার চরণে পড়িয়া কাঁদ, অবশ্য তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

সহ। কা'ল সকাল বেলাই বলিদান শেষ হ'য়ে যাবে। ওঁর মনস্কামনা আর কেমন ক'রে সিদ্ধ হবে?

বি। ভক্তবৎসল ভগবান্ অচিন্ত্য উপায়ে ভক্তের মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

সহ। কিন্তু যার কাছে হত্যা দিতে এসেছেন, তিনিই যে মেরিয়াকে খাবেন।

বি। তিনি খান্, আবার উগরান্—ইহাই মার আমার নিত্য লীলা।

সহ। মা আবার কে?

"এই ময়ূররূপী দেবতাই 'মা'—ইনিই মাতা, ইনিই পিতা" ইহা বলিয়া বীণা-হীনা বীণাপাণি বিদ্যোত্তমা গান করিল,—

কে জানে শ্রীহরি তুমি পুরুষ কি নারী,
এই মাত্র জানি আমি তুমি হে আমারি।
তুমি মাতা, তুমি পিতা,
প্রণব তুমি সবিতা,
অনাদি অনন্ত তুমি, ব্রহ্মাণ্ড-বিহারী।

মলয়ানিলের মৃদুমন্দ হিল্লোলে সেই সুধাময় স্বরতরঙ্গ গগন-তলে আন্দোলিত হইতে লাগিল—চতুর্দ্দিক্ নীরব, নির্জ্জন, চতু-র্দ্দিক্ প্রশান্ত-কৌমুদী-মণ্ডিত—অপূর্ব্ব সংযোগ, অপূর্ব্ব সংস্থান! গীতাবসানে বিদ্যোত্তমা বলিল "কাঁদ ভগিনি, কাঁদ, প্রাণ খুলিয়া কাঁদ; আমরা কাঁদিতে আসিয়াছি, কাঁদিয়া যাই চল; কাঁদ আর মাকে ডাক—অন্তরের অন্তস্তল হইতে কাঁদ, আর মা ব'লে ডাক।

ভগিনি, তাঁকে ডাকা বই, কাঁদা বই আমাদের আর গতি নাই।"
ইহা বলিয়া বিদ্যোত্তমা সজল-নয়নে বিকম্পিত-কণ্ঠে গাইল—

যত দুঃখ দিবি তারা, সকলি সহিব গো,
তুই পাষাণী কি দয়াময়ী তাই আমি দেখিব গো।
নিতান্ত কাতর হ'লে,
তার মা, তার মা ব'লে,
পড়িয়া চরণতলে কেবলি কাঁদিব গো।

বিদ্যোত্তমা কাঁদিতে কাঁদিতে গান করিল, গান শুনিয়া কুহেলী কাঁদিল, তাহার সহচরী কাঁদিল; আর যে একজন কাঁদিল, কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। কুহেলীর হৃদয় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। যাহারা কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তাহারা যে কতকটা শান্তিলাভ করে, ইহা নিশ্চয়। তাহারা কথোপকথন করিতে করিতে, পরস্পর প্রাণের জ্বালা প্রকাশ করিতে করিতে, নয়নজলে কপোল ও বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে করিতে রজনী অতিবাহিত করিল। বন-বিহঙ্গমগণ কলরব করিলে, বিদ্যোত্তমা বলিল "চল ভগিনি, অবগাহন স্নান করিয়া আসি, দেবতা-স্থানে শুদ্ধাচারে অবস্থান করাই বিধি।" অতঃপর তাহারা গিরিগাত্রবাহিনী তটিনীতে স্নানার্থ গমন করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

নরবলি।

অদ্য ধর্ম্মপ্রাণ নরপতি বিক্রমাদিত্যের রক্তে বর্ব্বর-দেবতার অর্চ্চনা হইবে, তাই বুঝি প্রভাকর ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইলেন। একদিকে বটবৃক্ষমূলে ময়ূররূপী তোড়োপেন্নো দেবতা বিরাজিত, অপরদিকে সিন্দূরমণ্ডিত গ্রাম্য দেবতা জাকারীপেন্নো প্রতিষ্ঠিত; এই দেবতা-দ্বয়ের মধ্যস্থলে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটা হস্তী স্থাপিত হইয়াছে। হস্তীর শুণ্ড একটা গর্ত্তে সংলগ্ন রহিয়াছে। গর্ত্তের নিকট যূপ-কাষ্ঠ প্রোথিত হইয়াছে। খোণ্ডদিগের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা

সকলেই মদ্যপানে উন্মত্ত; সকলেই রক্তবস্ত্র পরিধান ও গলদেশে রক্তবর্ণ অশোক, কিংশুক ও পলাশ পুষ্পের মালা ধারণ করিয়া এক এক খানি শাণিত ছুরিকা হস্তে লইয়া নৃত্য করিতেছে ও এক একবার রুধিরলোলুপ বৃক-যূথের ন্যায় বিকট চীৎকার করিতেছে। মর্দ্দল ও খরতালের শব্দ উঠিল, কতকগুলি খোণ্ড-যুবক একটা বৃহদাকার বন্য বরাহের সম্মুখের পদদ্বয় দুইখণ্ড দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া প্রহার করিতে করিতে গর্ত্তের নিকট টানিয়া আনিল। সিন্দূরমণ্ডিত 'জানি' পুরোহিত খড়্গহস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল; সে আসিবামাত্র উচ্চতর নাদে মর্দ্দল ও খরতাল বাজিয়া উঠিল, বর্ব্বরগণের সোল্লাস চীৎকার ভীষণতর হইল। বরাহকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করা হইলে, পুরোহিত হস্ত-স্থিত খড়্গা দ্বারা একে একে তাহার চারিটি পদ কাটিয়া ফেলিল, আহত পশুর আর্ত্তনাদে গগনতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল, বর্ব্বরেরা তখন সেই জীবিত পশুর মাংস ছুরিকা দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইতে লাগিল, পশুরক্তে গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া গেল। কি নৃশংস কাণ্ড! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! পুনর্ব্বার মর্দ্দল খরতাল বাজিল, খোণ্ডরাজ আত্মীয় ও অমাত্যগণ সহ বন্দ্যাই বিক্রমাদিত্যকে লইয়া উৎসবস্থলে উপস্থিত হইলেন। সুগন্ধি-পুষ্পমালা-মণ্ডিত বংশরচিত অদ্ভুত আসনে চারিজন সুসজ্জিত খোণ্ডযুবক পরিহিত-রক্তবাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে বহন করিয়া আনিল; সকলে

দেখিল, তিনি নিমীলিতনয়নে প্রশান্তবদনে বসিয়া আছেন, যেন সমাহিতচিত্তে ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিতেছেন। তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহাকে বলিদান করিবার নিমিত্ত আনা হইল; তিনি ভাবিতেছিলেন, বর্ব্বর-রুচি-অনুসারে তাঁহাকে সসম্মান-সমারোহ-সহকারে বিদায় দেওয়া হইতেছে; কিন্তু বাহকগণ যখন যূপকাষ্ঠের নিকট তাঁহার বংশাসন স্থাপন করিল, যখন তিনি সেই হত শূকর ও সেই রুধিরপূর্ণ গর্ত্ত দেখিলেন, ময়ূর-রূপী তোডোপেন্নো দেখিলেন, কাষ্ঠময় হস্তী দেখিলেন, রক্তাক্ত-কলেবর বর্ব্বর বীরদিগের বিকট তাণ্ডব দেখিলেন, এবং যখন খড়্গধারী সিন্দূরমণ্ডিত 'জানি' পুরোহিত তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিল 'অগচ্ছ মেরিয়া, অগচ্ছ', তখন তাঁহার সন্দেহ হইল, আশঙ্কা হইল, তাঁহার মুখমণ্ডল ম্লান হইল; কিন্তু সে মলিনতা শারদীয় মেঘের ন্যায় তাঁহার মুখচন্দ্রমা হইতে তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইয়া গেল, তিনি যেন অভিনব হৃদয়বলে উত্তেজিত হইলেন এবং পুরোহিতের মুখের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া একটু হাসিলেন।

পু। মেরিয়া, তুমি হাসিলে কেন?

বি। হাসিলাম, যে হেতু আমি হাসিতে পারি; মানুষেই হাসিতে পারে।

পু। বোধ হয়, এইবার তোমায় কাঁদিতে হইবে।

বি। কে না কাঁদে? সংসারে যে আসে, সেই ত কাঁদে।

পু। আমার ইচ্ছা যে, তুমি হাসিতে হাসিতে তনু ত্যাগ কর।

বি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

পু। মেরিয়া, আমরা তোমাকে কিনিয়া আনিয়াছি—ধরিয়া আনি নাই, কেবল দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য তোমায় বলি দিতেছি, তুমি আমাদের অপরাধ লইও না।

বি। জগদীশ্বর তোমাদের ক্ষমা করুন।

তখন পুরোহিত ময়ূর-রূপী দেবতার পানে চাহিয়া কর-যোড়ে বলিল "দেব! আমরা তোমার সন্তোষের নিমিত্ত এই মনুষ্যকে বলি দিতেছি—তুমি আমাদিগকে নিরাময় কর, আমা-দিগের ক্ষেত্র সকল শস্যশালি কর, এবং ঋতু সকল কল্যাণ-কর কর।"

এই মন্ত্রাবসানে পুনর্ব্বার মর্দ্দল ও খরতাল বাজিয়া উঠিল, চারিজন ভীমকায় খোণ্ডযুবক আসিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে ধরিয়া, তাঁহার হস্তপদ দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিল, এবং তাঁহাকে হেট্‌মুণ্ড করিয়া করিশুণ্ডে বান্ধিয়া দিল। পুরোহিত তাঁহার মুখ টানিয়া ধরিয়া শূকর-রক্ত-পূর্ণ গর্ত্তে নিমগ্ন করিবার উপক্রম করিলে সমবেত খোণ্ডগণ স্ব স্ব ছুরিকা লইয়া তাঁহার গাত্রমাংস কাটিয়া লইবার জন্য হুড়াহুড়ি করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই সময়ে কুহেলী আর্দ্রবস্ত্রে আলুলায়িত কেশে পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া "আমার মেরিয়াকে বলি দিতে দিব না" বলিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। খোণ্ডাধিপতি উদ্বিগ্ন চিত্তে দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন "সরিয়া আইস কুহেলি, মেরিয়াকে ছাড়িয়া দাও, নতুবা তোমায় লাঞ্ছিত, অপমানিত হইতে হইবে—হয় ত উন্মত্ত প্রজামণ্ডলী তোমায় প্রহার করিতে করিতে এখান হইতে তাড়াইয়া দিবে"। "কাহার সাধ্য কুহেলীর গাত্র স্পর্শ করে!" এই কথা বলিতে বলিতে বিদ্যুদ্বেগে বিদ্যুদ্রূপিণী বিদ্যোত্তমা আসিয়া উপস্থিত হইল, তৎক্ষণাৎ জনতার পশ্চাৎ হইতে মাভৈঃ! মাভৈঃ! শব্দ উত্থিত হইল—সে গম্ভীর ভৈরব রবে পুনঃ পুনঃ গগনতল আকুলিত হইতে লাগিল। যাহারা পিছু পানে চাহিল, তাহারা যে যেদিকে সুবিধা পাইল, পলাইতে লাগিল। পরক্ষণেই উলঙ্গ-অসিধারী ভীমদর্শন সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে বালক ব্রহ্মচারী বেতালভট্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পদাঘাতে পুরোহিতকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "খোণ্ডরাজ কোথায়?" একজন অমাত্য রাজাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ইনি"। "রাজন্! আপনি প্রতারিত হইয়াছেন, সকল বৃত্তান্ত পরে বলিব" এই কথা বলিয়া তিনি বসনাভ্যন্তর হইতে তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া প্রভুর বন্ধন ছেদন করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে সাবধানে নামাইয়া

লইয়া, অকৃত্রিম স্নেহের সহিত আলিঙ্গন করিলেন; উভয়ের নয়নজলে উভয়ের বক্ষস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিক্ হইতে সেনাগণ "জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়" বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিল; খোণ্ডগণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

আনন্দোৎসব।

র দিবস প্রাতঃকালে স্কন্ধাবারে মহাধূমধাম পড়িয়া গেল—কোথাও মৃগয়ালব্ধ পশু সকল ছেদিত পরিস্কৃত ও খণ্ডীকৃত হইতে লাগিল, কোথাও বিবিধ বনজাত সুপক্ক ফলসমূহ সংগৃহীত, নির্ব্বাচিত ও বিন্যস্ত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সম্মার্জনী সঞ্চালিত ও ধূলি-নিবারণ জন্য অজস্র জলসেক হইতে লাগিল। স্কন্ধাবার পুনর্ব্বার উৎফুল্ল, উৎসবময় হইয়া উঠিল। একটি সুচারু সুসজ্জিত পটমণ্ডপে মহারাজ বিক্রমাদিত্য, মহাকবি কালিদাস ও মহাবীর বেতালভট্ট একাসনে

উপবেশন করিয়া কথোপকথন করিতেছেন, আনন্দের উৎস ছুটিয়াছে, হাস্যের তরঙ্গ উঠিয়াছে, ব্রহ্মচারীর আচরণ আলোচিত হইতেছে, বিদ্যোত্তমার গুণগ্রাম ও রূপলাবণ্যের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। বেতাল কিরূপে ব্রহ্মচারি-বেশে খোণ্ডপল্লীতে প্রবেশ করিয়া মহারাজের সন্ধান লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারও বিবরণ বলা হইতেছে। কিন্তু তিনি যে পূর্ব্ব রাত্রিতে খোণ্ডপল্লীর সম্মুখস্থ প্রান্তরে সেনা-সন্নিবেশ করিয়া, ব্রহ্মচারি-বেশে একাকী প্রচ্ছন্নভাবে পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিয়া, মহারাজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বটবৃক্ষশাখায় বসিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে কুহেলীর আচরণ এবং তাহার সহিত বিদ্যোত্তমার মিলন লক্ষ্য করিয়াছিলেন ও তাহাদিগের কথোপকথন আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় সমস্ত অবগত হইয়াছিলেন—তাহাদিগের দুঃখে ও রোদনে ব্যথিত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন, বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে সে সব কথার উত্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হইয়া, কালিদাসের কাণে কাণে কি বলিলেন; কালিদাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বি। আরে ব্যাপার খানা কি? আমার কাছে লুকাচুরি কেন?

কালি। তুমি পশু শিকার করিতে আসিয়া কি

শিকার করিয়া ফেলিয়াছ? তোমার নিমিত্ত খোণ্ডরাজকুমারী মরিতে যায় কেন?

বি। কুহেলী ঈশ্বরানুগৃহীতা অপূর্ব্ব মানবী। কুহেলীর হৃদয় বিকারশূন্য। কেবল দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি সে হৃদয়ের উপকরণ; পাপচিন্তা সে হৃদয়ে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও স্থান পায় না। তুমি সামান্য রমণীর ন্যায় কুহেলীকে ভাবিও না। বোধ হয়, অবিলম্বেই পিতার সহিত সে এখানে আসিবে, আমি তাহা-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি, তাহার কথা বার্ত্তা শুনিয়া ও তাহার চরিত্র আলোচনা করিয়া নিশ্চয়ই তোমায় বিস্মিত হইতে হইবে।

কালি। আমি পরিহাস করিতেছিলাম। রূপজ মোহ হইতে তুমি যে অনেক দূরে অবস্থিত, তাহা কি আমি জানি না? যে মহাজন-জীবন মনুষ্যত্বে পূর্ণ, কর্ত্তব্য-সাধনায় পূর্ণ, সে জীবনে কাম-কেলির অবকাশ কোথায়? যেমন জঘন্য নাটকোপন্যাসের অস্থিমজ্জায় আদিরস বিদ্যমান থাকে, সেই-রূপ সামান্য লোকের প্রকৃতি কেবল কদর্য্য কামজ মোহে গঠিত হয়; কাম-কেলি তাহাদের জীবনের সর্ব্বস্ব, উহা ভিন্ন যেন তাহাদের জীবনের অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা কার্য্য নাই।

বি। বেশ বেশ! কবিজনোচিত বক্তৃতা হইয়াছে! এখন প্রেম-প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যানুশীলন করা

যাউক্ আইস—কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক্ আইস। বেতাল, সে দূত কোথা? তাকে আনাও, আর একজন লেখককে আসিতে বল।

তৎক্ষণাৎ প্রতিহারী যাইয়া একজন লেখক ও দূতকে সঙ্গে লইয়া আসিল। লেখক বিক্রমাদিত্যের আদেশ মত একখানি লিপি লিখিয়া প্রস্তুত করিল, বেতালভট্ট সেই পত্র সাক্ষর করিলেন এবং পত্র-শিরে প্রধান সচিব বররুচির নাম লিখিয়া দিলেন। দ্বিতীয় পত্র নবরত্ন সভার শিরোনামে মহারাজ নিজে লিখিয়া সাক্ষর করিয়া, উভয় পত্রই দূতের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন "এই দুই খানি পত্রই মন্ত্রী মহাশয়কে দিবে; বলিবে, তিনি যেন দুখানি পত্রই নিজে একবার পাঠ করিয়া সভায় উপস্থিত করেন।" পরে তিনি আর একখানি পত্র লিখিয়া দূতকে দিয়া বলিলেন "তুমি বিন্ধ্যাচল হইয়া উজ্জয়িনীতে যাও, বিন্ধ্যাচলে নায়ক রুরুনথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই পত্রখানি তাহাকে দিয়া যাইবে। দেখিও আমি যে এখানে আছি বা আমার সহিত যে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, একথা নগরে যেন কোন ক্রমে প্রকাশিত না হয়।

দূত বিদায় হইলে তাঁহারা তিনজনে পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া একটু একটু হাসিলেন। পরে বিক্রমাদিত্য বেতালকে বলিলেন "কল্য প্রাতেই যাহাতে সারদানন্দনের কন্যা বিদ্যোত্তমা

পিত্রালয়ে যাত্রা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দাও।” এই সময় প্রতিহারী পুনর্ব্বার আসিয়া বলিল “দুহিতা ও অমাত্য-স্বজন সহ খোণ্ডরাজ আসিতেছেন।” মহারাজ বিক্রমাদিত্য বেতাল ও কালিদাস সহ তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

কুহেলী ও বিদ্যোত্তমা।

হারাজ বিক্রমাদিত্য খোণ্ডাধিপের অভ্যর্থনা করিয়া, সাদরে কুহেলীর হস্ত ধরিয়া, কালিদাসকে বলিলেন "সখা, এই সেই কুমারী কুহেলী, যাহার কথা তোমায় বলিতেছিলাম।"

কুহেলী সস্মিত বদনে বলিল "হ্যাঁ, আমি সেই কুহেলী; কিন্তু তোমায় আমি কি বলিয়া ডাকিব? আর ত তোমায় মেরিয়া বলিতে পারিব না।

খোণ্ডাধিপ। কুহেল, শুনিয়াছ ত ইনি উজ্জয়িনীর মহারাজ বিক্রমাদিত্য, এখন হইতে ইহাঁকে তুমি মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিবে।

কুহেলী। বেশ, বেশ, সেই ভাল; কিন্তু এই কি উজ্জ্বল নগর? আমি উজ্জ্বল নগরকে স্বর্গের মত মনে করিতাম।

বিক্রম। সরলে! নগর নয়, এ আমাদের শিবির; এই বনে আমরা পশুশিকার করিতে আসিয়াছি, শিবিরে আমরা আহারাদি করি ও রাত্রিতে শুইয়া থাকি।

কুহেলী। আমাদের ব্রহ্মচারীর মেয়েটিকে তোমরা আনিয়াছ, সে এখন কোথা?

বেতাল। কে বলিল সে ব্রহ্মচারীর মেয়ে? সে ত তার পরিচয় তোমায় দেয় নাই।

কুহেলী। ঠিক কথা, ঠিক কথা, সে আমায় পরিচয় দেয় নাই ত বটে; কিন্তু তুমি কেমন করিয়া জানিলে, সে আমায় পরিচয় দেয় নাই?

বেতাল। আমি গোপনে থাকিয়া তোমাদের সকল কথা শুনিয়াছিলাম, সমস্ত রাত্রি তোমাদের সহিত জাগিয়াছিলাম, তোমরা স্নান করিয়া উঠিলে পরে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।

কুহেলী। বটে! সে মেয়েটি তবে কে? তুমিও বোধ হয় জান না।

বেতাল। জানি বৈ কি; ব্রহ্মচারী আমাদের মহারাজকে যেমন প্রতারণা করিয়া তোমার পিতার নিকট বেচিয়া গিয়াছিল, বিদ্যোত্তমাকেও সে সেইরূপ প্রতারণা করিয়া তাহার পিতার নিকট হইতে আনিয়াছিল।

কুহেলী। তার নাম বুঝি ঐ? কি বলিলে? নামটি কি?

বেতাল। তাহার নাম বিদ্যোত্তমা।

খোণ্ডাধিপ। কি বলিলেন? সে মেয়েটিকেও ব্রহ্মচারী প্রতারণা করিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে আনিবার উদ্দেশ্য কি?

কালিদাস। বড়ই অসাধু অভিপ্রায়ে তাহাকে আনিয়াছিল এবং তাহার প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়াছিল!

খোণ্ডাধিপ। তবে সে ব্রহ্মচারী নয়, পিশাচ।

কালিদাস। পিশাচ অপেক্ষাও ঘৃণিত। সে আবার এখন উজ্জয়িনী অধিকার করিবার নিমিত্ত গিয়াছে, মনে করিয়াছে, আমাদের মহারাজকে বলিদান করা হইয়াছে।

খোণ্ডাধিপ। সে ব্রাহ্মণ না হইলে, তাহাকেই বলিদান করিতাম।

কুহেলী। বাবা, নরবলি আর দিও না; বলিদানের নাম শুনিলে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে!

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত পটমণ্ডপের অভিমুখে যাইতেছিলেন, যাইতে যাইতে অদূরাগত অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

বিক্রমাদিত্য বলিলেন "আহা কি সুমধুর সঙ্গীত! বীণা-যন্ত্রী-যোগে কে গান করিতেছে?"

কালিদাস। ইহা সেই বিদ্যোত্তমার আপ্সরসিক কণ্ঠধ্বনি, আহা কি হৃদয়োন্মাদকর স্বর-তরঙ্গ !

বিক্রমাদিত্য। দাঁড়াও, কি গানটি গাইতেছে, শুনা যাক্।

বিদ্যোত্তমা গাইতেছিল —

যাস্‌নি মা, তুই আমায় ফেলে !
যাস্‌নি মা, যাস্‌নি মা, যাস্‌নি মা, তুই আমায় ফেলে !
শমন ভয় দেখায় মা, একলা পেলে।
আর যত রিপুগণ—
দেখায় নানা প্রলোভন,
আমার কাছ থেকে তুই চ'লে গেলে।
যাস্‌নি মা, তুই আমায় ফেলে।

বিক্রমাদিত্য। কি সুন্দর গান! 'যাস্‌নি মা, যাস্‌নি মা, যাস্‌নি মা তুই আমায় ফেলে'।—কি সরল শিশূপম ভাবব্যক্তি! স্বরগ্রামেরই বা কি সুন্দর, কি সুমধুর উত্থান ও পতন !

কুহেলী। বাবা, আমি যাই।

খোণ্ডাধিপ। কোথা যাবে ?

"ঐ যেখানে সেই, সেই, নামটি মনে প'ড়ছে না, সেই মেয়েটি গান ক'র্‌ছে। আমি চ'ল্লেম" এই কথা বলিয়া কুহেলী সেই স্বরানুসরণ করিয়া দৌড়িল, তাহার সহচরীও তাহার সহিত ছুটিল। তাহাদের গতির সৌন্দর্য্য আমি বর্ণযোগে বর্ণনা করিতে অক্ষম, ভাবুক পাঠক কল্পনায় অনুভব করুন।

খোণ্ডাধিপ। কুহেল, কুহেল!

কুহেলী। আমি এখন তার কাছে যাই, তোমাদের কাছে পরে যাব।

কুহেলী বিদ্যোত্তমার পটগৃহে প্রবেশ করিয়াই তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং প্রীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে তাহার মুখ-পানে চাহিয়া বলিল "দিদি! এখানে আসিয়া বেশ আনন্দে আছ, না?"

বিদ্যোত্তমা। তোমার অসম্ভবনীয় আগমনে, তোমার দর্শনে, যথার্থই আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করিলাম।

কুহেলী। দিদি! তুমি কি বলিলে, তোমার একটি কথাও আমি বুঝিতে পারিলাম না। ওরকম কথা কাহারও মুখে কখনও শুনি নাই।

বিদ্যোত্তমা। সরলে! এ সামান্য ভাষাও বুঝিলে না? আমি বলিতেছিলাম, এখানে তুমি আসিবে, এখানে তোমায় দেখিতে পাইব, এমন আশা আমি একবারও করি নাই; এখানে তোমায় দেখিয়া আমার যে কত আনন্দ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।

কুহেলী। দিদি! তোমাকে একবার ভাল করিয়া দেখিব বলিয়াই আসিয়াছি।

বিদ্যোত্তমা। তোমার মেরিয়াকে দেখিবে বলিয়া আস নাই কি?

কুহেলী। তাহাকে আর দেখিতে আসিব কেন ?

বিদ্যোত্তমা। যাহার জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলে, তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয় না ?

কুহেলী। মনে করিলেই ত তাহাকে দেখিতে পাই, সে যে আমার বুকের ভিতর রহিয়াছে, তাকে দেখিবার জন্য এতদূরে এখানে আসিব কেন ? তোমাকে আমার ভাল করিয়া দেখা হয় নাই, তাই তোমাকে দেখিতে আসিলাম।

বিদ্যোত্তমার নয়নে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, সে মনে মনে বলিল "আজি বর্ব্বর-বালার নিকট আমায় পরাজিত হইতে হইল। আমার মনে মলা আছে, কুহেলীর হৃদয় পবিত্র। কুক্ষণে আমি কালিদাসকে দেখিয়াছিলাম, আমি ত কেবল তাঁর ধ্যানে তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। না, আমি আমার চিত্তকে আর কলুষিত করিব না, তাঁকে ভুলিবার চেষ্টা করিব, যেমন করিয়া পারি তাঁকে বলিয়া কল্য প্রাতেই আমি পিত্রালয়ে যাইব।" আবার বিদ্যোত্তমার নয়নে দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

কুহেলী। দিদি! তুমি কাঁদিলে কেন ? আমি ত এমন কোন কথা বলি নাই, যাহাতে তোমার মনে দুঃখ হইতে পারে!

বিদ্যোত্তমা। না না, ভগিনি, তোমার কথায় আমি কাঁদি নাই, তোমার ভালবাসায় কাঁদিয়াছি; তোমার ভালবাসায় আমার হৃদয় আর্দ্র হইয়াছে, তাই কাঁদিয়াছি।

কুহেলী। না দিদি, তুমি অবশ্য কিছু মনে করিয়া কাঁদিয়াছ। আমার যদি দোষ হইয়া থাকে, ক্ষমা কর।

বিদ্যোত্তমা। সেকি কুহেলি! তুমি আপনাকে সাপরাধা জ্ঞান করিতেছ কেন? অপরাধ আমার; আমি ঈশ্বরের কাছে অপরাধ করিয়াছি, তাই অনুতাপ করিতেছি, তাই কাঁদিতেছি। ভগিনি! আমরা অবলা, কাঁদা বৈ আর আমাদের গতি নাই।

কুহেলী। কাঁদলে যে দেবতার দয়া হয়, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। দিদি, দেবতারা অবশ্য তোমায় দয়া করিবেন।

এই সময় একজন দূত আসিয়া বলিল "মহারাজ আপনাদিগকে ডাকিতেছেন; ভোজনের সময় হইয়াছে, সকলে আপনাদের অপেক্ষা করিতেছেন।"

বিদ্যোত্তমা। মহারাজ ডাকিতেছেন যাও, আহারাদি করিয়া আইস।

কুহেলী। তুমি যাইবে না?

বিদ্যোত্তমা। না, আমি এখন যাইব না, আমার এখনও আহ্নিক পূজা হয় নাই। তোমরা যাও।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

উজ্জয়িনী।

চ্ছসলিলা-শিপ্রা-বক্ষে-প্রতিফলিত উজ্জয়িনী নগরী প্রাচীন ভারতের অনুপম শিল্পাদর্শ—আর্য্য ভাস্কর্য্যের চূড়ান্ত পরিচয়। যেমন বিহগ-মধ্যে ময়ূর, হীরক-মধ্যে কোহেনূর, সেইরূপ পৃথিবীর যাবতীয়-রাজপ্রাসাদ-মধ্যে উজ্জয়িনীর মরকত-প্রাসাদ সৌন্দর্য্য-গৌরবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রাতঃকালে ধ্বজপতাকা-শোভিত সৌধশিখর-সমূহ বালার্ক-কিরণে রঞ্জিত হইলে সেই অপূর্ব্ব প্রাসাদের একটি সুসজ্জিত কক্ষে উজ্জ্বল-দীপ্তি সপ্তর্ষির ন্যায় সাতজন প্রতিভা-দীপ্ত ব্যক্তি উপবিষ্ট হইয়া গম্ভীরভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন, ইঁহারা উজ্জয়িনী-রাজসভার নবরত্নান্তর্গত প্রখ্যাতনামা বররুচি, ঘটকর্পর, অমরসিংহ, ক্ষপণক, ধন্বন্তরি, শঙ্কু ও বরাহমিহির। ইঁহারা স্কন্ধাবার

হইতে আগত দুইখানি পত্রের আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া আর একখানা পত্র দিল। বররুচি পত্র গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন এবং ক্রমান্বয়ে অপর ছয় জনকে পড়িতে দিলেন। সকলের পাঠ করা হইলে তিনি বলিলেন "এখন কর্ত্তব্য কি? আমার ইচ্ছা, বেতাল-সাক্ষরিত পত্রের একখানি অনুলিপি ব্রহ্মচারীর নিকট পাঠাই এবং তাহাকে লিখি যে, 'কল্য আমরা প্রজামণ্ডলীর একটি প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করিব এবং সর্ব্বসাধারণকে আপনার সংসারে প্রত্যাগমন ও সিংহাসন গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় জানাইব, পরে সভার অভিমত আপনাকে লিখিয়া পাঠাইব—যেরূপ বুঝিতেছি, অধিকাংশ প্রজা আপনাকে রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিলে সুখী হইবে'। কি বলেন, আপাততঃ এইরূপ লিখিলে চলিবে না?"

সকলে একবাক্যে তাঁহার মতের সমর্থন করিলে, সেইরূপ একখানি পত্র লিখিত ও তাহার সহিত বেতাল-সাক্ষরিত পত্রের অনুলিপি সংযোজিত হইয়া প্রতিহারীকে দেওয়া হইল। বররুচি তাহাকে বলিলেন "যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারীর পত্র আনিয়াছে, তাহাকে এই পত্রখানি দাও।" প্রতিহারী চলিয়া গেলে, তিনি সহযোগীদিগকে ঈষদ্ধাস্য-সহকারে বলিলেন "তবে ডিণ্ডিম-ঘোষণা দ্বারা নগর-বাসীদিগকে কল্য দিবা এক প্রহর সময়ে সভাস্থ হইতে বলা যা'ক্?"

ঘটকর্পর। তা বৈ কি! যত শীঘ্র এই প্রহসনের অভিনয় শেষ হইয়া যায়, ততই মঙ্গল।

ক্ষপণক। সেই ভয়ানক-রসাত্মক নাটক পরিশেষে যে এইরূপ প্রহসনে পরিণত হইবে, তাহা কে জানিত!

শঙ্কু। যে লোমহর্ষণ নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার চরমাঙ্ক ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

অমরসিংহ। মহারাজ নিজ বিপদ্‌বৃত্তান্ত যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, পড়িলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে।

ধন্বন্তরি। তিনি ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বর-নিষ্ঠ; তাঁহার অনিষ্ট কেন হইবে?

বরাহমিহির। তিমি কেবল দৈবানুগ্রহে ও বেতালের গুণে সেই ঘোর বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শঙ্কু। ধন্য বেতাল! ধন্য তোমার কার্য্যদক্ষতা! ধন্য তোমার প্রভুভক্তি!

এইরূপ নানা কথায় ও নানা বিষয়ের আলোচনার পর সাধারণ সভাধিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মন্ত্রিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

লঙ্কা-ভাগ।

নিজ শিবিরের এক নিভৃত প্রদেশে ধীর গম্ভীর-ভাবে পাদচারণ করিতে করিতে ব্রহ্মচারী এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন—"ভেটক দেখিয়া আসিয়াছে—নরবলির সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে, ভীষণ কাষ্ঠহস্তী স্থাপিত হইয়াছে, যূপকাষ্ঠ প্রোথিত হইয়াছে; তাহার প্রত্যাগমনের 'পরই যে বলিদান-কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমার গন্তব্য পথের প্রধান কণ্টক দূর হইয়াছে; বিদ্যোত্তমাও নিরাপদ্ স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, আমি এখন কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। ভেটক ও

করটক আমার দক্ষিণ ও বামহস্তের স্বরূপ, তাহাদের দ্বারা আমার অনেক দুঃসাধ্য কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহারা না থাকিলে নিশ্চয়ই আমার বিদ্বোত্তমার উদ্ধার হইত না। বেতালকে একবার দেখিয়া লইব—তাহার কত বল, কত বুদ্ধি একবার বুঝিয়া লইব। একবার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিলে, বেতাল দমন ত সহজেই হইবে।” এই সময় শিপ্রাতটস্থ-শাল্মলিশাখারূঢ় কাকাতো পাখী চীৎকার করিল ‘বটেতো বটেতো!’—অদূরে ভেটক ও করটক দেখা দিল।

ব্র। এই যে করটক আসিতেছে, ঐ যে ভেটক। কি করটক, পত্রের উত্তর পাইয়াছ?

করটক। ঐ যে দাদার হাতে।

ভেটক। এই নাও।

“আচ্ছা তোমরা এখন বিশ্রাম করগে” ব্রহ্মচারী ইহা বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিয়া বররুচির পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্রপাঠান্তে স্মিতবিকসিত আস্যে মনে মনে বলিতে লাগিলেন “কেবল পাশব-বলে কি মানব-সমাজে আধিপত্য স্থাপন করা যায়! কে বলিল ‘বীরভোগ্যা বসুন্ধরা’? যার বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, যে কৌশল-কুশল, সেই কেবল এই দুঃখের সংসারে সুখভোগ করিতে পারে—সর্ব্বজনের উপর প্রভুত্বস্থাপন ও রাজত্ব করিতে পারে, আমি বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে কি না করিয়াছি,

কি না করিতেছি, কি না করিতে পারিব! এই ত এখন আমি অনায়াসে রাজ্যলাভ করিব, রাজ্যলাভের জন্য আমায় বিন্দুমাত্রও শোণিতপাত করিতে হইবে না—আমায় সামান্য নখরাঘাতও সহ্য করিতে হইবে না।” উচ্চ বৃক্ষের উচ্চ শাখায় বসিয়া, উচ্চ কণ্ঠে অদৃশ্য বসন্তগৌরী ‘কত্তং কত্তং’ বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

সভা।

র দিবস প্রাতঃকালে অতুল সৌন্দর্য্যশালিনী অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী মহামহিমান্বিতা মহানগরী উজ্জয়িনীর রাজপথ সকল পরিষ্কৃত ও সুরভি জলে সিক্ত হইলে, সুবেশ-সম্পন্ন নাগরিক-গণ দলে দলে মরকত-প্রাসাদাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। কেহ অশ্বে, কেহ রথে, কেহ নরযানে, এবং অধিকাংশ পদব্রজে চলিয়াছে; যুবকগণ কেহ গান করিতেছে, কেহ সিস দিতেছে, কেহ কেহ সঙ্গিগণ-সঙ্গে রঙ্গরসালাপে উচ্চ হাসি হাসিতেছে। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণ গম্ভীরভাবে কথোপকথন করিতে করিতে পথাতিক্রম করিতেছে।

প্রাসাদ-তোরণ-সমীপে লোকারণ্য হইয়াছে। ক্রমাগত লোকস্রোত রাজভবনে প্রবেশ করিতেছে, তথাপি জনতা কমিতেছে না। একস্থানে এক অশ্বত্থ-তরুতলে কতকগুলি লোক একত্র হইয়া নানাপ্রসঙ্গ তুলিয়া নানা কথা কহিতেছিল। একজন বৃদ্ধ একজন যুবককে সম্বোধিয়া বলিল "তুমি না রাজা ভর্ত্তৃহরিকে দেখিতে গিয়াছিলে? রাজাকে কেমন দেখিলে? তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপ? বয়স কত বোধ হইল?"

যুবক উত্তর করিল "তাঁহার দীর্ঘ কেশ ও ব্রহ্মচারীর বেশ, বয়স বোধ হয় পঞ্চাশের মধ্যে; বেশ গৌরবর্ণ, স্থূলকায় ও সদা হাস্য-বদন।"

একজন প্রৌঢ় বলিল "আমি পূর্ব্বে রাজা ভর্ত্তৃহরিকে দেখিয়াছি, তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন বটে, কিন্তু স্থূলকায় ছিলেন না এবং তাঁহার মস্তকে দীর্ঘ কেশও ছিল না। তিনি বিমর্ষভাবে থাকিতেন, আমি তাঁহাকে হাসিতে দেখি নাই।" অপর একজন যুবা বলিল "কতলোক এক সময়ে কৃশ থাকে, আবার এক সময় হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠে; এক সময় চুল রাখে, আর এক সময় তা ছাঁটিয়া ফেলে।" একজন বৃদ্ধ বলিল "ঠিক কথা, আমিও তাঁহাকে কৃশ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সময়ক্রমে তিনি যে স্থূলকায় হইয়াছেন, তাহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি! আর তাঁর মনে একটা দারুণ দুঃখ ছিল, সেই দুঃখে তিনি বিমর্ষ ভাবে থাকিতেন,

সেই দুঃখেই সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন ; এখন হৃদয়ে শান্তি পাইয়াছেন, তাই এখন তিনি সদা হাস্যবদন।”

দুই তিন জন যুবক যুগপৎ বলিয়া উঠিল “বলুন না মহাশয়, কেন তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন ? তাঁহার মনে কি দুঃখ ছিল ?”

বৃদ্ধ। সে অনেক কথা।

যুবকগণ। বলুন মহাশয়, বলুন, আপনাকে বলিতেই হইবে।

বৃদ্ধ। সে সমস্ত কথা বলিবার কি সময় হইবে ? এখনই সভা বসিবে।

একজন যুবা। সময়ে যতটা কুলায়, সঙ্ক্ষেপে বলুন।

বৃদ্ধ। সকল কথা বলিয়া উঠিতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না। খুব সঙ্ক্ষেপ করিয়াই বলিতেছি শুন।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—

“পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই মালব দেশে ভদ্রসেন নামে রাজা ছিলেন। ধারা নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি হিমাচলের উত্তর প্রদেশ হইতে গন্ধর্ব্বসেন-নামা কন্দর্পতুল্য এক রাজপুত্রকে আনিয়া তাঁহার একমাত্র কন্যার সহিত বিবাহ দেন এবং তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ ও নবনির্ম্মিত উজ্জয়িনী নগরী তাঁহাদিগকে যৌতুক-স্বরূপ দান করেন। গন্ধর্ব্বসেন

সস্ত্রীক উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে দাসীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল, তিনি পুত্রের নাম ভর্ত্তৃহরি রাখিলেন। ভর্ত্তৃহরি ভূমিষ্ঠ হইবার দুই বৎসরকাল পরে রাজকুমারীর গর্ভসঞ্চার হইল। এই সংবাদ শুনিয়া ধারাপতি ভদ্রসেনের আনন্দের সীমা রহিল না, ধারানগরী ও উজ্জয়িনীতে প্রত্যহ মঙ্গলাচরণ ও আনন্দোৎসব হইতে লাগিল; কিন্তু এ উৎসব শীঘ্রই বিষাদে পরিণত হইল—রাজকুমারী বিধবা হইলেন। সাধ্বী সে অবস্থায় সহগমন করিতে পারিলেন না। দশমাস পূর্ণ হইলে তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ভর্ত্তৃহরির জননী সেই সদ্যঃপ্রসূত শিশুটি লইয়া লালন পালন করিতে লাগিল। সমস্ত জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে ধারাধিপতি তাঁহার দৌহিত্র বিক্রমাদিত্যকে ও ভর্ত্তৃহরিকে নিজ রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। ভর্ত্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্য সমান যত্নের সহিত প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। যখন ভর্ত্তৃহরির অষ্টাদশ ও বিক্রমাদিত্যের পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইল এবং তাঁহারা বিবিধ শাস্ত্রে ও যুদ্ধ-বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেন, তখন একদিন ধারাধিপতি ভদ্রসেন তাঁহার দৌহিত্র বিক্রমাদিত্যকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ ভাই! এখন আমি বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হইয়াছি, তুমিও কৃত-বিদ্য হইয়াছ; সুযোগ্য সচিববর্গের পরামর্শ লইয়া এক্ষণে

অনায়াসে তুমি রাজকার্য্য করিতে পারিবে। অতএব আমার ইচ্ছা, তোমার বিবাহ দিয়া সিংহাসনে বসাইয়া আমি বানপ্রস্থ অবলম্বন করি।”

বিক্রমাদিত্য নতশিরে উত্তর করিলেন “মহারাজ! আপনার সকল আজ্ঞাই আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু—”

ধারাধিপতি তাঁহাকে এইরূপ ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বলিলেন “কেন, কেন, তুমি কিন্তু হইতেছ কেন? তোমার কিছু আপত্তি থাকে, আমায় স্পষ্ট করিয়া বল; আমি রুষ্ট হইব না, বরং তোমার উপর সন্তুষ্ট হইব।” তখন বিক্রমাদিত্য সাহস পাইয়া উত্তর করিলেন “মহারাজ, আমার অগ্রজ ভর্ত্তৃহরি বিদ্যমান থাকিতে আমার রাজ্যগ্রহণ কি শোভা পায়?” ধারাধিপতি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ভাই! আমি তোমার নিকট যেরূপ উত্তরের আশা করিয়াছিলাম, তাহাই পাইলাম; পরমেশ্বর তোমায় দীর্ঘজীবী ও যশস্বী করুন।”

এই কথোপকথনের কিয়দ্দিবস পরে কোশল-রাজ-দুহিতা তিলোত্তমার সহিত ভর্ত্তৃহরির বিবাহ হইল, এবং মহারাজ ভদ্রসেন তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া সস্ত্রীক বন-প্রস্থান করিলেন। বিক্রমাদিত্য অগ্রজের মন্ত্রিত্ব করিতে লাগিলেন।

উভয় ভ্রাতাই সদ্বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও সুধার্ম্মিক ছিলেন; উভয়ে একমত হইয়া রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; রাজ্যে যাহাতে ধর্ম্মের উন্নতি ও প্রজাপুঞ্জের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বদা তাঁহাদের এই চেষ্টা হইল। তাঁহারা ধারানগরী পরিত্যাগ করিয়া পৈতৃক রাজধানী এই উজ্জয়িনীতে রাজপাট উঠাইয়া আনিলেন। উজ্জয়িনী দিন দিন নব নব শোভা ধারণ করিতে লাগিল।

কোশল-রাজদুহিতা তিলোত্তমা বিদ্যাধরীর ন্যায় রূপবতী ও কলাবতী ছিলেন। মহারাজ ভর্ত্তৃহরি শীঘ্রই তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িলেন এবং রাজকার্য্য উপেক্ষা করিয়া অধিক সময় অন্তঃপুরেই অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

বিক্রমাদিত্য অগ্রজের এইরূপ অযথা আচরণে মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন এবং একদিন তাঁহাকে বিরলে পাইয়া বলিলেন "মহারাজ! রাজার প্রধান কার্য্য প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন, আপনি সে কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য দেখাইতেছেন কেন?" ভর্ত্তৃহরি রুষ্টভাবে বলিলেন "কেন তুমি আমায় একথা বলিতেছ?" বিক্রমাদিত্য উত্তর করিলেন "আপনি প্রায়ই রাজ-সভায় উপস্থিত হন না বলিয়াই বলিতেছি।" ভর্ত্তৃহরি পুনর্ব্বার রুষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন "মহিষীর কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাহা এখন আমি বেশ বুঝিলাম।" বিক্রমাদিত্য অবনত

বদনে "মহারাজ" বলিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে বাধা দিয়া ভর্ত্তৃহরি রুক্ষভাবে বলিলেন "না না, আমি তোমার কথা আর শুনিব না, তোমার মুখদর্শন আর করিব না, তুমি অদ্যই মালব দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন কর।" পরে ক্রোধভরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

বিক্রমাদিত্য সেই দিনেই প্রিয়বয়স্য কালিদাস ও বেতালভট্টকে সঙ্গে লইয়া এক নির্জ্জন স্থানে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে অন্তঃপুরে বিক্রমাদিত্যের নির্ব্বাসন-বৃত্তান্ত প্রচারিত হইলে রাজ্ঞী তিলোত্তমা স্বামীকে বলিলেন "আপনি ক্রোধান্ধ হইয়া কাজটা ভাল করেন নাই; যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে আপনাকে নিজেই সমস্ত রাজকার্য্য করিতে হইবে, নতুবা রাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে।" ভর্ত্তৃহরি মহিষীর এইরূপ উপদেশে অগত্যা প্রত্যহ রাজসভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

একদিন তিনি পাত্র-মিত্রগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া একটি ফল তাঁহার করে অর্পণ করিল, বলিল "মহারাজ! এই ফলটি অন্তঃপুরে রাখিয়া দিবেন। এই অপূর্ব্ব-ফল-মাহাত্ম্যে আপনার যৌবনশ্রী ও রাজশ্রী চির-স্থায়িনী হইবে।" রাজা ভর্ত্তৃহরি বিবিধোপচারে সন্ন্যাসীর

পূজা করিয়া ফলটি লইয়া প্রাণপ্রতিমা প্রিয়তমা মহিষীকে রাখিতে দিলেন। যে মহিষীকে তিনি প্রাণতুল্যা দেখিতেন,—যাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত রাজকার্য্য উপেক্ষা করিয়া, পণ্ডিতসমাজ পরিত্যাগ করিয়া, নিরন্তর অন্তঃপুরে কালাতিপাত করিতেন,—যাঁহার নিমিত্ত পরম শুভানুধ্যায়ী অনুজকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন,—সেই প্রেয়সী মহিষী মহাপাপীয়সী ছিল,—রাজার মন্দুরাধ্যক্ষ তাহার উপপতি ছিল। উপপতির যৌবন চিরস্থায়ি হইবে ভাবিয়া, মহিষী সেই ফলটি তাহাকে দিল। মন্দুরা-ধ্যক্ষের এক বেশ্যা ছিল, সে আবার সেই ফলটি সেই বার-বিলাসিনীকে দান করিল। বেশ্যা মনে করিল, "এই অপূর্ব্ব ফলের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া যদি আমি ইহা রাজাকে বেচিতে পারি, তাহা হইলে প্রভূত ধনলাভ করিতে পারিব, আর আমায় এই ঘৃণিত কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইবে না।" ইহা ভাবিয়া সে সেই ফলটি রাজার সমীপে লইয়া গেলে, রাজা তাহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসিলেন "তুমি ফলটি কোথায় পাইয়াছ?" সে সত্য বলিলে, রাজা তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া উপযুক্ত মূল্য দিয়া ফলটি সংগ্রহ করিলেন। মহিষীর সতীত্বে তাঁহার সন্দেহ হইল, তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল, সেই দিন হইতে ঘোরতর অশান্তি আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল—মন্দুরাধ্যক্ষের প্রতি মহিষী যে একান্ত আসক্তা, তাহা তিনি ক্রমে স্পষ্ট বুঝিলেন;

বুঝিয়া আর চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলেন না, একদিন ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া অন্তঃপুরে যাইয়া মহিষীর নিকট সেই ফলটি চাহিলেন। তিলোত্তমা বলিল "আমি খাইয়া ফেলিয়াছি।" রাজা কহিলেন "আমি সে ফলটি তোমায় খাইবার নিমিত্ত দিই নাই, সে ত খাইবার ফল নয়; কোথায় সে ফলটি রাখিয়াছ, আমায় দাও।" রাজ্ঞী নিরুত্তরে অধোমুখী হইয়া রহিলেন। তখন তিনি সেই ফলটি তাঁহাকে দেখাইয়া, তিরস্কার করিয়া, অন্তঃপুর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তিলোত্তমা দুঃখে ও ঘৃণায় আত্মঘাতিনী হইলেন। মহারাজ ভর্ত্তৃহরির মনোমধ্যে ঘোরতর বৈরাগ্য উপস্থিত হইল; অনুজের প্রতি অযথা আচরণ করা হইয়াছে বুঝিয়া, তিনি নিরতিশয় অনুতপ্ত হইলেন এবং তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবেন বলিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদেশে দূত প্রেরণ করিলেন।"

এই সময়, "সরিয়া দাঁড়াও, সরিয়া দাঁড়াও" বলিয়া কয়েক জন সশস্ত্র পদাতি সিংহদ্বারের ভিড় সরাইয়া দিতে লাগিল। পরক্ষণেই একখানি সুচারু-শিবিকারোহণে মন্ত্রী বররুচি রাজ-ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তোরণ-সমীপস্থ সমস্তলোক ছড়াহুড়ি করিয়া প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

সকলে সভাগৃহে সমবেত হইলে, মর্ম্মরমণ্ডিত বেদির উপর

ঋষিতুল্য সহযোগিগণ উপবেশন করিলে, তাঁহাদের পশ্চাদ্দেশে এক খানি পত্রহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া মন্ত্রিবর বররুচি বলিতে লাগিলেন “মহারাজের মৃগয়া-শিবির হইতে আমাদের মাননীয় নগরপাল বেতালভট্ট এই পত্রখানি লিখিয়াছেন, তিনি লিখিতেছেন—‘অদ্য অগত্যা এই অতীব অমঙ্গল সংবাদ আপনাদিগকে দিতে বাধ্য হই-লাম। লিখিতে হস্ত স্তম্ভিত ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতেছে, বোধ হয় আপনাদিগের অবিদিত নাই—এ প্রদেশে ভয়ানক ঝড় ও ভূকম্পন হইয়া গিয়াছে, সেই মহোৎপাতের পর হইতে মহারাজকে ও কবি-বর কালিদাসকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। মহারাজের তূণ ও ঘোটকী শোভনাকে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেই আমাদের অমঙ্গল-আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি হইয়াছে, আমরা এই কয়েক দিবস ধরিয়া নানা-স্থানে তাঁহাদের অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও তাঁহাদের সন্ধান পাইলাম না, সন্ধান পাইব বলিয়াও আর আশা নাই। আর অধিক কাল আমরা এখানে থাকিব কি না, আপনারা পরামর্শ করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন।” পত্র-পাঠান্তে মন্ত্রী বলিলেন “অবশ্য এ কুসমা-চার শুনিয়া সকলেরই হৃদয় ব্যথিত হইবে; কিন্তু তাঁহারা জীবিত আছেন, এ আশা আমার এখনও যায় নাই।”

প্রজামণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন উঠিয়া বলিতে লাগিল “মহারাজ বিক্রমাদিত্য সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন নরপতি, তিনি জীবিত থাকেন ইহাই আমাদের সকলের প্রার্থনীয়; কিন্তু তাঁহাকে

যদি পাওয়া না যায়, তাহাতে রাজ্যের কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে না, আমরা কর্ণধার-শূন্য হইব না; শুনিতেছি, প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ ভর্ত্তৃহরির পুনরাবির্ভাব হইয়াছে।"

মন্ত্রী। হ্যাঁ, সেই জন্যই আজি এই সভা। রাজা ভর্ত্তৃহরি জানিতে চাহিয়াছেন, তোমরা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে তাঁহাকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিবে কি না?

একজন নাগরিক। তাঁহার সিংহাসন তিনি গ্রহণ করিবেন, তাহাতে কাহার আপত্তি হইবে?

তাঁহার কথার অবসান হইতে না হইতে, অধিকাংশ প্রজা 'জয় মহারাজ ভর্ত্তৃহরির জয়' বলিয়া চীৎকার করিল। এই জয়নাদ প্রতি পল্লীতে, প্রতি গলিতে, শিপ্রাতট পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; সভাভঙ্গ হইল, কিন্তু জয়নাদ থামিল না—পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে মহারাজ ভর্ত্তৃহরির জয় সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতে লাগিল, সর্ব্বত্র ভর্ত্তৃহরির কথা বৈ আর কোন কথা নাই। কি ছেলে, কি মেয়ে, কি বুড়া, কি যুবা, সকলেরই মুখে সেই এক কথা। সাধারণ লোকে চিরকালই নূতনত্বে আকৃষ্ট হয়, হুজুগ চায়, মজা চায়। বিক্রমাদিত্যের বিপদের কথা তখন আর কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইল না, সকলেই ভর্ত্তৃহরিকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ব্যস্ত ও ব্যগ্র হইয়া উঠিল। পর দিবস সেই কপটব্রহ্মচারী আহূত হইয়া ভর্ত্তৃহরিরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজাজ্ঞা।

চণ্ড রৌদ্র—জীবমাত্রই শীতল ছায়ার আশ্রয় লইয়াছে, কেহই আর আহার-অন্বেষণে ফিরিতেছে না। আহারান্তে মহারাজ বিক্রমাদিত্য, বেতাল ও কালিদাস সহ, একটি সুশীতল পটমণ্ডপে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া একখানি পত্র দিল, "এ পত্র তোমার নামে আসিয়াছে, পড়" ইহা বলিয়া বিক্রমাদিত্য পত্রখানি বেতালের নিকট ফেলিয়া দিলেন। বেতাল পাঠ করিতে লাগিলেন— "সম্মান-সহকারে নিবেদন এই যে, মহারাজ ভর্তৃহরি রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং প্রজাবর্গের সম্মতিক্রমে সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি আপনাকে পত্রপাঠ মাত্র শিবির উঠাইয়া নগরে ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।

শুভানুধ্যায়ী বররুচি।”

বিক্র। যে দূত এই পত্র আনিয়াছে, তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দাও।

প্র। উজ্জয়িনী হইতে দুইজন পদাতি আসিয়াছে, তাহারা এই যবনিকার বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে, আমি তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিতেছি।

প্রতিহারী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ভেটক ও করটক পটগৃহে প্রবেশ করিলে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাহাদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন “রাজার অধীনে তোমাদের মত কতগুলি লোক আছে ?”

ভেটক। আমাদের মত বাছা বাছা হাজার লোক রাজার কাছে আছে। সমস্ত নগর এখন আমাদেরই অধীন, উজ্জয়িনীর সেনাপতি শঙ্কু আর তাঁহার অধীন সৈনিকেরা অস্ত্র ও পদত্যাগ করিয়াছে। আপনারা কি আমাদের সঙ্গে আসিবেন, না আমরা অগ্রসর হইব ?

বিক্র। তোমরা যাও, আমরা পরে যাইব ; মহারাজকে বলিও, রাজাজ্ঞা বেতালের শিরোধার্য্য।

‘তবে আমরা চলিলাম’ বলিয়া দুই ভাই—ভেটক ও করটক প্রস্থান করিল।

কালি। এই বার বেতাল! তোমার অদৃষ্টে কি আছে আমি ভাবিয়াই আকুল। তুমি শার্দ্দূল-কবল হইতে হরিণীকে ছিনিয়া আনিয়াছিলে!

বিক্র। তোমার সেই হরিণীকে আবার প্রয়োজন হইবে, তাহার পিতা সারদানন্দনকেও চাই। তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে তোমাকেই যাইতে হইবে।

কালি। বোধ হয় কুহেলীকেও চাই, তাহার পিতাকেও প্রয়োজন হইবে।

বিক্র। সে ভার আমার উপর রহিল; তুমি কল্য প্রাতেই বিদ্যোত্তমার পিত্রালয়ে গমন কর, আমরা সকলে এই স্থানে একত্র হইয়া উজ্জয়িনীতে যাত্রা করিব। কেমন বেতাল! সপ্তর্ষি-মণ্ডল নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিয়াছেন, না? আমার অভিপ্রায় তাঁহারা ঠিক বুঝিয়া লইয়াছেন।

বেতাল। তাহা না হইলে বীরবর শম্ভু সৈনিকদিগকে নিরস্ত্র করিয়া পদত্যাগ করিবেন কেন?

বিক্র। দেখ কালিদাস, বিদ্যোত্তমা পিতার সহিত এখানে উপস্থিত না হইলে আমরা উজ্জয়িনীতে যাইতে পারিতেছি না, যত শীঘ্র পার, তাহাদিগকে লইয়া আসিতে চেষ্টা করিও; বেশি বিলম্ব হইলে আমাদের মন্ত্রণা সফল হইবে না।

কালি। আমি ত আর সেখানে ঘুমাইতে যাইতেছি না।

"কি জানি স্থান-মাহাত্ম্যে কাল-মাহাত্ম্যে যদি ঘুমাইয়া পড়" এই কথা বলিয়া মহারাজ হাস্য করিতে করিতে পটমণ্ডপের বহির্দ্দেশে গমন করিলেন এবং বসন্তের প্রদোষ-শোভা দেখিতে দেখিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় দূরাগত তূর্য্য-নিনাদ শুনা গেল। কালিদাস ও বেতাল আহ্লাদ-সহকারে দ্রুত রাজসমীপে আগত হইয়া সোল্লাসে বলিলেন "শুনিতে পাইয়াছেন? কি সুমধুর তূর্য্যধ্বনি! এমন সুধাময় বংশীবাদন আর কোথাও শুনা যায় না।"

বিক্র। নিশ্চয়ই আমার ভীল-ভ্রাতৃগণ আসিতেছে; বিন্ধ্যাচলবাসী সুনিয়ন্ত্রিত বীরবৃন্দকে দেখিলে যথার্থই আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়, বক্ষ স্ফীত হয়।

বেতাল। হইবারই ত কথা; অমন তেজস্বী, সাহসী, কর্ম্মঠ সৈন্য আর কি কোথাও আছে?

কালি। দেখ, দেখ, ঐ তাহারা আসিতেছে।

বিক্রম। দেখ, দেখ, কেমন পরিমিত ক্ষিপ্রপাদক্ষেপে, কেমন বীরদর্পে উহারা আসিতেছে, দেখ। বেতাল, উহাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত তোমার অনুচরদিগকে আহ্বান কর।

বেতাল শৃঙ্গনাদ করিলে, শিবির-রক্ষকগণ চারি দিক্ হইতে আগত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

ভীল-সৈন্য সমীপাগত হইয়া "জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়" বলিয়া উচ্চধ্বনি করিল।

ভীল-নায়ক রুরুনখ, অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, মস্তক দ্বারা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের চরণ স্পর্শ করিলে, মহারাজ তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "কেমন রুরু, "মঙ্গল ত?"

রুরু। আপনাকে দেখিয়া সব মঙ্গল হইল, এখন কি আজ্ঞা হয় বলুন।

বিক্রম। পরে সব বলিব, এখন তোমার একটু বিশ্রাম আবশ্যক হইয়াছে।

"আমি কতক বৃত্তান্ত শুনিয়াছি—ভণ্ডরাজের দণ্ডবিধান করিতে হইবে ত?" এই কথা বলিয়া রুরু বেতালের হস্তধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। সৈনিকগণ শনৈঃ শনৈঃ তাহাদের অনুসরণ করিল।

রাজা কালিদাস-সহ বেড়াইতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

শুভ-দৃষ্টি।

শরৎকালে বাঙ্গালা দেশ যেমন মনোমোহিনী শোভা ধারণ করে, বসন্তকালে মালব দেশ সেইরূপ। তেমন কুসুমিত মুকুলিত কিশলয়-শোভিত তরুরাজি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; তেমন সুশীতল সুখকর সুগন্ধ সমীরণ আর কোথাও প্রবাহিত হয় না; তেমন সুন্দর সুকণ্ঠ বিহঙ্গ-কুল-কলনাদে আর কোন দেশ আকুলিত হয় না। বাস্তবিক, বসন্তকালে অবন্তী দেশ স্বর্গ-তুল্য বোধ হয়। এই অবন্তী দেশে মিহিরপুর গ্রামে বিদ্যোত্তমার পিত্রালয়।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, কিন্তু এখনও হাসে নাই; সূর্য্যাস্ত হইয়াছে, কিন্তু অন্ধকার এখনও আসে নাই; এইরূপ সময়ে এইরূপ প্রদেশে এইরূপ মনোহর মধুমাসে গৃহ-শিখরে চিন্তা-মগ্না বাহ্য-জ্ঞান-শূন্যা বিদ্যোত্তমা একাকিনী বসিয়া আছে, মৃদু-মন্দমলয়ানিলে তাহার কোমল কুটিল অলকাবলি ধীরে ধীরে দুলিতেছে। একটি কোকিল কুহু কুহু রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তাহার মস্তকের উপর দিয়া শূন্যমার্গে উড়িয়া গেল— তাহার চমক হইল, সে মনে মনে বলিল "আঁ, আমি কি পাগল হইলাম! কর্ত্তব্য ভুলিয়া, বিশ্ব ভুলিয়া, বিশ্বেশ্বর ভুলিয়া আমি কি ভাবিতেছিলাম! ছি, আমায় ধিক্! নারীর পুরুষ ভিন্ন চিন্তা করিবার কি অন্য কিছু নাই? ছি আমি হইলাম কি! দিবানিশি কেবল তাঁরই চিন্তা—সেই একই চিন্তা? ধিক্ আমায় ধিক্! কালিদাসের চিন্তায় আমি চিত্ত কলুষিত করিলাম কেন? কালিদাসের পক্ষপাতিনী হইয়া, কালিদাসকে পতিভাবে ভাবিয়া ভাল করি নাই। আমি ত আর কুমারী রহিলাম না, আর ত আমি অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে পারিব না, পতি বলিতে পারিব না।" এই সময় এক জন অশ্বারোহী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়া পরিখা পার হইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিদ্যোত্তমা ছাদ হইতে নামিয়া গেল। পাঠকের মনে থাকিতে পারে,

বিদ্যোত্তমার পিতার নাম সারদানন্দন। এক জন ধন-সম্পত্তি-শালী ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদ্যোত্তমা তাঁহার পরিচয় দিয়াছিল। সারদানন্দনের ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহদ্বাটী উচ্চ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাটীর চতুর্দ্দিকে বিশ ত্রিশ বিঘা পরিমিত তৃণময় ভূমি গভীর পরিখা এবং কণ্টকাকীর্ণ কেতকী ও বর্ব্বুর-বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। অশ্বারোহী সেতু দ্বারা পরিখা পার হইয়া, রক্তাভ-কঙ্কর-মণ্ডিত প্রসারিত পন্থা বাহিয়া সিংহ-দ্বারে উপস্থিত হইলে, দুই জন অস্ত্রধারী দ্বারবান্ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সম্মাননা করিল। তিনি সহাস্য-বদনে ঈষৎ মস্তক হেলাইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পুরীর প্রথম প্রকোষ্ঠে ধান্য, গোধূম, দ্বিদল, সর্ষপ, যব প্রভৃতি স্থলীবদ্ধ বিবিধ শস্য স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রহিয়াছে, এবং কপোত, হংস, ময়ূর প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষী সকল চরিয়া বেড়াইতেছে। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে গো, মহিষ, ছাগ, মেষ ও অশ্ব প্রভৃতি পশু সকল ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে রক্ষিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে দাস দাসী ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ নানা কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে। তিনি চতুর্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, "বিদু বিদু" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সোপানারোহণ করিতে লাগিলেন। "বাবা, এই যে এখানে আমি" বলিয়া বিদ্যোত্তমা দ্বিতীয় তলের অলিন্দ হইতে উত্তর দিল। সারদানন্দন নিকটে

আসিয়া নন্দিনীর মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বলিলেন "তোমার মা কোথা ?"

বি। মা ঐ ঘরে আছেন।

সারদানন্দন নন্দিনীর হস্ত ধরিয়া, কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন "এলাগ্রামে একটি সুন্দর পাত্র দেখিয়া আসিলাম; সে রূপে, গুণে, কুলে, শীলে সর্ব্বাংশেই আমাদের জামাতা হইবার উপযুক্ত।"

গৃহিণী। মেয়েটা খেতে প'র্‌তে পাবে, বরের এমন সম্পত্তি আছে ত ?

সারদা। সে সব না দেখিয়া কি আমি তাহাকে কন্যা-দান করিতে চাহিতেছি। কৈ, বিদু কোথা গেল ?

একটি বালিকা বলিল "তার লজ্জা হইয়াছে, সে এখান হইতে পলাইয়াছে।"

সারদা। আ বেটি! তোমাকে পাত্রস্থ না করিয়া আমি আর নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না; অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে বালিকা-বিবাহের ব্যবস্থা বহুকাল হইয়াছে, কিন্তু আমাদের সণাঢ্য শ্রেণীতে অদ্যাপি তাহা না হওয়ায় বড়ই অনিষ্ট হইতেছে। জানি না, এ বৈবাহিক সম্বন্ধে বিদু সম্মত হইবে কি না ? তাহার অসম্মতিতে তাহাকে পাত্রস্থা করিলে বিবাহের পরিণাম অশুভকর হইতে পারে।

গৃহিণী। তাহাকে যিনি উদ্ধার করিয়াছেন, বোধ হয় সে তাঁহারই পক্ষপাতিনী।

সারদা। হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু বিদুর অদৃষ্টে কি সে পাত্র ঘটিবে?

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সিংহদ্বারে ঘণ্টাধ্বনি হইল, পরক্ষণেই একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল "এমন রূপ কখনও দেখি নাই প্রভু, যেন দ্যুলোক হইতে কোন দেবতা অবতীর্ণ হইলেন!"

সারদা। কে সে? তাহার বেশবিন্যাস কিরূপ?

ভৃত্য। তাঁহার পৃষ্ঠে তূণ ও চর্ম্ম, অঙ্গে সুচারু বর্ম্ম, মস্তকে উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ, স্কন্ধে ধনু, দক্ষিণ পার্শ্বে শূল ও বাম পার্শ্বে বিলম্বিত অসি; যেন স্বয়ং সেনাপতি কার্ত্তিকেয় অশ্বারোহণে সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন।

"এ ব্যক্তি কে? চল দেখিয়া আসি" বলিয়া সারদানন্দন ভৃত্য-সহ প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে বিদ্যোত্তমা ছুটিয়া আসিয়া, ভগিনীকে টানিয়া লইয়া, গৃহ-ছাদে আরোহণ করিল। যখন তাহারা আগন্তুককে দেখিল, তখন তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেছিলেন। তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুরী-পরিদর্শনচ্ছলে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র বিদ্যোত্তমার মনোহর নয়নযুগলের সহিত তাঁহার

কটাক্ষ মিলিত হইল, উভয়েরই মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইল, এ ভাব তাঁহাদের পক্ষে এক অভিনব অননুভূত-পূর্ব্ব অপূর্ব্ব ভাব। তাঁহাদের মানস-নয়নে হঠাৎ যেন ত্রিদিবদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল ; বাস্তবিক, নবানুরাগ বড়ই মনোমদ, বড়ই মধুর ; কিন্তু হায়! এ মনোমোহন ভাব মানব-হৃদয়ে কয়দিন স্থায়ী হয়!

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অতিথি-সৎকার।

রদানন্দনের আনন্দের সীমা নাই, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রিয়তম বয়স্য, বীণাপাণির প্রিয়তম পুত্র, নবরত্ন-সভার উজ্জ্বলতম রত্ন মহাকবি কালিদাস আজি তাঁহার অতিথি—তিনি রাজাদেশে তাঁহাকে এবং তাঁহার কন্যাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। বহিস্তোরণে দুন্দুভি নিনাদিত হইল, সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উত্তমাধম প্রজা মাত্রই ভূস্বামীর ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল, ভদ্রবংশীয়েরা পুরীর তৃতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় তলে, সুসজ্জিত কক্ষে বিমল কোমলাসনে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর সদালাপ ও গীতবাদ্যে নিযুক্ত হইলেন কালিদাস-সহ সারদানন্দন সেই গৃহে আসিয়া বসিলেন।

নিম্ন শ্রেণীর প্রজাগণ প্রধান কর্ম্মচারীর আজ্ঞাকারী হইয়া নানাকার্য্যে নিযুক্ত হইল। সন্ধ্যা সমাগত হইলে সমস্ত পুরী আলোকিত ও কুসুম-মালায় সুশোভিত হইল—পুরী উৎসব-ময়ী হইয়া উঠিল। প্রতিবেশিনীগণ আমন্ত্রিত ও অন্তঃপুরে পরস্পর মিলিত হইয়া হাস্য পরিহাস ও নৃত্যগীত করিতে লাগিল। গৃহিণী সকলের সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বৃদ্ধভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন "ভাণ্ডারী কোথা?"

ভৃ। তাঁর কি এখন নিশ্বাস ফেলিবার সময় আছে মা, তাঁকে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কমবেশী চারি পাঁচ শত স্ত্রীপুরুষের ভোজনের আয়োজন করিতে হইতেছে; আর এ কি যে সে সামগ্রীর আয়োজন! মৎস্য, মাংস, মিষ্টান্ন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীত প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় উপচারের প্রচুর আহরণ করিতে হইতেছে।

গৃ। তাহাকে গিয়া বল, যেন ভাল পাচক নিযুক্ত করা হয়; সকল খাদ্যই যেন সরস, সুস্বাদ ও রুচিকর হয়, আর সকল দ্রব্যেরই যেন পর্য্যাপ্ত আহরণ হয়।

ভৃ। আজ্ঞা যাই; হ্যাঁ মা, যিনি এসেছেন, উঁরই সঙ্গে কি বড়-দিদির বিবাহ হবে?

গৃ। এমন কি অদৃষ্ট করিয়াছি যে, উনি আমার জামাতা হইবেন।

ভৃ। বোধ হয়, আপনি তাঁকে দেখেন নাই, এমন রূপ কখনও দেখি নাই মা!

"হ্যাঁ আমি তাঁকে অন্তরাল হইতে দেখিয়াছি, আমার বিদুর উপযুক্ত পাত্রই তিনি; এখন কতদূর আয়োজন হইল, শীঘ্র দেখিয়া আসিয়া আমায় বল" এই কথা বলিয়া গৃহিণী অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নৃত্য গীত ও ভূরি-ভোজ হইয়া আনন্দোৎসবের অবসান হইল। পরদিবস প্রাতঃকালে সারদা-নন্দন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আহ্বান-অনুসারে বিদ্যোত্তমাকে লইয়া কালিদাসের সহিত মৃগয়া-শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মেঘ-সঞ্চার।

প্রা

তৎকালে প্রকাণ্ড প্রাসাদের প্রসারিত ছাদে আমাদের ব্রহ্মচারী,—এক্ষণে মহারাজ ভর্ত্তৃহরি, মন্দ মন্দ পাদক্ষেপে বিচরণ করিতে করিতে চিন্তা করিতেছিলেন—"ভারতের উজ্জ্বলতম কণ্ঠহার এই উজ্জয়িনী এক্ষণে আমার, এই সাগরাম্বরা ধরার শ্রেষ্ঠাংশ এক্ষণে আমার, আমি এক্ষণে সমস্ত রাজন্যবর্গের শিরোভূষণ; কিন্তু আমার অভীষ্টসিদ্ধি এখনও হয় নাই, আমার দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি এখনও হয় নাই, সম্পূর্ণ পুরষার্থলাভ করিতে এখনও আমি পারি নাই, পুরুষার্থ-লাভের দুইটি অন্তরায় এখনও আমার রহিয়াছে,—প্রথমটি আমার প্রতি বিদ্যোত্তমার বিরাগ, দ্বিতীয়টি বিপুল-শক্তিশালিনী

নবরত্নসভার অস্তিত্ব। দ্বিতীয়টি অপসারিত হইলে, প্রথমটি সহজেই ঘুচাইতে পারিব; কিন্তু নবরত্নসভার ধ্বংসসাধন সম্প্রতি করিতে পারিতেছি না। আমি এতাবৎকাল অধ্যয়ন ও পর্য্যটন করিয়া জ্ঞানার্জ্জনই করিয়াছি, রাজকার্য্য কথনও করি নাই, অনন্তনাগের ন্যায় রাজকার্য্যের সহস্রফণা যতদিন আয়ত্ত করিতে না পারিব, ততদিন নবরত্নসভার সাহায্য আমায় লইতে হইবে—কৌশলে সভার উপর প্রভুত্ব করিতে হইবে।” এই সময় অদূরে জয়নাদ শুনা গেল, তিনি পশ্চাদ্বর্ত্তী অনুচরকে বলিলেন “করটক! কাহারা আমার জয়ঘোষণা করিতেছে?”

করটক। ঐ যে দাদা আসিতেছেন, বোধ হয় এই সংবাদই আনিতেছেন।

ভেটক নিকটে আসিলে ব্রহ্মচারী বলিলেন “সংবাদ কি? এ জয়নাদ কাহারা করিতেছে?”

ভেটক। আপনি রাজা হইয়াছেন শুনিয়া কুমারী কুহেলী ও বিদ্যোত্তমাকে সঙ্গে করিয়া খোণ্ডেশ্বর আপনাকে উপায়ন দিতে আসিয়াছেন। তাঁহার অনুচরেরা আপনার জয়-ঘোষণা করিতেছে।

ব্রহ্ম। তুমি নিজে যাইয়া তাহাদিগকে সাদরে সামন্তাগারে লইয়া যাও এবং ভাণ্ডারীকে ডাকাইয়া তাহাদের বিশ্রামের ও পান-ভোজনের সুব্যবস্থা করিয়া দাও। এ আবার কি!

বংশীবাদন করিয়া ও আবার কা'রা আসিতেছে? এখান হইতে উহাদিগকে যেন এক দল সৈনিক বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ যে উহারাও 'জয় মহারাজ ভর্ত্তৃহরির জয়' বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতেছে।

ভেটক। হাঁ, ভীলনায়ক রুরুনখ আপনার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। উনি আপনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, বলিলেন 'পুরুষানুক্রমে আমরা উজ্জয়িনীর সিংহাসনের শুভানুধ্যায়ী সামন্ত।'

ব্রহ্ম। হইতে পারে। উহাদিগকেও সামন্তাগারে বাসা দাও।

এই কথা বলিয়া ভেটককে বিদায় দিয়া, ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার ভাবিতে লাগিলেন—

"রাজত্ব পাইয়াছি, বিদ্যোত্তমাও আসিতেছে, অমৃতলাভ করিয়াছি; কিন্তু জ্বালার উপশম না হইয়া বৃদ্ধিই হইতেছে। আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা আরও বাড়িতেছে; যে যাতনা পূর্ব্বে জানিতাম না, এক্ষণে তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি; এ জ্বালা, এ যাতনা, এ উৎকণ্ঠা কেবল বেতাল-জনিত। বেতাল বিদ্যোত্তমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল; বোধ হয়, বোধ হয় কেন? নিশ্চয় বিদ্যোত্তমা আমার প্রকৃত পরিচয় তাহার নিকট দিয়াছে; আমি যে ভর্ত্তৃহরি নই, বেতাল ইহা জানিয়াছে, সে রাজসভায়

ও জনসমাজে অবশ্যই এ কথা প্রচার করিবে ; করিয়াই বা আমার কি করিতে পারিবে? সে এখন পদচ্যুত, ভেটক এখন নগরপাল, উজ্জয়িনীর সৈন্য নিরস্ত্র, সমগ্র ক্ষত্রিয়বল এখন আমি অধিকার করিয়াছি, সে আমার কি করিতে পারিবে? যাহা হউক, সাবধান হওয়া উচিত।” প্রকাশ্যে করটককে বলিলেন “ডাক ত, ডাক ত, ভেটককে ডাক ত, খুব চীৎকার করিয়া ডাক।” করটক ‘দাদা দাদা’ বলিয়া চীৎকার করিলে, ভেটক নিম্নতল হইতে ছাদের দিকে চাহিল এবং তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিয়া বলিল “কি আজ্ঞা করেন?”

ব্রহ্ম। বেতাল আসিতেছে না কেন?

ভেটক। সে ত আসিয়াছে, শিপ্রার অপর পারে আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছে।

ব্র। আসিয়াছে? কাহারও সহিত তাহার দেখা হয় নাই ত?

ভে। কেমন করিয়া হইবে, সে ত এপারে আসে নাই।

ব্র। ভাল, এক কর্ম্ম কর, তাহার অধীন সৈনিকদিগকে এখনই গিয়া নিরস্ত্র কর এবং তাহাকে তোমার নিকটে রাখ ; সাবধান, কাহারও সহিত তাহার যেন সাক্ষাৎ না হয়।

ভে। আগে বেতালকে আটক করিব, না আগে অভ্যাগত সামন্তদিগকে বাসা দিব?

ব্রহ্মচারী কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন "আগে অভ্যাগত-দিগের বাসের ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পরে রাজসভায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও, বেতাল সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া দিব।" ভেটক প্রস্থান করিলে, তিনি করটক-সহ নিম্ন-তলে অবতরণ করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সামন্তাগারে।

এই দিবস অপরাহ্ণে নগরে জনরব উঠিল—নগরপাল বেতাল রাজদ্রোহিতা-অপরাধে বন্দী হইয়াছেন, কল্য তাঁহার বিচার হইবে। কত লোক কত-প্রকার অনুমান করিতে লাগিল; কেহ তাহার পক্ষে, কেহ বিপক্ষে কত কথা বলিতে লাগিল; কিন্তু তিনি কি অবস্থায় কোথায় রহিলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিল না। কেহ উদ্বিগ্নমনে, কেহ কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে দিবসের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিল। কল্য বিচারে তাঁহার কি দণ্ড অবধারিত হয়, জানিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। আইস পাঠক, এখন আমরা হুজুগপ্রিয় নগরবাসীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একবার সামন্তাগারে প্রবেশ করি; আমাদের পরিচিত

সকলকেই আজি সেখানে দেখিতে পাইব,—দেখিতে পাইব মহা-রাজ বিক্রমাদিত্যকে, মহাকবি কালিদাসকে, আর দেখিতে পাইব বিদ্যোত্তমাকে তাহার পিতার সহিত, কুহেলীকে তাহার সখীগণের সহিত; তাঁহারা সকলে খোণ্ডরাজের দলবলসহ তথায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যাচলবাসী ভীলনায়ক রুক্ষদর্শন রুরুনথকেও সেখানে দেখিতে পাইব। সামন্তাগারই আজি প্রকৃত রাজপুরী হইয়াছে, সেখানে সকলেই আজি আনন্দস্রোতে সন্তরণ দিতেছে; সেখানে আজি কাহারও দুঃখ নাই, দুর্ভাবনা নাই, শোকতাপ নাই; সেখানে আজি সকলেই অভিনব সুখাশার মলয়মারুত-হিল্লোলে উৎফুল্ল। ঐ দেখ, নির্ম্মলসলিল-দীর্ঘিকাতীরে প্রফুল্ল মালঞ্চের পার্শ্ব দিয়া কুরঙ্গনয়না কুহেলী বিদ্যোত্তমাকে হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিয়া কুরঙ্গিণীর ন্যায় ছুটিতেছে, সখীগণ হাসিতে হাসিতে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। তাহারা লঘুহৃদয়ে, লঘুপদে ছুটিয়া ছুটিয়া একটি লতাকুঞ্জের নিকটবর্ত্তী হইলে বিদ্যোত্তমা বলিল "ছাড়িয়া দাও কুহেল, ঐ দেখ কাহারা আসিতেছেন।" তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই কুঞ্জের পশ্চাতে দাঁড়াইল এবং তথা হইতে প্রচ্ছন্নভাবে দেখিল—মহারাজ বিক্রমাদিত্য, কালিদাস ও সারদানন্দন কথোপকথন করিতে করিতে সেই দিকে আসিতেছেন। কুঞ্জের সমীপাগত হইয়া বিক্রমাদিত্য বলিলেন "আইস, আমরা এখন এই লতাগৃহে অবস্থান করি;

ভণ্ডরাজ অভ্যাগত খোণ্ডাধিপ ও রুক্নথের সহিত আলাপ করিয়া চলিয়া গেলে, আমরা পুনর্ব্বার পুরী-মধ্যে প্রবেশ করিব।”

সারদা। কি ভয়ানক লোক! কি ভয়ঙ্কর প্রতারক! আমি বাল্যাবধি উঁহার সহিত সর্ব্বদা একত্র থাকিয়াও উঁহার প্রকৃত চরিত্র বুঝিতে পারি নাই, আমি এতাবৎকাল মুক্তাহার-ভ্রমে হৃদয়ে বিষধর ধারণ করিয়া আসিয়াছি।

বিক্রম। ব্রাহ্মণের এরূপ প্রকৃতি হওয়া বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এরূপ ব্রাহ্মণ আমি ত কখনও দেখি নাই।

কালি। ও ত প্রকৃত ব্রাহ্মণ নয়, আমার স্মরণ হইতেছে বিদ্যোত্তমা আমায় বলিয়াছিল—ও ব্রাত্য-দোষস্পৃষ্ট।

সারদা। সে কথা যথার্থ, উঁহার বংশ অতি হেয়।

বিক্রম। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ ত বটে; ব্রাহ্মণের এপ্রকার চরিত্র হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মণ আমাদের সমাজের আদর্শ-স্বরূপ, ব্রাহ্মণে দোষস্পর্শ করিলে সমস্ত সমাজ দুষ্ট হইয়া ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইবে।

কালি। সম্প্রতি সে আশঙ্কার কোনও কারণ নাই; সারস্বত, সণাঢ্য প্রভৃতি সুপবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে অদ্যাপি এরূপ কুলাঙ্গার জন্মে নাই।

বিক্রমাদিত্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন “এই দুই কুলে

বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, এই দুই ব্রাহ্মণ-স্রোত একত্র মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইলে ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিকতা ও সাত্বিকতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে নাকি ?

কালি। আচারবান্ নিষ্ঠাবান্ বিদ্বান্ ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ এখনও ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন।

বিক্রম। ঐ যে বাদ্যোদ্যম-সহকারে ভণ্ডরাজ প্রস্থান করিতেছে।

সারদা। ও ভাবিয়াছে—নিশ্চয়ই যেন ও রাজা হইয়াছে।

কালি। ঐ টুকুই ওর লাভ।

"তবে চল আমরা এখন পুরীমধ্যে প্রতিগমন করি" বলিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বন্ধুগণ-সহ প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যা হইলে, সমস্ত পুরী ও উদ্যান উজ্জ্বল আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইল। অভ্যাগতদিগের আনন্দবর্দ্ধনার্থ বেণু-বীণা-মৃদঙ্গ-মন্দিরা-সহযোগে কলাবতগণ সুনিপুণ কণ্ঠে নানাবিধ রাগ রাগিণী আলাপ করিতে লাগিল। সখীগণ-সহ কুহেলী ও বিদ্যোত্তমা উদ্যান হইতে প্রত্যাগত হইয়া এক সুসজ্জিত কক্ষে উপবেশন করিল। কুহেলী হাসিতে হাসিতে বলিল "দিদি, বুঝিলাম তোমার বিবাহের আর বড় বিলম্ব নাই, শুনিলে ত মহারাজ নিজেই তোমার বিবাহের ঘটকালি করিতেছিলেন।"

বিদ্যোত্তমা বলিল "তোমার প্রতি মহারাজের যেরূপ স্নেহ, যেরূপ যত্ন দেখিতেছি, বোধ হয় তোমারই বিবাহের ফুল ফুটিয়াছে।" কুহেলী হাসিতে হাসিতে গান করিল—

বর্ব্বর-বালিকা আমি আছে কি আমার
দেবতার পাদপদ্ম সেবার অধিকার।
কেন করিব সে আশা—
কেন বাড়াব পিপাসা,
দুরাশায় হয় শুধু হাহাকার সার।
হৃদয়ে পূজিব তাঁরে
শ্রদ্ধা ভক্তি উপচারে
সমর্পিয়ে প্রাণ মন চরণে তাঁহার।

গীতাবসানে তাহার কণ্ঠস্বর যেন ঈষৎ কম্পিত, ঈষৎ বিজ়ড়িত বোধ হইল, সে পুনর্ব্বার সস্মিত বদনে বলিল "দিদি, তোমার ফুলশয্যা দেখিয়া যেন দেশে যাইতে পারি।"

একজন সখী বলিল "তোমাকে আমরা দেশে লইয়া যাইব না, তোমাকে রাজবাটীতে রাখিয়া যাইব। কুহেলী তাহার গাল টিপিয়া বলিল "হেঁলা, এই কি তোদের ভালবাসা! তোরা আমায় ছাড়িয়া যাইতে পারিবি?"

সখী। না হয় তোমারই সহিত থাকিব।

এইরূপ কথোপকথন ও হাস্য কৌতুক হইতেছে, এমন

সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল "পার্শ্বের কক্ষে আপনা-দের ভোজনের আয়োজন হইয়াছে, আপনারা আসুন।"

বিদ্যোত্তমা। এখনই আহারের উদ্যোগ!

কুহেলী। শুভকার্য্যে বিলম্বের প্রয়োজন কি? চল, আমরা যাইতেছি চল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দণ্ড-বিধান।

হ্মচারী, মহারাজ ভর্ত্তৃহরি রূপে, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলী-ধৃত রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন; তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে মন্ত্রিবর্গ এবং বাম পার্শ্বে স্বজনগণ-সহ খোণ্ডাধিপ ও সহচরগণ-সহ বিন্ধ্যাচলবাসী রুরুনখ উপবেশন করিয়াছেন। সিংহাসন-সম্মুখে বিস্তৃত বিচিত্রাসনে দূতগণ, কর্ম্মচারিগণ, সম্ভ্রান্ত প্রজাবর্গ এবং নানাদেশীয় বণিক্‌গণ বসিয়াছে। সিংহাসনের পশ্চাদ্দেশে উলঙ্গ-অসি-হস্তে প্রধান-রক্ষিবেশে করটক দণ্ডায়মান রহিয়াছে, অপরাপর রক্ষিগণ সভাগৃহের স্থানে স্থানে অবস্থান করিতেছে। চারণগণ কর্ত্তৃক যথারীতি রাজবন্দনা শেষ হইলে, রুরুনখ মন্ত্রীদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"শুনিয়াছি,

মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও মহাকবি কালিদাস নিরুদ্দিষ্ট; কিন্তু আজি আপনাদের মধ্যে মাননীয় নগরপালকে দেখিতেছি না কেন?" প্রধান মন্ত্রী বররুচি, ভেটককে নির্দ্দেশ করিয়া, বলিলেন "ইনি আমাদের নগরপাল।"

রুরু। উনি? ওঁকে ত পূর্ব্বে কথন দেখি নাই, বেতাল-ভট্ট কোথা?

মন্ত্রী। রাজদ্রোহিতার অপরাধে তিনি সম্প্রতি কারাবাস করিতেছেন।

রুরু। সে কি! বেতাল রাজদ্রোহী!

মন্ত্রী। মহারাজের ত এইরূপ ধারণা।

রুরু। কাহার? মহারাজ বিক্রমাদিত্যের?

মন্ত্রী। না, না, এই মহারাজ ভর্ত্তৃহরির।

রুরুনথ তীব্র দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন "ইনি ভর্ত্তৃহরি? কে বলিল ইনি ভর্ত্তৃহরি?" তিনি তখন পার্শ্ববর্ত্তী নতশির সারদানন্দনকে সম্বোধিয়া বলিলেন "ঠাকুর, একবার দাঁড়াইয়া দেখুন দেখি, ইনি কি ভর্ত্তৃহরি?"

সারদানন্দন দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "কি অভ্রক ভায়া! এ আবার কি নূতন লীলা!! অথবা তোমার অসাধ্য কি আছে! আমার কন্যা বিদ্যোত্তমাকে কোথায় রাখিয়াছ? তাহাকে না তীর্থপর্য্যটন করাইবে বলিয়া

লইয়া গিয়াছিলে? আমার কন্যা কোথা? ভণ্ড! আমার কন্যা কোথা বল্?"

সকলে। সেকি! এ কি কথা!

খোণ্ডাধিপ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন "বল না ভেটক, এই ভণ্ডরাজের আদেশে বিদ্যোত্তমাকে তুমি কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ?

ভেটক। সে সব কথা আমি দেবতাকে বলিয়াছি।

খোণ্ডাধিপ তখন ব্রহ্মচারীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—পাষণ্ড! সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিলে।"

ব্র। বর্ব্বর! এতবড় আস্পর্দ্ধা!! তুই আমার অবমাননা করিস্।

খোণ্ড। আমি ত বর্ব্বর, কিন্তু তুই যে নররূপী রাক্ষস।

ব্র। ভেটক! করটক!

করটক খোণ্ডরাজকে আঘাত করিবার নিমিত্ত অসি উত্তোলন করিবা মাত্র ক্রূরনখ ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদানে তাহার তরবারি কাড়িয়া লইল; ইত্যবসরে অপর কে একজন অতর্কিত ভাবে আসিয়া ভেটককে আক্রমণ করিল এবং নিমেষ মধ্যে তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল; ব্রহ্মচারী তাহাকে দেখিবার অবসর পাইল না।

সকলে বলিয়া উঠিল "বেতাল! বেতাল!"

খোণ্ড। বেতাল না কারারুদ্ধ?

রুরু। বেতাল কি রুদ্ধ থাকিবার পাত্র।

এই সময় ব্রহ্মচারীর অন্যান্য রক্ষিগণ অসি আস্ফালন করিয়া খোণ্ডাধিপ ও রুরুনথকে আক্রমণ করিলে, দুর্দ্ধর্ষ ভীল বীরগণ অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিতে লাগিল, সভামধ্যে মহা গোলমাল উপস্থিত হইল। প্রধান মন্ত্রী বররুচি দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "অতীব অন্যায় কার্য্য হইতেছে, সভাস্থলে অস্ত্রচালনা নিষিদ্ধ, সকলে নিরস্ত হও, শুন।"

রক্ষিগণ নিরস্ত্র হইলে এবং সভাস্থল কথঞ্চিৎ শান্ত-ভাব ধারণ করিলে, তিনি বলিলেন,—খোণ্ডাধিপ ও ভীলনায়ক বলিতেছেন 'ইনি মহারাজ ভর্ত্তৃহরি নন'; আমরা জানিতে চাই, তবে ইনি কে?"

তখন বিদ্যোত্তমার পিতা সারদানন্দন বিস্তৃত রূপে ব্রহ্ম-চারীর চরিত্র আদ্যন্ত বর্ণন করিলেন। তাঁহার বর্ণনা শেষ হইলে, বিক্রমাদিত্য ও বিদ্যোত্তমার বিপদ্বৃত্তান্ত খোণ্ডরাজকর্ত্তৃক বিবৃত হইল। সভাস্থ সকলে যখন একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মচারীর চরিত্র-কথা শুনিতেছিলেন, সেই সময় তিনি অবসর বুঝিয়া ধীরে ধীরে সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া পলাইবার উপক্রম করিতে-ছিলেন। রুরুনথ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে ধরিয়া

অনুচরদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। সভাস্থ সকলে একবাক্যে তাঁহার শূলদণ্ডের ব্যবস্থা করিল।

যখন শিপ্রার অপর পারে ব্রহ্মচারীর শিবিরে এই সংবাদ পঁহুছিল, তখন সন্ন্যাসীর দল ও ব্রাত্য ব্রাহ্মণগণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া মহাকোলাহলে নদী পার হইয়া নগর আক্রমণ করিল; কিন্তু রুরুনখ-পরিচালিত দুর্দ্ধর্ষ বীরবৃন্দের সম্মুখে তাহারা কতক্ষণ তিষ্ঠিবে, ভীলদিগের সহিত ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়াই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

লীলাবসান।

রদিবস প্রাতঃকালে যখন নগরস্থ দেবালয়সমূহে মঙ্গল-বাদ্য বাজিতেছিল, ব্রাহ্মণগণ সামগান করিতেছিলেন, এবং বৈতালিকেরা রাজবাটীর তোরণস্থ উচ্চতম মন্দিরে বসিয়া গান করিতেছিল—

ঐ যে আনন্দময়ী অম্বরে উদয়রে—
দশ দিশ আলো করি দীপ্ত বিশ্বময়রে।
দেখ দেখ আঁখি মেলি,
ভর্গরূপে মহাকালী,
সবিতৃমণ্ডলে বসি নাশে ভবভয়রে॥

সেই সময় নগরপ্রান্তে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে লোকারণ্য হইয়াছিল। কপট ব্রহ্মচারীর প্রাণদণ্ড দেখিবার নিমিত্ত এই জনতা। সে দিন যাহারা তাঁহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছিল, আজ তাহারাই তাঁহার মৃত্যু দেখিতে আসিয়াছে; সে দিন তাহারা যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিল, আজিও তাহাদের সেইরূপ উৎসাহ। এই জনসাধারণকে কি মহাজন বলিব? ইহারা যে পথে যাইবে, সেই পথেই চলিব? যাউক, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের তর্ক তুলিয়া পাঠককে বিরক্ত করিব না। সকলে দেখিল—প্রান্তরের মধ্যস্থলে বধ্যমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে, মঞ্চ হইতে দর্শকমণ্ডলীকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিবার জন্য মঞ্চের চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠ-বেষ্ট প্রোথিত হইয়াছে। সেই বেষ্ট বেড়িয়া মানব-মস্তকের কৃষ্ণসাগর ও সাগর-গর্জ্জনের ন্যায় মহাজন-কোলাহল।

বেলা এক প্রহর অতীত হইলে, একখানি শকট লৌহ-পিঞ্জরাবদ্ধ ব্রহ্মচারীকে বহন করিয়া মঞ্চাভিমুখে যাইতে লাগিল, হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল, কোলাহল উচ্চতর হইল, ক্রমে শকটখানি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বেষ্টমধ্যে প্রবেশ করিল এবং মঞ্চসোপানের নিকট গিয়া থামিল। রক্ষিগণ ব্রহ্মচারীকে শকট হইতে নামাইয়া অপ্রিয়-দর্শন চণ্ডালদিগের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিল, তাহারা তাঁহাকে চণ্ডালোচিত প্রথায় মঞ্চের

উপর তুলিল। ব্রহ্মচারী কিন্তু তখনও সেই সহাস্যবদন। তাঁহার যে বধের আয়োজন হইয়াছে, জনসঙ্ঘ যে তাঁহার অপমৃত্যু দেখিবার নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই; যেন কিছুই হয় নাই, এখনও যেন তিনি উজ্জয়িনীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন—হয় ত তিনি মনে করিতেছিলেন তাঁহার স্বপক্ষ লোকেরা আসিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিবে। দর্শকমণ্ডলী তাঁহাকে দেখি-বামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে অকথ্য কথায় তাঁহার প্রতি গালি-বর্ষণ করিতে লাগিল। পরক্ষণেই একদল রক্ষী আসিয়া ভিড় সরাইয়া দিতে লাগিল, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পার্শ্বাপার্শ্বি অশ্বারোহণে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস মঞ্চের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, লোক-কোলাহল থামিয়া গেল—লোক-সাগর নিশ্চল নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। এইবার ব্রহ্মচারীর মুখমণ্ডল মৃতবৎ ম্লান হইয়া গেল। বিক্রমাদিত্য বলিতে লাগিলেন "এমন দুষ্কর্ম্ম নাই, এমন মহাপাতক নাই, এমন উপপাতক নাই, যাহা এই মঞ্চস্থ ব্রহ্মচারী করে নাই বা করিতে পারে না; যাহা হউক, যখন ও ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছে, তখন প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত হইলেও উহার বধাজ্ঞা দিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। চণ্ডাল, উহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া, হস্তপদ ও চক্ষুর্দ্বয় আবদ্ধ করিয়া, দুন্দুভি বাজাইয়া

উহাকে দেশান্তরিত করিয়া গান্ধার-রাজ্যে রাখিয়া আইস।” রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইলে, জনসঙ্ঘ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।
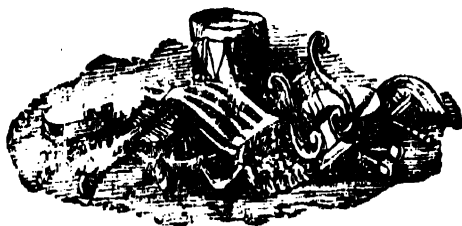
উপসংহার

মহারাজ বিক্রমাদিত্য ব্রহ্মচারীকে দেশান্তরিত করিয়া কালিদাস-সহ মরকত-প্রাসাদে গমন করিলেন। ভেটক, করটক প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর অনুচরবর্গকে কারারুদ্ধ করিয়া বেতাল তথায় পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন। তিনি মহারাজের অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ উপস্থিত হইয়াই সানুচর আমন্ত্রিতদিগকে তথায় আনাইবার জন্য বেতালকে আদেশ করিলেন। অচির-কাল-মধ্যে সদলবলে খোণ্ডরাজ, রুরুনখ, সারদানন্দন, এবং সখীগণ-সহ কুহেলী ও বিদ্যোত্তমা তথায় সমাগত হইলেন। রাজপুরী উৎসবময়ী হইয়া উঠিল। তিন দিন ধরিয়া রাজবাটীতে আমোদ প্রমোদ, হাস্য কৌতুক, ভূরিভোজ ও নৃত্য গীত হইল। কালিদাস বিদ্যোত্তমার পাণিগ্রহণে সম্মত হইলে সারদানন্দনের

আনন্দের আর সীমা রহিল না। উদ্বাহের আয়োজন করিব নিমিত্ত চতুর্থ দিবসে তিনি নন্দিনী-সহ স্বদেশ-যাত্রা করিলেন অপর সকলে কালিদাসের বিবাহ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিবাহান্তে বর-কন্যাকে যৌতুক দিয়া সকলে স্ব আবাসে গমন করিলেন। কুহেলী যখন বিদ্যোত্তমার নিক বিদায় লইতে আইসে, বিদ্যোত্তমা সাদরে তাহার হস্ত ধরি সাশ্রুনয়নে বলিল "ভগিনি, জানি না আবার কতদিনে তোমা সহিত সাক্ষাৎ হবে—আর কি কখনও হইবে!"

"কেন হইবে না, মহারাজের বিবাহ হইলে আমায় সংবা পাঠাইও; আমি আসিয়া মহারাণীকে ও তোমাকে দেখি যাইব। দিদি, এক্ষণে বিদায় হই।" ইহা বলিয়া কুহেলী মস্ অবনত করিয়া মন্থর-গমনে প্রস্থান করিল।